বাংলাপিডিএফ.নেট

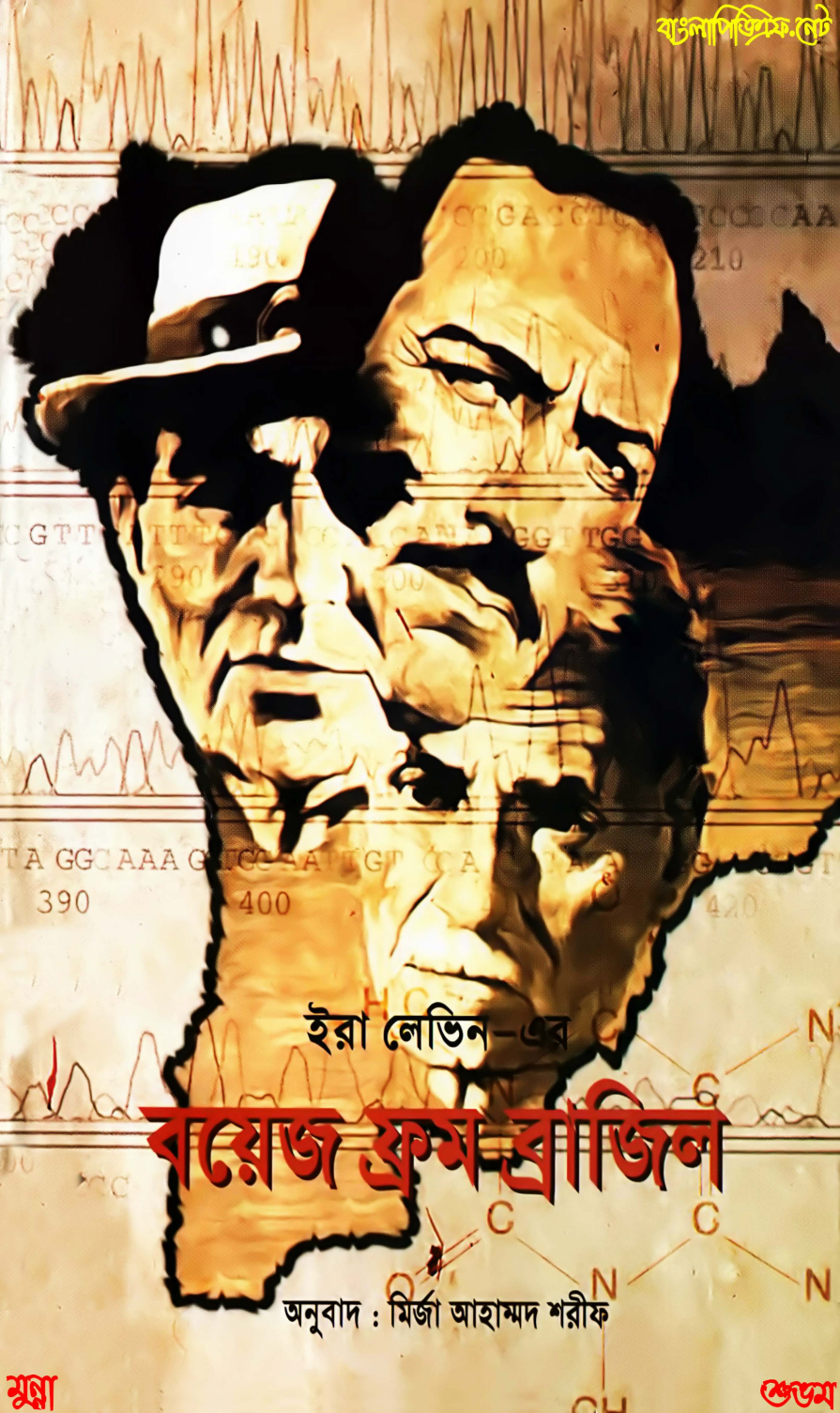

ইরা লেভিন-এর

বয়েজ ফ্রম ব্রাজিল

অনুবাদ : মির্জা আহাম্মদ শরীফ

মুন্না

শুভম

লেখক নাট্যকার এবং গীতিকার ইরা লেভিনের জন্ম আমেরিকাতে। নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে দর্শন আর ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করার পর ক্যারিয়ান শুরু করেন একজন স্ক্রিপ্ট রাইটার হিসেবে।

বর্ণময় লেখক জীবনে ইরা লেভিন লিখেছেন অসংখ্য সিনেমার স্ক্রিপ্ট, নাটক, গান আর উপন্যাস, যার মধ্যে বেশিরভাগই পেয়েছে পাঠক এবং দর্শকপ্রিয়তা। অ্যা কিস বিফোর ডাইং বইটি দিয়ে তার থ্রিলার জগতে পদার্পণ, যার অনুসরণে হলিউডে একই নামে আর বোম্বে'তে বাজিগর সিনেমাটি নির্মিত হয়। তার উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে রোজমেরিস বেবি, দ্য স্টেপফোর্ড ওয়াইফ, দিস পারফেক্ট ডে, সিলভার এবং সন অব রোজমেরি।

বিখ্যাত আমেরিকান লেখক স্টিফেন কিং ইরা লেভিনকে সাসপেন্স থ্রিলারের সেরা কারিগর হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

বয়েজ ফ্রম ব্রাজিল উপন্যাসটি নিয়ে ১৯৭৮ সালে হলিউডে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হলে তা বেশ জনপ্রিয়তা পায়।

দ্য

বয়েজ ফ্রম ব্রাজিল

ইরা লেভিন-এর

দ্য

বয়েজ ফ্রম ব্রাজিল

অনুবাদ মির্জা আহাম্মদ শরীফ

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

বাতিঘর প্রকাশনী

দ্য বয়েজ ফ্রম ব্রাজিল
মূল : ইরা লেভিন
অনুবাদ : মির্জা আহাম্মদ শরীফ
The Boys From Brazil
copyright©2013 by Ira Levin
অনুবাদস্বত্ব © মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩
প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, কম্পোজ: আনিস

মূল্য : দুইশত টাকা মাত্র

বয়েজ ফ্রম ব্রাজিল

মূলঃ ইরা লেভিন

অনুবাদঃ মির্জা আহাম্মদ শরীফ

কৃতজ্ঞতা

MUNNA

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

WEBSITE:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

HTTPS://WWW.FB.COM/GROUPS/BANGLAPDF.NET

উৎসর্গ ঃ

আমার শ্রদ্ধেয় বাবা-মা'কে

বিশেষ ধন্যবাদ সাদিয়া মতিনকে

অধ্যায় ১

১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস। কালচে রূপালি রঙ করা একটি ছোট দুই ইঞ্জিনের বিমান সাও পাওলোর কঙ্গোনহাস বিমানবন্দরে এসে নামলো। ধীরে ধীরে সেটা একপাশে সরে গিয়ে হ্যাঙ্গারের ভেতরে ঢুকে একটি লিমোজিনের পাশে পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই, প্লেন থেকে তিনজন লোক বেরিয়ে এল, এদের ভেতর একজনের পরনে সম্পূর্ণ সাদা পোশাক। প্লেন থেকে নেমেই তিনজন ঢুকে গেল সরাসরি লিমোজিনের ভেতর। কিছুক্ষণ পর লিমোজিনটি ছুটতে শুরু করলো কঙ্গোনহাস থেকে সেন্ট্রাল সাও পাওলোর দিকে। প্রায় বিশ মিনিট পর এভেনিদা ইপিরাঙ্গাতে অনেকটা জাপানি মন্দিরের মত দেখতে সাকাই নামের একটি রেস্টুরেন্টের সামনে এসে থামলো লিমোজিনটা।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনজন একই সাথে সাকাই'র বিশাল প্রবেশপথ দিয়ে এগোচ্ছে। এদের মধ্যে দু'জন গাঢ় স্যুট পরা, বিশালাকৃতির, দেখলেই তাদের আগ্রাসী স্বভাবের ধারণা পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে একজনের চুল ব্লন্ড অন্যজনের কালো। অন্যদিকে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়ানো তৃতীয় লোকটি একেবারে হালকাপাতলা গড়নের এবং বয়স্ক। মাথার হ্যাট থেকে শুরু করে জুতা পর্যন্ত শুধুমাত্র নেকটাইটি ছাড়া তার সবকিছুই সাদা। হাতে একটা তামাটে বর্ণের ব্রিফকেস। চারপাশে সবকিছু দেখে মৃদু সুরে শিস দিচ্ছে।

ভেতরে ঢুকতেই কিমোনো পরা একটি সুন্দরী যুবতী হাসিমুখে তাদের অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এল। হাসতে হাসতে সে সাদা পোশাকের লোকটির দিকে এগোল তার হাত থেকে ব্রিফকেসটি নেয়ার জন্য, কিন্তু সে তার নাগালের বাইরে সরে গিয়ে তার দিকে আসতে থাকা টাক্সিডো পরা সরু পাতলা এক জাপানি যুবকের দিকে এগিয়ে গেল।

"আমার নাম আসপিয়াজু।" সে কিছুটা জার্মান টানে পর্তুগিজ ভাষায় কথা বলে। "আমার জন্য একটি প্রাইভেট রুম রিজার্ভ করা আছে।"

তাকে দেখে মনে হয় কিছুদিনের মধ্যেই ষাটে পড়বে। মাথার চুলগুলো ছোট করে ছাটা এবং বাদামি রংয়ের চোখগুলো যেমন জীবন্ত তেমনি উচ্ছ্বাসে পূর্ণ এবং ঠোঁটের ওপর সরু ধূসর মোচ।

"ওহ্, সিনর আসপিয়াজু," জাপানি লোকটি তার নিজের সংস্করণের পর্তুগিজ ভাষায় বললো। "আপনার অনুষ্ঠানের জন্য সবকিছুই তৈরি করে রাখা হয়েছে। আপনি কি আমার সাথে আসবেন, দয়া করে। এই সিঁড়িগুলোর

উপরেই। আমি নিশ্চিত, আপনি সবকিছু দেখে খুবই খুশি হবেন।"

"হ্যা, আমি এখনই খুশি," সাদা পোশাক পরা লোকটি হাসতে হাসতে বললো। "এই শহর আমার জন্য সবসময়ই আনন্দদায়ক।"

"আপনি এই দেশেই থাকেন?"

ব্লন্ড লোকটির পিছন পিছন সেও সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে, "হ্যা," বললো সে, "আমি এখানেই থাকি।"

কালো চুলের লোকটি তার পেছন পেছন গেলে জাপানি লোকটি সবার শেষে উঠলো। "ডানপাশের প্রথম দরজাটি।" সে পেছন থেকে বললো, "আপনারা কি দয়া করে ভেতরে ঢোকার আগে আপনাদের জুতাগুলো খুলে নেবেন? প্লিজ।"

ব্লন্ড লোকটি একটি অষ্টাভূজাকৃতির দেয়ালের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে নিচু হয়ে তাকিয়ে একটা দরজার হাতল শক্ত করে ধরে পা উঠিয়ে খুলতে শুরু করলো। সাদা পোশাক পরা লোকটি হলওয়ের কার্পেটেরে মধ্যে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিলে কালো চুলের লোকটি নিচু হয়ে তার জুতার বাধন খুলছে। ব্লন্ড লোকটি তার জুতাগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে সুন্দর কারুকাজ করা দরজাটি খুলে সামনে ফ্যাকাশে-সবুজ রঙের একটি ঘর দেখতে পেল। জাপানি লোকটি যেন হঠাৎ বেরিয়ে এল বাতাসের মধ্য থেকে।

"আমাদের সেরা রুম, সিনর আসপিয়াজু," সে বললো, "খুবই সুন্দর।"

"আমিও নিশ্চিত, তাই হবে," সাদা পোশাকের লোকটি তার অন্য জুতা খুলতে খুলতে বললো।

"আর সেইসাথে আমাদের সাতজনের জন্য রাজকীয় ডিনার, সাথে বিয়ার, ব্র্যান্ডি এবং সব শেষে চুরুট।"

ব্লন্ড লোকটি দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তার মুখের সাদা দাগটি তার চেহারাকে আরো ভীতিকর করে তুলেছে। তার এক কানের লতি নেই। সে ঘরের ভেতরটি দেখে আবার পিছিয়ে এল। হিল ছাড়া কিছুটা খাটো দেখতে সাদা পোশাক পরা লোকটি ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লে জাপানি লোকটি তাকে অনুসরণ করলো। চতুর্ভূজ আকৃতির হালকা সবুজ রংয়ের ঘরটির ভেতরে বেশ ঠাণ্ডা এবং চারপাশ থেকে মিষ্টি সুবাস আসছে। ঘরের মাঝখানে একটি চারকোনা বিশাল আকৃতির টেবিল বসানো, এর তিনদিকে সোফা। টেবিলের ওপর কিছু প্লেট এবং কাপও আছে। দুটি সোফা টেবিলের পাশ বরাবর আরেকটি টেবিলের ডান দিকে। বড় টেবিলটির নিচেই অতিথিদের পা রাখার জন্য আরেকটি ছোট টেবিল রাখা। ঘরের ডান কোণে আরেকটি নিচু কালো রংয়ের টেবিল বসানো, এর ওপর দুটি ইলেকট্রিক বার্নার সেট করা। উল্টো দিকের দেয়ালটি সাদা কাগজের বিশাল পর্দা দিয়ে আবৃত।

"সাতজনের জন্য যথেষ্ট বড় রুম," ঘরের মাঝখানে রাখা টেবিলটির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে জাপানি লোকটি বললো।

"আমাদের সেরা মেয়েরা আপনাদের পরিবেশন করবে, সবচেয়ে সুন্দরীও বটে," বলে সে ভ্রু উঁচু করে হাসলো।

"এর পেছনে কী?" সাদা পোশাকের লোকটি বিশাল পর্দার দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইলো।

"আরেকটি প্রাইভেট রুম, সিনর।"

"আজকে রাতে কি এটি ব্যবহার করা হচ্ছে?"

"এখনো রিজার্ভ করা হয় নি, তবে এক পার্টির সাথে কথা হয়েছে।"

"আমি রিজার্ভ করলাম।" সাদা পোশাকের লোকটি ব্লন্ড লোকটিকে পর্দা খুলে ফেলতে ইশারা করলো।

জাপানি লোকটি সাদা পোশাকের লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো, "এটা আসলে ছয়জনের রুম।" সে অনিশ্চিতভাবে তাকাচ্ছে, "তবে আটজনের জন্যও ঠিক আছে।"

"অবশ্যই।" সাদা পোশাকের লোকটি পায়চারি করতে করতে ঘরের শেষ মাথার দিকে এগিয়ে গেল। "আমি আরও আটজনের ডিনারের জন্য অর্ডার করছি।" টেবিলে রাখা বার্নারগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখছে সে। তার বৃফকেসটি তখনো হাতে ধরা।

ব্লন্ড লোকটি পর্দা টেনে নামিয়ে ফেলতে শুরু করলে জাপানি লোকটি তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল। ওপাশের রুমটা যেন এই রুমেরই প্রতিচ্ছবি, শুধুমাত্র এটার সিলিং গাঢ় কালো রংয়ের এবং ওই ঘরে রাখা টেবিলে ছয়জনের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। সাদা পোশাকের লোকটি ঘুরে তাকালে জাপানি লোকটি অস্বস্তির সাথে হেসে বললো, "আমরা এটার জন্য চার্জ নেব, শুধুমাত্র কেউ যদি এটি রিজার্ভ করতে চায়।"

সাদা পোশাকের লোকটিকে কিছুটা বিস্মিত মনে হল, "খুবই ভাল, ধন্যবাদ।"

"এক্সকিউজ মি, প্লিজ।" কালো চুলের লোকটি জাপানি লোকটিকে ডাক দিল। সে রুমের এক পাশে দাঁড়ানো, গায়ের সুট কোচকানো আর কৃষ্ণকায় মুখমণ্ডল ঘামে চিকচিক করছে। "এটাকে বন্ধ করার কোন উপায় আছে?" দেয়ালের অষ্টভুজাকৃতির গর্তটার দিকে ইঙ্গিত করছে। তার পর্তুগিজস্বর অনেকটা ব্রাজিলীয় ধাঁচের।

"এটা মেয়েদের জন্য," জাপানি লোকটি ব্যাখ্যা করলো, "এটা দেখতে যে আপনারা পরবর্তী কোর্সের খাবারের জন্য প্রস্তুত কিনা।"

"তাহলে ঠিক আছে।" সাদা পোশাকের লোকটি কালো-চুলের লোকটিকে বললো, "তুমি বাইরে থাকবে।"

কালো চুল ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললো, "আমি ভেবেছিলাম সে..."

"সবকিছু ঠিক আছে।" সাদা পোশাকের লোকটি জাপানি লোকটিকে বললো। "আমার অতিথিরা আটটা থেকে আসতে শুরু করবে।"

"আমি তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবো।"

"কোন প্রয়োজন নেই। আমার একজন লোক নিচে অপেক্ষা করবে। আমাদের খাওয়া শেষ করার পর এখানে একটি মিটিং আছে।"

"আপনারা চাইলে তিনটা পর্যন্ত থাকতে পারবেন।"

"আশা করি তার দরকার হবে না, এক ঘণ্টাই যথেষ্ট। আপনি কি বরফ এবং লেবুর খোসার রস মেশানো এক গ্লাস লাল ডাবোনেটের ব্যবস্থা করতে পারবেন? "

"অবশ্যই, সিনর," জাপানি বললো।

"এখানে কি আরেকটু আলোর ব্যবস্থা করা যায় ? বসে থাকার সময়টা আমি একটু পড়াশোনা করে কাটাতে চাই।"

"দুঃখিত সিনর, এখানে আর কোনো আলোর ব্যবস্থা নেই।"

"আমি চালিয়ে নেব। ধন্যবাদ।"

"ধন্যবাদ, সিনর আসপিয়াজু।" জাপানি লোকটি সাদা পোশাকের লোকটির দিকে মাথা নোয়ালে ব্লন্ড লোকটির দিকে কোনো রকমে মাথা নোয়ালো, কালো চুলের লোকটির দিকে মাথা না নুইয়েই দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

কালো চুলের লোকটি দরজা বন্ধ করে দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে হাত তুলে আঙুলগুলো বাঁকিয়ে দরজার চৌকাঠের উপর এমনভাবে রাখলো যেন কোন শিল্পী পিয়ানোর ওপর তার আঙুলগুলো রেখেছে। ধীরে ধীরে পুরো দরজাটি পরীক্ষা করলো সে।

সাদা পোশাকের লোকটি দেয়ালের ফোকরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ব্লন্ড লোকটি টেবিলের শেষপ্রান্তে রাখা সোফার দিকে এগিয়ে গিয়ে বসে সোফার কুশনগুলো সরিয়ে বাশের ফ্রেমগুলো পরীক্ষা করলো। উপরের দিকটা দেখা শেষ করে নীচের দিকটাও দেখলো। হাটু গেড়ে বসে মাথা টেবিলের নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে টেবিলের পায়াগুলো তলাটাও পরীক্ষা করলো এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত।

টেবিলের তলা থেকে মাথা বের করে কুশনগুলো বাশের ফ্রেমের উপর মোটামুটিভাবে ঠিক করে রেখে সোফার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো সে।

সাদা পোশাকের লোকটা জ্যাকেট খুলতে খুলতে এগিয়ে এল, বৃফকেসটি ফ্লোরে রেখে ঘুরে নিচু হয়ে সোফার হাতল ধরে বসে পড়ে পা দুটো টেবিলের তলায় ঢুকিয়ে দিল। ব্লন্ড লোকটি সোফাটি ঠেলে টেবিলের কাছে নিয়ে দিল।

"*ডাঙ্কে,*" সাদা পোশাকের লোকটি বললো।

"*বিত্তে,*" বলেই দেয়ালের ফোকরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ব্লন্ড। সাদা পোশাকের লোকটি হাতের গ্লোভ খুলে সম্মতি জানিয়ে কালো চুলের দিকে তাকালে সে সরে গিয়ে দুই রুমের মধ্যবর্তী প্রবেশপথের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

একটি শব্দ। ব্লন্ড দরজার পাশে গিয়ে কিছু শুনে তারপর দরজা খুলে দিল। হাতে ট্রে নিয়ে গোলাপি রংয়ের কিমোনো পরা পরিচারিকা ঘরে ঢুকেই মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো জাপানি কায়দায়। তার সাদা মোজায় আবৃত পা কার্পেটে ঘষা খেয়ে মৃদু শব্দ হচ্ছে।

"আহ্!" সাদা পোশাকের লোকটি উচ্ছ্বসিত হয়ে গ্লোভগুলো একপাশে সরিয়ে রাখলো। তার উচ্ছ্বাসে মেয়েটা দ্বিধাগ্রস্থ। মোটা চেহারার মেয়েটি তার পাশে বসে খাবারে প্লেট আর ন্যাপকিন সরিয়ে রাখলো।

"তোমার নাম কি, প্রিয়তমা?" সাদা পোশাক জানতে চাইলো।

"সুরুকো, সিনর।" টেবিলের ওপর একটি কাগজের টুকরো রাখলো পরিচারিকাটি।

"সু-রু-কো!" সাদা পোশাকের লোকটি বড় বড় চোখ করে ঠোঁট ভ্রু কুচকে ব্লন্ড আর কালো চুলের দিকে এমনভাবে তাকালো যেন সে এইমাত্র বিশেষ আকর্ষণীয় কিছু আবিষ্কার করেছে।

পরিচারিকাটি পানীয় ভর্তি গ্লাস নামিয়ে রেখে কটু পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো।

"সুরুকো, আমার অতিথিরা না আসা পর্যন্ত আমি আর কোনো ঝামেলা চাই না।"

"জি, সিনর," বলেই দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

ব্লন্ড লোকটি দরজা বন্ধ করে দিয়ে দেয়ালের ফোকরের সামনে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়লো।

"সু-রু-কো," সাদা পোশাকের লোকটি বৃফকেসটি কাছে টেনে বললো। সে জার্মান ভাষায় বললো, "যদি সে-ই সবচেয়ে সুন্দরী হয়, তবে তারচেয়ে কম সুন্দরীরা দেখতে কেমন হবে?"

হাসিতে ফেটে পড়লো ব্লন্ড লোকটি।

সাদা পোশাক ব্রিফকেসটা খুলে সদ্য হাত থেকে খোলা গ্লোভগুলোর ভেতরে একপাশে রাখলো। নানা কাগজ আর এনভেলাপের মধ্য থেকে একটি পাতলা ম্যাগাজিন বের করে আনলো সে–'ল্যানসিট'–একটি ব্রিটিশ মেডিকেল সাময়িকী, সে এটিকে টেবিলের ওপর প্লেটের পাশে নামিয়ে রাখলো। কভারের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে, বুক পকেট থেকে ছোট, পাতলা চশমার খাপ বের

করে সেটি খুলে চশমা বের করে পড়লো। তারপর আবার খামটি পকেটে পুরে মোচে তা দিচ্ছে। তার হাতগুলো ছোট, পরিস্কার এবং দেখতে অনেকটা কোন যুবকের হাত।

ব্লন্ড দেয়ালের ফোকরের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। কালো চুলের লোকটি পাশের রুমের দেয়াল, মেঝে, টেবিল এবং সোফাগুলো পরীক্ষা করলো। তারপর একটি টেবিল একপাশে টেনে এনে তার উপর রুমাল বিছিয়ে সে এটির ওপর উঠে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে লাইটিং প্যানেলগুলো খুলে সেগুলোও পরীক্ষা করলো।

সাদা পোশাক সিগারেট খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ডাবোনেটের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে আর 'ল্যানসিট' পড়ছে। সে উপরের দাঁতের ফাঁক দিয়ে সিগারেটের ধোয়া ছাড়ছে, সেইসাথে পড়ার সময় মাঝে মাঝে তাকে বিস্মিত মনে হচ্ছে। একবার তাকে বলতে শোনা গেল, "একেবারেই ভুল, স্যার!"

*

চার মিনিট সময়ের ব্যবধানে সকল অতিথিরা এসে পৌছাল। অ্যাটাচি কেস হাতে প্রথমজন এসে পৌছালো আটটা বাজার তিন মিনিট আগে, সর্বশেষজন এসে পৌছাল আটটা বাজার এক মিনিট পর। সবাই হোটেলের ভিড়ের মধ্য দিয়ে টাক্সিডো গায়ে জাপানি লোকটির দিকে এগিয়ে গেল। খুব বদান্যতার সাথে তাদেরকে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়ানো ব্লন্ডের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে। কিছু কথা বিনিময়ের পর ব্লন্ড লোকটি খোলা দরজার পাশেই জুতার সারির সামনে দাঁড়ানো কালো চুলের লোকটির দিকে এগোল।

ছয়জন সুবেশিত ব্যবসায়ী, তাদের বয়স মধ্য পঞ্চাশ, টানটান চামড়া এবং দীর্ঘকায়। মোজা পরে ঘরের ভেতর ঢুকেই মাথা নিচু করে একে অপরকে অভিবাদন জানিয়ে সাদা পোশাকের লোকটির দিকে ঘুরে পর্তুগিজ আর স্প্যানিশ ভাষায় সম্ভাষণ জানালো।

"ইগনাসিয়ো কারেইরা, ডক্টর। আপনার সাথে দেখা করে সম্মানিত বোধ করছি।"

"হ্যালো! তুমি কেমন আছ? আমি উঠতে পারছি না, এখানে আটকে গেছি। এ হচ্ছে হোজে দে লিমা, রিও থেকে আর এ হচ্ছে ইগনাসিয়ো কারেইরা, বুয়েন্স আয়ার্স থেকে।"

"ডক্টর? আমি জোর্গে রামোস।"

"প্রিয় বন্ধু! তোমার ভাই আমার এই ডান হাতের মত ছিল। বসে থাকার জন্য ক্ষমা কোরো, আমি আটকে আছি। বুয়েন্স আর্য়াস থেকে আসা

ইগনাসিয়ো কারেইরা, রিও থেকে আসা হোজে দে লিমা, এ হচ্ছে জোর্গে রামোস, সে পাওলো থেকে এসেছে।"

অতিথিদের মধ্যে দু'জন পুরোনো বন্ধু, আবার দেখা হওয়ায় তারা খুব খুশি।

"আমি সান্তিয়াগোতে ছিলাম, তুমি কোথায় ছিলে?"

"রিওতে," আরেকজন তার পরিচয় দিল, "অ্যান্টোনিও পাজ, পোর্তো আলেগ্রে।" টেবিলের পাশে বসে পড়ল সবাই, বেশ খোশ মেজাজেই রয়েছে তারা, সবাই নিজের পোর্টফোলিও এবং অ্যাটাচি কেস নিজের পাশে রেখেছে। সুন্দরী যুবতী পরিবেসিকাকে সবাই নিজেদের পছন্দের পানীয়ের নাম বললে সুরুকো সবার সামনে হাত মোছার তোয়ালে রাখলে সবাই সেটাতে হাত পরিস্কার করে মুখ মুছে নিল।

এরপরই হঠাৎ করে পর্তুগিজ, স্প্যানিশ আর জার্মান ভাষা একসাথে শোনা গেলো, আদান প্রদান হতে লাগলো জার্মান নাম।

"আহ, আমি তোমাকে চিনি। তুমি ট্রেবলিংকাতে স্ট্যাংগলের অধীনে ছিলে, ঠিক?"

"তুমি কি 'ফার্নবাখ' বললে? আমার বউও একজন ফার্নবাখ, ফ্রাঙ্কফুটের ল্যানজেনের কাছেই তার বাড়ি।"

সবাইকে পানীয় পরিবেশন করা হল, সেই সাথে ছোট চিংড়ি আর বাদামি রংয়ের মাংস। সাদা পোশাকের লোকটি চপস্টিকের ব্যবহার দেখিয়ে দিল সবাইকে। যারা আগে থেকেই এতে অভ্যস্ত ছিল তারা বাকিদের দেখিয়ে দিল।

"ঈশ্বরের দোহাই! একটা কাটা চামচ দাও।"

"না, না!" সাদা পোশাকের লোকটি সুন্দরী পরিসেবিকার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

"আমরা তাকে শিখিয়ে দেব! তাকে শিখতেই হবে!"

মেয়েটির নাম মোরি। পরিপাটি কিমোনো পরা একটি মেয়ে সুরুকোকে খাবারের প্লেট এগিয়ে দিয়ে হেসে বললো, *"ইয়োসিকো, সিনর।"*

সবাই পানাহার করছে আর পেরুর সাম্প্রতিক ভূমিকম্প এবং আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট ফোর্ড, এসব নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। স্যুপের বাটি পরিবেশন করার পর আরো খাবারের প্লেট আনা হল, কোনটা ভাজা কোনটা কাঁচা। এরপর পরিবেশন করা হল চা। তারা বর্তমানে তেলের পরিস্থিতি এবং ইসরায়েলের প্রতি পশ্চিমাদের সুদৃষ্টি কমে আসার কারণ নিয়ে কথা বললো।

আরো খাবার পরিবেশন করা হল। মাংস, গলদা চিংড়ি আর জাপানি বিয়ার।

জাপানি মেয়েদের কথাও আলোচনায় উঠে এল। ক্লাইস্ট-কারেইরা, তার কাঁচের চোখটি বিশ্রীভাবে নাড়াতে নাড়াতে টোকিওর পতিতালয়ে তার এক বন্ধুর মজার অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করছে।

টক্সিডো পরা জাপানি হঠাৎ করেই উদয় হয়ে জিজ্ঞেস করলো, সবকিছু ঠিক আছে কিনা?

"চমৎকার," সাদা পোশাকের লোকটি তাকে আশ্বস্ত করে বললো।

"চমৎকার," অন্যরাও সমর্থন জানালো পর্তুগিজ, স্প্যানিশ আর জার্মান ভাষায়।

তরমুজ পরিবেশিত হল, সেইসাথে আরো চা।

মাছ ধরা এবং নানা উপায়ে মাছ রান্নার বিষয়েও তারা কথা বললো। সাদা পোশাকের লোকটি মোরিকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে হেসে তার স্বামী আর দুই সন্তানের কথা জানালো সে।

খাওয়া শেষ করে সবাই সোফা থেকে উঠে হাত পা নেড়ে নিজেদের ঠিক করে নিলে সাদা পোশাকের লোকটিসহ আরো কয়েকজন হলওয়ের 'মেনজ রুম'-এর দিকে বেরিয়ে গেল। বাকিরা সাদা পোশাকের লোকটিকে নিয়ে কথা বলছে, এখনো কত উদ্যম, এখনো তরুণ! তার বয়স কি তেষট্টিতে নাকি চৌষট্টিতে? প্রথম দল ফিরে আসার পর বাকিরা গেলো।

টেবিল পরিস্কার করে, ব্র্যান্ডি অ্যাশট্রে এবং কাঁচের সিগারবক্স দেয়া হলে মোরি একটি বোতল নিয়ে সবগুলো গ্লাস কালো পানীয় দিয়ে পূর্ণ করে দিল। সুরুকো এবং ইয়োসিকো এখন টেবিল পরিস্কার করা ঠিক হবে কিনা তা নিয়ে ফিসফিস করছে।

"মেয়েরা, বাইরে যাও।" সাদা পোশাকের লোকটি বললো। "আমরা একান্তে কথা বলবো।"

সুরুকো জুতা পরলে ইয়োসিকো তাকে অনুসরণ করে যেতে যেতে বললো, "আমরা পরে বাকিটা পরিস্কার করবো।"

মোরি শেষ গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢেলে দিয়ে বোতলটা টেবিলের উপর রেখে দরজার দিকে এগিয়ে গেলে বাকিরা সবাই ফিরে এসে মাথা নুইয়ে বেরিয়ে গেল।

সোফাতে বসলো সাদা পোশাকের লোকটি। ফার্নবাখ তাকে বসতে সাহায্য করলো। কালো চুল দরজার দিকে তাকিয়ে সবাইকে গুণে দরজা বন্ধ করে দিলে সবাই সোফায় বসলো। সবার মুখ গম্ভীর, হাসি হাসি ভাব উধাও হয়ে গেছে। সিগারেটের বাক্স চলছে। দেয়ালের ফোকরটি একটি গাঢ় রঙের স্যুট দিয়ে ঢাকা।

সাদা পোশাকের লোকটি তার সোনালি কেস থেকে একটি সিগারেট নিয়ে

কেসটি বন্ধ করে এটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো, তার ডানে বসা ফার্নবাখের দিকে এগিয়ে দিলে মাথা ঝাঁকালো সে, কিন্তু যখন বুঝলো তাকে সিগারেট নেয়ার জন্য নয় বরং পড়ার জন্য বলা হচ্ছে, কেসটি নিয়ে আলোর দিকে ধরলো সে। হঠাৎ তার নীল চোখ দুটো বড় হয়ে গেল, "ওহ্!" সে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। সাদা পোশাকের লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো, "বিস্ময়কর! একটা মেডেলের চাইতেও বেশি দামি এটা।" বলেই এটি পাশে বসা ক্লাইস্টের দিকে এগিয়ে দিল সে।

সাদা পোশাকের লোকটি মাথা ঝাঁকিয়ে পাশে ধরা লাইটার থেকে সিগারেটে আগুন ধরিয়ে ব্রিফকেসটা কাছে টেনে আবার খুলে ফেললো। "চমৎকার," ক্লাইস্ট বললো, "দেখ, জিমার।" সাদা পোশাকের লোকটি ব্রিফকেস থেকে এক তাড়া কাগজ খুঁজে বের করে সামনে থেকে ব্র্যান্ডির গ্লাস সরিয়ে রেখে টেবিলের উপর রাখলো কাগজগুলো। তারপর সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে নামিয়ে রাখলো সে। এখনো দেখতে তরুণ যুবকের মতো জিমার কেসটি দেখে মুন্ড-এর দিকে এগিয়ে দিলে সে পকেট থেকে চশমার খাপ থেকে চশমাটি বের করে খাপটি আবার পকেটে পুরে রাখলো। এটি দেখেই মৃদু সুরে শিস বাজালো সে। ক্লাইস্ট ও জিমারের দিকে তাকিয়ে হাসছে। সাদা পোশাকের লোকটি সিগারেটটি তুলে তাতে টান দিয়ে আবার অ্যাশট্রেতে নামিয়ে কাগজগুলো সব ঠিক করে নিল। ব্র্যান্ডির গ্লাস হাতে নিয়ে সবার উপরের কাগজটি পড়ছে সে। ট্রান্সটেইনারকে 'উমম, উমম' বলতে শোনা গেল বিস্ময়ের সাথে। সাদা পোশাকের লোকটি ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিয়ে কাগজগুলো হাতে নিল।

রূপালি চুলো হেজেন সিগারেট কেসটি ফেরত দিল তার হাতে। "সংগ্রহে রাখার মত কি চমৎকার জিনিস!"

"হ্যা," বললো সাদা পোশাকের লোকটি। "আমি এটার জন্য ভীষণভাবে গর্ববোধ করি।"

"যে কেউ করবে," ফার্নবাখ বললো।

ব্র্যান্ডির গ্লাস একপাশে রেখে বললো সাদা পোশাক, "চল, কাজের কথা শুরু করা যাক, ছেলেরা।" মাথার চুলগুলো ঠিক করে, চশমাটা একটু নামিয়ে নিয়ে, সবার দিকে তাকালো সে। সবাই মনযোগসহকারে তাকিয়ে আছে, সিগারেট খাওয়া বন্ধ। ঘরের ভেতরে নিস্তব্ধতা, শুধুমাত্র এয়ার কন্ডিশনারের মৃদু আওয়াজ আসছে।

"তোমরা সবাই জানো, তোমরা কি করতে যাচ্ছ।" সাদা পোশাকের লোকটি বললো, "তোমরা জানো এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী কাজ। আমি এখন তোমাদের সবকিছু বিস্তারিত জানাবো।" সে মাথা ঝুঁকিয়ে চশমার ভেতর দিয়ে

তাকিয়ে বললো, "আগামী আড়াই বছরে বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট দিনে অথবা তার কাছাকাছি সময়ে চুরানব্বই জন লোককে মরতে হবে।" সে বলে পড়া শুরু করলো, "পশ্চিম জার্মানিতে ষোলজন, সুইডেনে চৌদ্দজন, ইংল্যান্ডে তেরজন, আমেরিকাতে বারোজন, নরওয়েতে দশজন, অস্ট্রিয়াতে নয়জন, হল্যান্ডে আটজন, ডেনমার্ক ও কানাডাতে ছয়জন করে মোট চুরানব্বই জন। প্রথম জন মারা যাবে ষোলোই অক্টোবর বা এর কাছাকাছি সময়ে এবছরই এবং সর্বশেষ জন মারা যাবে ১৯৭৭-এর তেইশে এপ্রিল বা এর কাছের কোনো সময়ে।"

ঠিক হয়ে বসে সবার দিকে আবার তাকালো সে। "কেন এসব লোকদের মারা যেতে হবে? কেন একটি নির্দিষ্ট দিনে বা এর কাছাকাছি দিনে?"

সে তার মাথা ঝাঁকালো, "এখন নয়, পরে তোমাদের বলা হবে। কিন্তু আমি এখন এটুকু বলতে পারি, তাদের মৃত্যুই হবে এই অপারেশনের শেষ পদক্ষেপ, যা অনেক বছর আগে আমি এবং অর্গানাইজেশনের অন্যান্য লিডাররা শুরু করেছিলাম, যার জন্য আমরা অনেক সময় উৎসর্গ করেছি, অনেক প্রচেষ্টা, আর অর্গানাইজেশনের ভাগ্যের একটি বিশাল অংশ। এটাই এখন পর্যন্ত অর্গানাইজেশনের নেয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন। গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি হাজারগুণ দুর্বল এই অপারেশনের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। আর্য জাতির ভাগ্য আর আশা নির্ভর করছে এর উপর। কোনো বাড়িয়ে বলা নয় বন্ধুরা, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। দাস, সেমিটিক, কৃষ্ণাঙ্গ আর সাদাদের শাসন করার স্বপ্ন আর্য জাতির পূরণ হবে যদি এই অপারেশন সফল হয়। আর যদি এই অপারেশন ব্যর্থ হয় তবে এই স্বপ্নও পূরণ হবে না। তাই এটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য 'গুরুত্বপূর্ণ' শব্দটি মোটেও যথার্থ নয়; নয় কি? 'পবিত্র' বলা যেতে পারে? হ্যা, এটি কাছাকাছি। এটি একটি পবিত্র অপারেশন যাতে তোমরা অংশ নিচ্ছ।"

সে আবার সিগারেটটি তুলে ছাই ফেলে সাবধানে ছোট টুকরাটাকে ঠোঁটে দিল।

সবাই একে অপরের দিকে নিরবে তাকিয়ে আছে, কিছুটা ভীত। তাদেরও সিগারেটে টান দেয়া, ব্র্যান্ডিতে চুমুক দেয়ার কথা মনে পড়লো। সাদা পোশাকের লোকটি আবার অ্যাশট্রেতে সিগারেটের টুকরাটি রেখে তাদের দিকে তাকালো। "তোমরা সবাই নতুন পরিচয়ে ব্রাজিল ছেড়ে যাবে।" বললো সে, ব্রিফকেসটি দেখিয়ে বললো, "সবকিছুই এখানে আছে। আসল কাগজপত্র, কোনো জাল নয়। তোমাদেরকে আড়াই বছরের জন্য যথেষ্ট ফান্ড দেয়া হবে হীরায়।" সে হাসলো, "আমি ভয় পাচ্ছি এই ভেবে এগুলো তোমাদেরকে কাস্টমস এর মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হবে কত কষ্ট করে।" সে হাসলে বাকিরাও হাসলো।

"তোমাদের সবাইকে একটি কিংবা দুটি দেশের দায়িত্ব দেয়া হবে। একেকজনকে তের থেকে আঠারোটি অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয়েছে, কিন্তু এদের মধ্য থেকে কিছু নিশ্চয়ই স্বাভাবিকভাবেই মারা যাবে। প্রত্যেকের বয়স পয়ষট্টি। তাদের বায়ান্ন বছর বয়সে যে স্বাস্থ্য ছিল তাতে তাদের বেশি ভাগেরই মারা না যাওয়ার কথা এই বয়সেই।"

"প্রত্যেকের বয়স পয়ষট্টি?" হেজেন জানতে চাইলো, তাকে কিছুটা বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে।

"প্রায় সবাই," সাদা পোশাকের লোকটি বললো, "তবে সবাই হবে যখন নির্দিষ্ট দিন এসে পৌছাবে। কয়েকজন দু'য়েক বছরের ছোট বড় হতে পারে।" সে দেশ ও সংখ্যার কথা পড়তে থাকা কাগজটা সরিয়ে রেখে অন্য আরো নয় দশটি কাগজ তুলে ধরলো। "প্রত্যেকের ঠিকানা," সে তাদেরকে বললো, "এগুলো সবই একষট্টি এবং বাষট্টি সালের কিন্তু তাদের খুঁজে পেতে তোমাদের বেশি কষ্ট করতে হবে না। বেশিরভাগই এখনো সেখানেই আছে। তারা সবাই পরিবার পরিজন নিয়ে বাস করে, বেশিরভাগই সরকারি কর্মকর্তা, আয়কর অফিসার, স্কুলের অধ্যক্ষ, এরকম পেশার। প্রায় সবাই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর।"

"সবাই?" জিমার জিজ্ঞেস করলো।

সাদা পোশাকের লোকটি মাথা ঝাঁকালো।

"এখানে লক্ষ্যণীয় যে, তারা সবাই সমগোত্রীয় লোক," হেজেন বললো। "যেন অন্য আরেকটি অর্গানাইজেশনের সদস্য ঠিক আমাদের বিপরীত।"

"তারা একে অপরকে চেনে না, এমনকি আমাদেরকেও না," সাদা পোশাকের লোকটি বললো, "অন্তত আমি তাই আশা করি।"

"তারা নিশ্চয়ই এতোদিনে অবসর নিয়ে ফেলেছে?" ক্লাইস্ট জানতে চাইলো, "যদি তাদের বয়স পয়ষট্টি হয়ে থাকে?"

"হ্যা, তাদের বেশিরভাগই অবসর নেয়ার কথা।" সাদা পোশাকের লোকটি সম্মতি জানালো। "কিন্তু যদি তারা তাদের পুরোনো জায়গা ছেড়ে যায় আর তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, তাদের নতুন ঠিকানা অবশ্যই খুঁজে পাবে। জিমার, তুমি ইংল্যান্ডে যাচ্ছ। তেরোজন, সবচেয়ে কম।" সে ক্লাইস্টের হাতে টাইপ করা একটি কাগজ দিল, জিমারকে দেয়ার জন্য। "তোমার সামর্থ্যের বাইরে কিছু নয়।" সে জিমারের দিকে তাকিয়ে হাসলো, "তাছাড়া, আমি শুনেছি তুমি এমনভাবে ইংলিশম্যান সাজতে পারো যে স্বয়ং রানীও তোমাকে দেখে সন্দেহ করতে পারবে না।"

"কিভাবে কাউকে তোষামোদ করতে হয়, তুমিই ভালোই জানো, ওল্ডম্যান।" হাতে ধরা কাগজের দিকে তাকিয়ে মোচে তা দিতে দিতে খাঁটি

ইংরেজের মত বললো জিমার। "আসলে ঐ বুড়ি মহিলা তেমন একটা বুদ্ধিমান নয়, তুমি জানো।"

সাদা পোশাকের লোকটি হাসছে। "এটা তোমার কাজকে অনেক সহজ করে দেবে," সে বললো, "যদিও তোমার নতুন পরিচয় আর সবার মতোই জার্মান। ছেলেরা, তোমরা হচ্ছ ভ্রাম্যমান সেলসম্যান। কাজের ফাঁকে ফুর্তি করার জন্য তোমরা অবশ্যই কিছু সুন্দরী কৃষকের মেয়েদের খুঁজে পাবার সময় পাবে।" সে তার হাতে ধরা অন্য কাগজটির দিকে তাকালো। "ফার্নবাখ, তুমি যাচ্ছ সুইডেনে।" কাগজটি তার ডান দিকে বাড়িয়ে দিল সে "তুমি চৌদ্দজন ক্রেতাকে খুঁজে পাবে।"

ফার্নবাখ কাগজটি নিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে নামগুলো পড়লো।

"তারা সবাই বয়স্ক সরকারি কর্মচারী," সে বললো, "আর তাদের খুন করার মধ্য দিয়ে আমরা আর্য জাতির স্বপ্ন পূরণ করবো।"

সাদা পোশাকের লোকটি তার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো। "এটা কি কোনো প্রশ্ন ছিল নাকি শুধুই মন্তব্য, ফার্নবাখ?" জিজ্ঞেস করলো সে। "শেষের দিকে অনেকটা প্রশ্নই মনে হল এবং যদি তা হয় তাহলে আমি বিস্মিত। কারণ তুমি এবং তোমাদের সবাইকে এই কাজের জন্য বাছাই করা হয়েছে শুধুমাত্র তোমাদের মেধার জন্য নয়, সেইসাথে প্রশ্ন না করেই কাজ করার জন্যও।"

ফার্নবাখ, তার মোটা ঠোঁট চেপে ধরে পিছিয়ে বসলো, তার চেহারা লাল হয়ে গেছে।

সাদা পোশাকের লোকটি তার হাতে ধরা পরবর্তী কাগজের দিকে তাকালো। "না, ফার্নবাখ, আমি নিশ্চিত ওটা তোমার মন্তব্যই ছিল," বললো সে, "সেক্ষেত্রে আমাকে একটু ঠিক করে দিতে হবে, তাদেরকে খুন করার মধ্য দিয়ে তোমরা স্বপ্ন পূরণের পথটা শুরু করে দেবে। এটা আসবে, কিন্তু ১৯৭৭-এর এপ্রিলেই নয়, যখন চুরানব্বই জন লোক মারা যাবে, পরবর্তীতে সঠিক সময়েই আসবে। শুধু তোমরা তোমাদের দায়িত্বগুলো পালন কর। ট্রান্সটেইনার, তোমার ভাগে পড়েছে নরওয়ে এবং ডেনমার্ক।" তার দিকে কাগজটি বাড়িয়ে দিল সে, "এক জায়গায় দশজন, আরেক জায়গায় ছয়জন।"

ট্রান্সটেইনার কাগজটি নিল, তার চৌকোণা লাল মুখটিতে নির্মমতা ফুঁটে উঠেছে।

"হল্যান্ড এবং জার্মানির উপরের দিকটা," সাদা পোশাকের লোকটি বললো, "সার্জেন্ট ক্লাইস্ট এর জন্য। আবারো ষোলোজন, আটজন এবং আটজন।"

"ধন্যবাদ, হের ডক্টর।"

"মুন্ডের জন্য সতের জন, অস্ট্রিয়াতে নয় জন এবং জার্মানির নীচের দিকে আট জন।"

গোলগাল চেহারার কোকড়া চুলো, চশমা পরা মুন্ড তার কাগজের জন্য অপেক্ষা করছে। "আমি যখন অস্ট্রিয়া যাচ্ছি," সে বললো, "ইয়াকভ লিবারম্যানের একটি ব্যবস্থা অবশ্যই করবো।"

ট্রান্সটেইনার তার হাতে কাগজটা বাড়িয়ে দিল, তার সোনার দাঁতগুলো বের করে হাসছে।

"ইয়াকভ লিবারম্যান," সাদা পোশাকের লোকটি বললো, "সময়ই তার ব্যবস্থা করেছে, সেই সাথে তার ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং যে ব্যাংকে তার ইহুদি টাকাগুলো রেখেছিল সেই ব্যাংকের দেউলিয়া। সে এখন আমাদের চাইতে বিভিন্ন দেশে লেকচার বুকিং দেয়া নিয়েই বেশি ব্যস্ত। তার কথা ভুলে যাও।"

"অবশ্যই," মুন্ড বললো, "আমি শুধু মজা করছিলাম।"

"কিন্তু আমি করছিলাম না। পুলিশ এবং প্রেসের কাছে সে ক্যাবিনেট ভর্তি ভুতের তালিকা নিয়ে বসে থাকা বিরক্তিকর বুড়ো ধাম ছাড়া আর কিছু নয়। তাকে খুন কর এবং তুমি দায়ি থাকবে তাকে হিরো বানিয়ে দেয়ার জন্য যার শত্রুরা এখনো বেঁচে আছে।"

"আমি ঐ ইহুদি বেজন্মার কথা জীবনেও শুনি নি।"

"আমিও যদি এরকম বলতে পারতাম।"

সবাই অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়লো।

সাদা পোশাকের লোকটি তার হাতে ধরা শেষ কাগজটি হেজেনের দিকে বাড়িয়ে দিল। "আর তোমার জন্য, আঠারো জন," সে হাসতে হাসতে বললো। "আমেরিকাতে বারোজন এবং কানাডাতে ছয়জন। আমি তোমাকে তোমার ভাইয়ের সুযোগ্য ভাই হিসেবে বিবেচনা করেছি।"

"আমি তাই," চকচকে মাথা তুলে বেশ গর্ব ভরে বললো, "আপনি দেখবেন, আমি পারবো।"

সাদা পোশাক সবাইকে দেখছে। "আমি তোমাদের বলেছি সবাইকে মরতে হবে তাদের নামের পাশের নির্দিষ্ট দিনে অথবা এর কাছাকাছি সময়ে। কাছাকাছি সময়ের চেয়ে নির্দিষ্ট দিন অবশ্যই ভালো। এক সপ্তাহ আগে পরে যদিও কোনো পার্থক্য তৈরি করবে না, এমনকি এক মাসও গ্রহণযোগ্য হবে যদি তোমরা মনে কর, এতে করে কাজটি কম ঝুকিপূর্ণ হবে। পদ্ধতির ব্যাপারে তোমাদের যা পছন্দ, তবে একটা যেন আরেকটা থেকে আলাদা হয় এবং একটি উপদেশ, কখনোই পূর্ব পরিকল্পনা করবে না। কোন দেশের কর্তৃপক্ষই যেন বুঝতে না পারে এরকম কোন অপারেশন চলছে। এটা তোমাদের জন্য মোটেও কঠিন হবে না। একটা কথা মনে রাখবে, তারা সবাই

পয়ষট্টি বছরের বুড়ো, তাদের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তাদের গতিও ধীর, শরীরও দুর্বল। তারা এখন আর ঠিকমতো ড্রাইভ করতে পারে না। তারা রাস্তা পার হয় অসাবধানভাবে, তারা পড়ে যেতে পারে, ছুরি খেতে পারে, ছিনতাইকারীর কবলে পড়তে পারে। ডজনেরও বেশি উপায়ে লোকগুলোকে খুন করা সম্ভব কোনোরকম দৃষ্টি আকর্ষণ ছাড়াই।" সে হাসলো, "আমার বিশ্বাস তোমরা তা খুঁজে পাবে।"

ক্লাইস্ট বললো, " কাজটি করে দিতে কিংবা সাহায্য করতে আমরা কি লোক ভাড়া করতে পারি? যদি কোনো ক্ষেত্রে সেটাই ভালো হয়?"

সাদা পোশাকের লোকটি বিস্ময়ের সাথে বললো, "তোমরা সবাই বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন সুবিবেচক।" সে ক্লাইস্টকে মনে করিয়ে দিল, "এ কারণেই তোমাদের বাছাই করা হয়েছে। তোমরা যেটাকে সঠিক বিবেচনা করবে তাই ঠিক। যতক্ষণ পর্যন্ত লোকগুলো সঠিক সময়ে মারা যায় এবং কর্তৃপক্ষ এটিকে কোনো অপারেশন হিসেবে সন্দেহ করতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের হাত মুক্ত।" সে একটি আঙুল তুললো, "না, একেবারে মুক্ত নয়, আমি এসব লোকদের পরিবারকে জড়িত করতে চাই না। এমনকি তাদেরকে কোনো অ্যাক্সিডেন্টের সাথেও জড়িত রাখা যাবে না, যেমন–কোনো ক্ষেত্রে তোমরা তাদের যুবতী স্ত্রীদেরকে পটাতে পারো, কিন্তু তাদেরকেও সহযোগী হিসেবে রাখা যাবে না। আমি আবারো বলছি, তাদের পরিবারকে কোনোভাবেই এর সাথে জড়িত করা যাবে না, শুধুমাত্র বাইরের লোকদের ব্যবহার করবে।"

"কেন আমাদের সাহায্যকারী লাগবে?" ট্রান্সটেইনার জানতে চাইলো।

ক্লাইস্ট উত্তর দিল, "তুমি কখনোই জানো না তুমি কিসের সম্মুখীন হচ্ছ।"

"আমি সারা অস্ট্রিয়াতেই ঘুরেছি," মুন্ড তার কাগজের দিকে তাকিয়ে বললো, "কিন্তু এখানে অনেক জায়গা আছে যার নাম আমি কখনো শুনি নি।"

"হ্যা," তার কাগজ হাতে নিয়ে ফার্নবাখ বললো, "আমি ভালো করেই সুইডেন চিনি কিন্তু আমি নিশ্চিত, আমি কখনো 'রাসবো'র' নাম শুনি নি।"

"এটা হচ্ছে আপসালা থেকে পনেরো কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ছোট একটি শহর।" সাদা পোশাকের লোকটি বললো, "হেডিন, তাই না? সে ওখানকার পোস্টমাস্টার।"

তার দিকে ভ্রু উঁচু করে তাকালো ফার্নবাখ।

সাদা পোশাক তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো।"পোস্ট মাস্টার হেডিনের মৃত্যু," সে বললো, "আর সবার মতোই গুরুত্বপূর্ণ, দুঃখিত, 'পবিত্র' যেমনটা বলেছি। ফার্নবাখ আবারো পুরোনো যোদ্ধার রূপে ফিরে এসো, যেমনটা আগে ছিলে।"

ফার্নবাখ তার কাগজের দিকে তাকিয়ে বললো, "ডাক্তার...তুমি..."

"আমি কি?" সাদা পোশাক বললো, আবার যখন ব্রিফকেসের দিকে ঘুরলো তখনও মুখে হাসিটুকু লেগে আছে।

হেজেন তার কাগজের দিকে তাকিয়ে বললো, "আরো একটি ভাল উদাহরণ 'ক্যাংকাকি'।"

"ঠিক শিকাগোর বাইরে," সাদা পোশাকের লোকটি বললো, হাতের মধ্যে একগুচ্ছ ম্যানিলা এনভেলাপ। প্রায় আধ ডজন এনভেলাপ টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রেখেছে। প্রত্যেকটা এনভেলাপের এক কোণায় ক্যাবরেল, কারেইরা, দে লিমা এরকম সবার নাম লেখা।

"দুঃখিত," সাদা পোশাকের লোকটি ঠিক হয়ে বসে বললো। সবাইকে নিজের নামের এনভেলাপ নিতে ইঙ্গিত করে তার গ্লাস তুলে নিল। "এগুলোকে এখানে খুলো না," নাক ঘষতে ঘষতে বললো সে। "আমি নিজে আজকের সকালে সবগুলো চেক করে দেখেছি। জার্মান পাসপোর্ট সাথে ব্রাজিলিয়ান এনট্রেন্স স্টাম্প, ভিসা, ওয়ার্ক পারমিট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, বিজনেস কার্ড এবং কাগজপত্র, সবই আছে এখানে। প্রত্যেকে যখন নিজের রুমে যাবে, যার যার নিজের নতুন স্বাক্ষর প্র্যাকটিস করে নেবে এবং কাগজপত্রে যেখানে স্বাক্ষর করা দরকার করে দেবে। তোমাদের প্লেনের টিকিটও রয়েছে এতে। তোমরা যে দেশে যাচ্ছ সে দেশের মুদ্রায় কয়েক হাজার ক্রুজেরোর সমপরিমাণ টাকাও আছে।"

"হীরা?" ক্লাইস্ট জিজ্ঞেস করলো, তার দুহাতে নিজের এনভেলাপ ধরা।

"হেডকোয়ার্টারে রয়েছে," সাদা পোশাকের লোকটি চশমা খাপে পুরে বললো। "তোমরা এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে সেগুলো নিয়ে যাবে, তোমরা কালকে যাচ্ছ আর তোমাদের বর্তমান পাসপোর্ট ও যাবতীয় কাগজপত্র তোমরা না ফেরা পর্যন্ত অস্ট্রেইচারের কাছে রেখে যাবে।"

মুন্ড বললো, "আমি এখন থেকেই 'গোমেজ'-এ অভ্যস্ত হয়ে গেছি।"

কথাটা শুনে সবাই হেসে উঠলো।

"আমরা কি পাচ্ছি?" জিমার তার পোর্টফোলিও লাগিয়ে জিজ্ঞেস করলো। "মানে, কি পরিমাণ হীরা?"

"প্রায় চল্লিশ ক্যারেটের মত।"

"*আউচ,*" বলে উঠলো ফার্নবাখ।

"চিন্তা কোরো না, খুবই ছোট সাইজের টিউবে ভরা ওগুলো। তিন ক্যারেটের বারো কি তেরটি পাথর, এই তো। বর্তমান বাজারে একেকটার মূল্য প্রায় সত্তর হাজার ক্রুজেরো এবং শীঘ্রই মূল্যস্ফীতির কারণে এগুলোর দাম আরো বেড়ে যাবে। তোমরা আগামী আড়াই বছরের জন্য প্রায় নয় লক্ষ

ক্রুজেরোর সমপরিমাণ অর্থ পাচ্ছ। তোমরা ভাল জীবনযাপন করবে যেমনটা বিশাল জার্মান ফার্মগুলোর সেলসম্যানরা করে থাকে। যে কোন কিছু কেনার জন্য তোমাদের কাছে যথেষ্ট টাকা থাকছে। আর হয়। তোমাদের যা কিছু আছে অস্ট্রেইচারের কাছে রেখে যাবে। হীরাগুলো বিক্রি করতে তোমাদের কোন সমস্যা হবে না। আমার তো মনে হয় ক্রেতাদের তাড়িয়ে দিতে হবে। এখন কি শেষ করতে পারি আমি?"

"আমরা যোগাযোগ করবো কিভাবে?" হেজেন তার অ্যাটাচি কেসটা পাশে রেখে জানতে চাইলো।

"এটা কি বলি নি? প্রত্যেক মাসের প্রথমে তোমাদের কোম্পানির ব্রাজিলিয়ান শাখায়, মানে হেডকোয়ার্টারে ফোনে যোগাযোগ করবে। এটা যেন অবশ্যই ব্যবসায়িক মনে হয়। বিশেষভাবে তুমি, হেজেন। আমি নিশ্চিত আমেরিকাতে দশটা ফোনের মধ্যে নয়টিতেই আড়িপাতা হয়।"

"আমি যুদ্ধের পর থেকে নরওয়েজিয়ান ভাষা বলি নি," ট্রান্সটেইনার বললো।

"পড়।" সাদা পোশাকের লোকটি হাসছে। "আর কিছু? না? ঠিক আছে তাহলে তোমাদের যাত্রার উদ্দেশ্যে আরেকবার ব্র্যান্ডি পান করা যাক।" বলে নিজের সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের করে কেসটি লাগিয়ে রাখলো সে। কেসটি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থকে তারপর শার্টের কোনা দিয়ে মুছে পকেটে রেখে দিল।

*

সুরুকো বো করে সিনরকে ধন্যবাদ জানিয়ে হাতে দেয়া টাকাগুলো কিমোনোর মধ্যে গুজে নিয়ে দ্রুত খাবার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। ইয়োসিকো পড়ে থাকা খাবারের কাঠিগুলো সব এক করছে। "আমি পঁচিশ পেয়েছি।" জাপানিতে ফিসফিস করে বললো ইয়োসিকো, "তুমি কত পেয়েছ?"

"জানি না," টেবিলের কভার নীচে রাখা বাটিতে রেখে বললো, "আমি এখনো দেখি নি।" দুই হাতে বড় কাঠিটি ধরে নামিয়ে রাখলো।

"আমি বাজি ধরতে পারি, পঞ্চাশ।"

"তাই যেন হয়।" বলেই সুরুকো বাটিটি হাতে নিয়ে সিনর এবং মোরির সাথে কৌতুকরত এক অতিথিকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত হলওয়েতে বেরিয়ে এল। জুতা পরায় ব্যস্ত অতিথিদের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে গিয়ে কাধের ধাক্কায় একটি দরজা খুলে তার ভেতর ঢুকে পড়লো সে।

সে বাটি হাতে সরু সিঁড়ির মধ্য দিয়ে হেটে চলেছে। সিঁড়ি থেকে নেমে

হালকা আলো জ্বলা সরু এক করিডোরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। করিডোরের শেষ মাথায় রান্নাঘর। রান্নাঘর ভর্তি কুক, ওয়েট্রেস। হেলপারদের মাথার উপর মান্ধাতার আমলের কয়েকটি ফ্যান কোনোরকমে ঘুরছে। এক হেলপার কিছু সবজি কাটছে, আরেকজন বাসনকোসনগুলো মাজছে। গোলাপি কিমোনো পরা সুরুকো তাদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেল।

মাশরুমের স্যুপ রাখা এক টেবিলের ওপর সে বাটিটা নামিয়ে রেখে পাশ থেকে ঘুরে একটি ন্যাপকিন নিয়ে ঝাড়া দিয়ে টেবিলের উপর বিছিয়ে দিল। বাটিটির ঢাকনা তুলে একপাশে সরিয়ে রাখলো সে। লাল রঙের বাটিটির ভেতরে একটি ছোট টেপরেকর্ডার চলছে, কালো রংয়ের ইংলিশ নির্দেশনাসহ একটি প্যানাসনিক টেপরেকর্ডার। খাপের ভেতরে রেকর্ডারটি এখনো চলছে। রেকর্ডারটি বাটি থেকে তুলে ন্যাপকিনের উপর রেখে রেকর্ডারটি ন্যাপকিন দিয়ে পেচিয়ে ফেললো সুরুকো।

ন্যাপকিনে মোড়ানো রেকর্ডারটি বুকের মধ্যে চেপে ধরে পাশের কাঁচের দরজার দিকে এগিয়ে গেল, পাশেই এক লোক তার অ্যাপ্রোন সেলাই করছে।

"কিছু বাসি খাবার," সে তার দিকে তাকিয়ে বললো, "এক মহিলা প্রায়ই আসে নিতে।"

হলুদ মুখো লোকটি ক্লান্ত চোখে তার দিকে একবার তাকিয়ে আবার সেলাই কাজে মনোযোগ দিল।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল সে। তাকে দেখে একটা বিড়াল ময়লার বক্স থেকে লাফিয়ে রাস্তার আরেক প্রান্তের দিকে দৌড় দিল।

সুরুকো তার পেছনে দরজা বন্ধ করে অন্ধকারে কাউকে খুঁজছে, "হেই, তুমি কি এখানে আছ?" আস্তে করে পর্তুগিজ ভাষায় বললো, "সিনর হান্টার?"

অন্ধকারের মধ্য থেকে কেউ একজন দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসলো, কাঁধে চওড়া ব্যাগ। "তুমি কি কাজটা করতে পেরেছ?"

"হ্যা," সে বলেই ন্যাপকিন খুলে ফেললো, "এটা এখনো চলছে, কোন সুইচ টিপে বন্ধ করতে হয় আমি জানি না।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, তার দরকার নেই।" ছেলেটিকে দেখে তরুণ যুবকই মনে হয়। দরজার আলোয় চেহারা আর কোচকানো চুলগুলো শুধু দেখা যাচ্ছে।

"কোথায় রেখেছিলে এটা?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"খাবার টেবিলের নীচে এক বাটিতে রেখেছিলাম।" তার হাতে রেকর্ডারটি দিয়ে দিল সে। "কভারের নীচে ঢাকা ছিল, তাই কেউ দেখতে পায় নি।" সে তার হাত থেকে রেকর্ডারটি নিয়ে সুইচ টিপে বন্ধ করে আবার অন করলো। সুরুকো সরে গিয়ে একটু আলো করে দিল তাকে। "তাদের কাছাকাছি

রেখেছিলে?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"এখান থেকে ওখান পর্যন্ত।" সে নিজের থেকে কাছের ময়লার বাক্স পর্যন্ত হাত দিয়ে দেখালো।

"ভাল, ভাল।" তরুণ ছেলেটি আবার একটি বাটনে টিপ দিল। সাদা পোশাকের লোকটির কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, মনে হল যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে কথাগুলো। "খুব ভালো!" তরুণ ছেলেটি বলে বাটন টিপে বন্ধ করে দিল। রেকর্ডারটি দেখিয়ে বললো সে, "কখন চালু করেছিলে এটা?"

"তারা খাওয়া শেষ করার পরই, যখন আমাদের রুম থেকে বের করে দিয়েছিল, তখনই। তারা প্রায় এক ঘণ্টা কথা বলেছে।"

"তারা কি চলে গেছে?"

"তারা বের হচ্ছিলো যখন আমি আসছিলাম।"

"ভাল, ভাল।" তরুণ ছেলেটি তার নীল-সাদা এয়ারলাইন ব্যাগটির জিপার টেনে রেকর্ডারটি ভরে রাখলো। তার গায়ে নীল ডেনিম জ্যাকেট এবং নীল জিন্স। তাকে দেখে মনে হয় বয়স তেইশ হবে, উত্তর আমেরিকান। "তুমি আমার অনেক উপকার করলে," সুরুকোকে বললো সে, "আমার ম্যাগাজিন খুবই খুশি হবে যখন আমি সিনর আসপিয়াজু সম্পর্কে একটি স্টোরি নিয়ে যাব। সে হচ্ছে সবচেয়ে বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক।" পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে আলোর কাছে গিয়ে খুললো।

সুরুকো দেখলো ন্যাপকিনটি এখনো তার হাতে ধরা। "একটি আমেরিকান ম্যাগাজিন?" জানতে চাইলো সে।

"হ্যা," ছেলেটি জবাব দিল, কিছু টাকা আলাদা করছে সে, 'মুভি স্টোরি'। সিনেমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাগাজিন।" সে সুরুকোর দিকে তাকিয়ে হেসে টাকাগুলো তাকে দিয়ে দিল। "একশ পঞ্চাশ ক্রুজেরো। অনেক ধন্যবাদ। তুমি আমার অনেক উপকার করলে।"

"ধন্যবাদ।" হাতে ধরা টাকার দিকে তাকিয়ে হাসলো সে।

"তোমার রেস্টুরেন্টের গন্ধ খুবই চমৎকার," সে তার ওয়ালেট পকেটে ভরে বললো, "আরো বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলে আমার ক্ষুধা লেগে যাবে।"

"আমি কি তোমার জন্য কিছু নিয়ে আসব?" টাকাগুলো কিমোনোতে রেখে বললো সে। "আমি পারব–"

"না, না।" সে তার হাত ধরলো, "আমি আমার হোটেলে গিয়ে খাব। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।" তার হাতে একবার চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল তারপর লম্বা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল সে।

"তোমাকে স্বাগতম, সিনর হান্টার!" সে তাকে উদ্দেশ্য করে বলে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

*

বারে গিয়ে আবারো তারা পান করতে শুরু করেছে, টাক্সিডো পরা জাপানি সে নিজের পরিচয় দিল হিরু কুয়াইমা, সাকাই'র তিনজন মালিকের একজন, তার অনুরোধের চাইতে বারের ভেতরে ইলেকট্রনিক পিং পং গেমই তাদের বেশি আকৃষ্ট করেছে তাদেরকে সেখানে ঢুকাতে। তারা গেমের ভেতরে ডুবে গিয়ে আরো পানীয়ের অর্ডার দিল।

রাত প্রায় সাড়ে এগারটার দিকে তারা চেক রুমে গেল তাদের হ্যাটগুলো সংগ্রহ করতে।

কিমোনো পরা মেয়েটি হেজেনের দিকে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল, "তোমাদের এক বন্ধু এসেছিল, কিন্তু আমন্ত্রণ ছাড়া উপরে যেতে চায় নি।"

হেজেন কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। "ওহ্?"

"একটা ছেলে, উত্তর আমেরিকান মনে হয়।"

"ওহ্," হেজেন বললো, "অবশ্যই। হ্যা, আমি বুঝেছি তুমি কার কথা বলছ। আমার পেছনেই এসেছিলো, বললে।"

"হ্যা, সিনর। যখন তুমি সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলে।"

"সে অবশ্যই জিজ্ঞেস করেছে, আমি কোথায় যাচ্ছি।"

মাথা ঝাঁকালো সে।

"তুমি বলেছিলে?"

"একটা প্রাইভেট পার্টি। সে ভেবেছিল সে জানে এটা কার পার্টি, কিন্তু সে ভুল জানতো। আমি তাকে বলেছি, এটা সিনর আসপিয়াজুর পার্টি। সে তাকেও চেনে।"

"হ্যা, আমি জানি," হেজেন বললো, "আমরা সবাই ভাল বন্ধু। তার উপরে আসা উচিত ছিল।"

"সে মনে করেছিল এটা কোন ব্যবসায়িক মিটিং এজন্যই বিরক্ত করতে চায় নি। সে ঠিক ভালো পোশাক পরা ছিল না," সে তার নীচের দিকে দেখিয়ে বললো, "জিনস," তারপর গলায় আঙুল দিয়ে বললো, "টাইও ছিল না।"

"ওহ্," হেজেন বললো, "ঠিক আছে, এটা সত্যি দুঃখজনক, সে উপরে আসলো না অন্তত হ্যালো বলতে। সে কি সাথে সাথে বেরিয়ে গেছে?"

সায় দিল সে।

"ঠিক আছে," হেজেন তার দিকে তাকিয়ে হেসে তার হাতে এক এ্যজেরো'র একটি কয়েন দিল। উপরে চলে গেল সাদা পোশাকের লোকটির সাথে কথা বলতে।

ব্লন্ড আর কালো চুলের লোকটি সাথে সাথে দৌড়ে প্রবেশদরজার দিকে

এগিয়ে গেল। ট্রান্সটেইনারও দ্রুত বারে চলে যেতেই হিরু কুয়াইমাকে নিয়ে বেরিয়ে এল।

সাদা পোশাকের লোকটির গ্লোভ পরা হাত কুয়াইমার কাঁধে রেখে তার সাথে আন্তরিকভাবে কথা বলছে। মনোযোগ দিয়ে শুনল কুয়াইমা, কয়েকবার ঠোঁট কামড়ে মাথা দোলাল।

সেও তার সাথে কথা বলে তাকে আশ্বস্ত করে রেস্টুরেন্টের পেছন দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল।

বাকিদের সরে যেতে বলল সাদা পোশাকের লোকটি। জানালার পাশে গিয়ে হ্যাট এবং বৃফকেস নামিয়ে দাঁড়ালো। টেবিলল্যাম্পের আলোয় এখন তাকে কম মোটা মনে হচ্ছে। রেস্টুরেন্টের পেছন দিকটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সাদা গ্লোভ পরা হাত দুটো সারাক্ষণ একটা আরেকটার সাথে ঘষছে।

রেস্টুরেন্টের পেছন থেকে সুরুকো এবং মোরি রঙিন ব্লাউজ পরে বেরিয়ে এল, ইয়োসিকো এখনও কিমোনো পরা। তাদের সবাইকে সামনে যেতে বললো কুয়াইমা। তাদেরকে দেখে কিছুটা বিভ্রান্ত এবং চিন্তিত মনে হচ্ছে। সবাই তাদের দিকে তাকালো।

সাদা পোশাকের লোকটির মুখে একটু হাসি ফুটে উঠেছে।

কুয়াইমা মেয়ে তিনজনকে সাদা পোশাকের লোকটির সামনে রেখে একপাশে সরে গিয়ে হাত ভাজ করে দাঁড়ালো।

সাদা পোশাকের লোকটি হেসে কোকড়ানো চুলগুলোর উপর হাত বোলালো। "মেয়েরা," বললো সে, "একটা খারাপ ঘটনা ঘটে গেছে। খারাপ মানে আমার জন্য, তোমাদের জন্য নয়। তোমাদের জন্য ঠিক আছে। আমি বলছি কেন।" বলেই একবার দম নিল সে। "আমি কৃষি যন্ত্রপাতির একজন উৎপাদক। দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বড়গুলোর একজন। আজকে আমার সাথে যারা আছে–" বলেই সে ঘুরলো–"তারা সবাই আমার সেলস্ম্যান। আজকে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি আমাদের কিছু নতুন মেশিন সম্পর্কে তাদেরকে বিস্তারিত জানাতে। সবইটাই গোপনীয়। কিন্তু এখন আমি জানতে পেরেছি, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকান একটি কোম্পানির এক গুপ্তচর কিভাবে যেনো আমাদের মিটিং সম্পর্কে জানতে পেরেছে। তারা যেভাবে কাজ করে তাতে আমি বাজি ধরে বলতে পারি, সে কিচেনে গিয়েছিল তোমাদের মধ্যে একজনকে কিংবা সবাইকে এ ব্যাপারে রাজি করাতে যে, তোমরা কোন জায়গায় লুকিয়ে থেকে আমাদের কথা শুনবে অথবা আমাদের ছবি তুলবে।" একটা আঙুল তুললো সে। "দেখ।" এরপর বললো, "আমার সেলস্ম্যানদের অনেকে এর আগে ঐ কোম্পানির হয়ে কাজ করেছে, তারা জানে না, মানে ঐ

কোম্পানি জানে না এখন তারা আমার হয়ে কাজ করছে, আমাদের ছবি তাই তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে।" অনুতপ্ত হয়ে হাসলো সে। "এটা খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ব্যবসা," আবার বললো, "এখানে কুকুর কুকুরের মাংস খায়।"

সুরুকো, মোরি এবং ইয়োসিকো শূন্য দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালো।

কুয়াইমা একপাশ থেকে সরে এসে সাদা পোশাকের লোকটির পেছনে দাঁড়িয়ে কঠোর ভাষায় বললো, "তোমরা কেউ যদি এটা করে থাক, যা সিনর বললো–"

"দয়া করে আমাকে বলতে দিন," সাদা পোশাকের লোকটি বললো। হাত নামিয়ে এক পা সামনে এগিয়ে এল সে, "এই লোক," স্বাভাবিকভাবেই বললো, "এই তরুণ আমেরিকান ছেলেটি হয়তো তোমাদের কিছু টাকার প্রস্তাব দিয়েছে, অবশ্যই তোমাদেরকে কোন বানানো গল্প বলেছে সে। এখন আমি বুঝতে পারছি কিভাবে অনেক মেয়ে প্রচুর টাকা আয় করে, তোমরা নিশ্চয়ই তাদের মত নও, নাকি? আমার বন্ধুটি কি তোমাদের কাউকে প্রচুর টাকা দিয়েছে?" সে তার বাদামি চোখে পিটপিট করে তাকাল উত্তরের আশায়।

ইয়োসিকো হেসে মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানালো।

সাদা পোশাকের লোকটিও তার সাথে হেসে উঠলো, তার কাঁধে হাত রাখার জন্য হাত বারিয়ে দিলেও সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকায় তাকে ছুতে পারলো না। "আমি তা মনে করি না," বললো সে। "না, আমি নিশ্চিত সে এমনটি করে নি।" মোরি এবং সুরুকোর দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। তারাও অনিশ্চিতভাবে হাসছে। "এখন আমি পুরোপুরি বুঝতে পারছি," সে বললে আবার কণ্ঠস্বর সিরিয়াস শোনা গেল, "আমি বুঝতে পারছি তোমাদের মত কঠোর পরিশ্রমী মেয়েরা–মানে মোরি, তুমি তোমার দুই সন্তানসহ–কিভাবে এই পরিস্থিতিতে এমন একটা প্রস্তাব পেলে? বরং আমি বুঝতে পারছি না তুমি কেমন করে এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবে। তুমি নিশ্চয়ই বোকা নও! একটা ছোট মিথ্যা, কিছু বাড়তি টাকা। সব জিনিসের দাম চড়া, আমি জানি। একারণেই আমি উপরে তোমাদের বেশ ভাল বখশিস দিয়েছি। তো মেয়েরা, তোমরা যদি এমন প্রস্তাব পেয়ে থাক এবং তা গ্রহণও করে থাকো, আমার কিন্তু মোটেও কোনো রাগ বা অসন্তুষ্টি নেই। আমাদের শুধু একটা জিনিস জানা জরুরি।"

"সিনর," মোরি প্রতিবাদের সুরে বললো, "আমি তোমাকে বলেছি, আমাকে কেউ কোনো প্রস্তাব দেয় নি বা কোনো কিছু করতেও বলে নি।"

"কেউ না," সুরুকো মাথা নাড়িয়ে বললো।

ইয়োসিকোও তার মাথা নাড়িয়ে বললো, "সত্যি, সিনর।"

সাদা পোশাকের লোকটা তার জ্যাকেট হাতে নিল। "সে তোমাদের যা প্রস্তাব করেছিল বা যা তোমাদের দিয়েছে আমি তোমাদের তার দ্বিগুণ দেব।" সে জ্যাকেটের ভেতর থেকে কুমিরের চামড়ার তৈরি ওয়ালেট বের করে এনে এর ভেতরের টাকাগুলো দেখালো সবাইকে। "এর কথাই আমি বলেছিলাম তোমাদের আগে।" সে বললো, "আমার জন্য খারাপ কিন্তু তোমাদের জন্য ভাল।"

একজন থেকে আরেকজনের দিকে তাকাচ্ছে এবার। "সে তোমাদের যা দিয়েছে তার দ্বিগুণ পাবে, সিনর..." সে কাঁধ ঘুরিয়ে কুয়াইমার দিকে তাকিয়ে বললো, "কুয়াইমা।"

"যেন সে তোমাদের উপর রাগ না করে, মেয়েরা? দয়া করে বল।"

সাদা পোশাকের লোকটি ইয়োসিকোকে তার টাকাগুলো দেখালো। "আমরা কয়েক বছর সময় ব্যয় করেছি এই নতুন মেশিনগুলোর পেছনে," সে তাকে বললো, "লক্ষ লক্ষ টাকা ঢেলেছি!" সে তার টাকাগুলো মোরিকে দেখালো, "আমি যদি শুধু জানতে চাই আমার প্রতিদ্বন্দ্বি কতটুকু জানে, আমি নিজেকে রক্ষার ব্যবস্থা নিতে পারবো।" টাকাগুলো সুরুকোকে দেখালো সে, "আমি উৎপাদন বাড়াতে পারি, অথবা এই ছেলেটিকে খুঁজে বের করতে পারি...তাকে আমাদের দিকে টেনে নিতে পারি, তাকেও টাকা দিতে পারি যেমনটা দেব তোমাদের এবং সিনর–"

"কুয়াইমা। মেয়েরা, ভয় পেয়ো না। সিনর আসপিয়াজুকে বলে ফেল। আমি কিছুই মনে করবো না।"

"দেখলে?" সাদা পোশাকের লোকটি বললো, "শুধুমাত্র ভালোই হবে। সবার জন্য!"

"কিছুই বলার নেই," মোরি এবং ইয়োসিকো তার বাড়ানো টাকাগুলোর দিকে তাকিয়ে কিছুটা দুঃখের সাথেই বললো। "সত্যি কিছুই না।" সে তাকালো। "আমি বলতাম আনন্দের সাথেই, সিনর। কিন্তু বলার কিছুই নেই।"

সুরুকো টাকাগুলোর দিকে তখনো তাকিয়ে দেখছে।

সাদা পোশাকের লোকটি তাকে দেখলো।

সে কিছুটা অস্বস্তির সাথে এবং বিব্রতভাবে তার দিকে তাকালো। সাদা পোশাকের লোকটিও তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"আপনি যেভাবে বলেছেন, ঠিক সেভাবেই ঘটেছে," সে জানালো, "আমি কিচেনে ছিলাম। আমি আপনাদের জন্য খাবার তৈরি করছিলাম তখন একটি ছেলে এসে জানালো, বাইরে একজন অপেক্ষা করছে যে তোমার পার্টিকে সার্ভ করছে এমন কারো সাথে কথা বলতে চায়, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি

বেরিয়ে এলাম এবং সে সেখানেই ছিল, সেই আমেরিকান। সে আমাকে দুশো ক্রুজেরো দিয়েছে, আগে পঞ্চাশ এবং পরে দেড়শো। সে বলেছে সে কোনো এক ম্যাগাজিনের রিপোর্টার এবং আপনি সিনেমা বানান, কাউকে ইন্টারভিউ দেন না।"

সাদা পোশাকের লোকটি তার দিকে তাকিয়ে বললো, "বলো।"

"সে বলেছিল, আপনি নতুন কোন ছবির প্ল্যান করছেন এটা জানতে পারলে সে ওটার উপর খুব ভাল একটা স্টোরি লিখতে পারবে। আমি বলেছিলাম আপনি গেস্টদের সাথে কথা বলবেন। সে বলেছিল আপনি এবং সে–"

"সে তোমাকে লুকিয়ে আমাদের কথা শুনতে বলেছিল।"

"না, সিনর, সে আমাকে একটা টেপ রেকর্ডার দিয়েছিল, আমি সেটা এখানে রেখেছিলাম। পরে আপনারা যখন কথা শেষ করলেন, আমি তাকে সেটা দিয়ে এসেছি।"

"একটা...টেপ রেকর্ডার?"

সুরুকো সায় দিল, "সে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিল এটা কিভাবে কাজ করে। এক সাথে দুটি বাটনে চাপ দিতে হয়।" সে তার দুই আঙুল দিয়ে বাতাসে চাপ দিয়ে দেখালো।

সাদা পোশাকের লোকটি চোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর সে তার চোখ খুলে সুরুকোর দিকে তাকিয়ে করুণ হাসি হাসলো। "আমাদের মিটিং চলার সময় ওখানে একটি টেপ রেকর্ডার চলছিল?"

"জি, সিনর," সে জানালো, "খাবার টেবিলের নীচে একটা বাটিতে রাখা ছিল। এটা খুব ভাল কাজ করেছে। সে আমাকে টাকা দেয়ার আগে একবার চালিয়ে দেখিয়েছে।"

সাদা পোশাকের লোকটি হা করে শ্বাস নিল, তারপর উপরের ঠোঁট কামড়ে আবার শ্বাস বের করে দিয়ে মুখ বন্ধ করে একবার ঢোক গিললো সে। হাত দিয়ে কপাল ঘষলো ধীরে ধীরে।

"সব মিলিয়ে দুশো ক্রুজেরো," সুরুকো বললো।

সাদা পোশাকের লোকটি তার আরো কাছে গিয়ে তার দিকে ভাল করে তাকালো। হাসলো সে, মেয়েটি তার থেকে অল্প ছোট। "ডিয়ার," সে শান্ত কণ্ঠে বললো, "তুমি ছেলেটি সম্পর্কে যা জানো সবই বল আমাকে। সে তরুণ ছিল, কত তরুণ? দেখতে কেমন?"

সে এতো কাছে থাকায় সুরুকো কিছুটা অস্বস্তিবোধ নিয়েই বললো, "বাইশ কি তেইশ হবে মনে হয়। আমি তাকে পরিস্কার দেখতে পাই নি। খুব

লম্বা, সুদর্শন, বন্ধুসুলভ। মাথার চুলগুলো বাদামি, একটু কোকড়ানো।"

"ভালো," সাদা পোশাকের লোকটি বললো, "খুবই ভাল বর্ণনা দিয়েছ। সে জিনস পরেছিল?"

"হ্যা, একই রকম হালকা নীল জ্যাকেট। কাঁধে এয়ারলাইন ব্যাগ ছিল।" সে তার কাঁধ দেখিয়ে বললো। "ওটাতেই টেপ রেকর্ডারটি রেখেছিল।"

"খুব ভাল। তুমি খুব ভালো পর্যবেক্ষক, সুরুকো। কোন এয়ারলাইন ছিল?"

সুরুকো কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত, "আমি খেয়াল করি নি, তবে ওটা নীল এবং সাদা ছিল।"

"একটি নীল এবং সাদা এয়ারলাইন ব্যাগ। এটুকুই যথেষ্ট। আর কিছু?"

মাথা ঝাঁকিয়ে কিছু মনে করার চেষ্টা করলো সে, অবশেষে মনে করতে পেরে খুশি হল। "তার নাম হান্টার, সিনর!"

"হান্টার?"

"হ্যা, সিনর! হান্টার! সে বলেছিল।"

সাদা পোশাকের লোকটি মুখ বাঁকা করে হাসলো, "অবশ্যই। বলে যাও, আরও কিছু?"

"তার পর্তুগিজ খুবই বাজে। সে বলেছিল আমি তার খুব উপকার করলাম। এরকম কিছু বলেছিল তবে ভুলভালভাবে, তার উচ্চারনেও ভুল ছিল।"

"সে বেশি সময় ছিল না এখানে, তাই না? তুমি আমার খুব উপকার করলে। বলো, সুরুকো।"

ঝাঁকিয়ে বললো সে, "এটুকুই, সিনর।"

"আরো কিছু মনে করার চেষ্টা কর, সুরুকো। তোমার কোনো ধারণাই নেই আমার কাছে এটা কত গুরুত্বপূর্ণ।"

সে তার আঙুলের গিট ফুটিয়ে তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো।

"তোমাকে সে বলে নি কিভাবে তার সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে, যদি আমি আবারো কোনো পার্টি দেই?"

"না, সিনর! না! এরকম কিছুই বলে নি। কিছুই না।"

"মনে করার চেষ্টা কর।"

তার অন্ধকার চেহারা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, "একটা হোটেলে আছে সে। এটা কি কোনো সাহায্য করবে?"

বাদামি চোখগুলো তার দিকে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

"সে বলেছিল সে তার হোটেলে খাবে। আমি তাকে কিছু খেতে দিব কিনা জানতে চেয়েছিলাম সে অপেক্ষা করতে করতে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল, সে এটাই বলেছিল, তার হোটেলেই খাবে।"

সাদা পোশাকের লোকটি সুরুকোর দিকে তাকিয়ে বললো, "দেখলে? আরো কিছু বাকি আছে?" সে পিছিয়ে গিয়ে ওয়ালেটটি খুলে সেখান থেকে চারশ ক্রুজেরো বের করে তার হাতে ধরিয়ে দিল।

"ধন্যবাদ, সিনর!"

হাসতে হাসতে তার কাছে এগিয়ে আসলো কুয়াইমা।

সাদা পোশাকের লোকটি তাকেও চারশ ক্রুজেরো দিল এবং মোরি ও ইয়োসিকোকে একশ করে। তারপর ওয়ালেটটি জ্যাকেটে পুরে রেখে সুরুকোর দিকে তাকিয়ে আবার হাসলো। "তুমি খুবই ভাল মেয়ে, কিন্তু সামনে তুমি তোমার পার্টির সুবিধার কথাও মাথায় রেখো।"

"রাখবো, সিনর! কথা দিলাম।"

কুয়াইমার দিকে তাকিয়ে বললো, "তার প্রতি কঠোর হয়ো না, ঠিখ আছে?"

"ওহ্ না, এখন না!" কুয়াইমা দাঁত বের করে হেসে তার পকেট থেকে হাত বের করে আনলো।

সাদা পোশাকের লোকটি তার হ্যাট এবং টেবিল থেকে ব্রিফকেস নিয়ে মেয়েদের এবং কুয়াইমার দিকে তাকিয়ে হাসলো, এরপর তাদের দিক থেকে ঘুরে তার জন্য অপেক্ষারত লোকদের দিকে এগিয়ে গেল সে। ওরা এতোক্ষণ অপেক্ষা করছিল আর তাকে দেখছিল।

এগিয়ে এসে তার হাসি মিইয়ে চোখ সরু হয়ে গেল। তার লোকদের কাছে পৌছে আস্তে করে বললো সে। "আমি যদি ঐ বানচোত কুত্তারবাচ্চার জিহ্বা কাটতে পারতাম!!"

তাদেরকে টেপরেকর্ডারের কথা বললো সে।

ব্লন্ড লোকটি বললো, "আমরা রাস্তা এবং সব গাড়ি চেক করেছি, কোনো জিনস্ পরা ঐ উত্তর আমেরিকানকে পাই নি।"

"আমরা তাকে খুঁজে বের করবো," সাদা পোশাকের লোকটি বললো। "সে এখানে একা, যারা এখনো একা কাজ করছে তাদের সবাই রিও আর বুয়েন্স আয়ার্সের লোক। সে শুধুমাত্র একজন অ্যামেচার শুধুমাত্র, তার বয়স বাইশ বা তেইশ, সেই সাথে তার নাম, সে বলেছিল 'হান্টার,' যার মানে হচ্ছে 'জ্যাগার'; কোনো অভিজ্ঞ লোক এমন কৌতুক করতে যাবে না। সে অবশ্যই একটা মূর্খ, তা না হলে ঐ কুত্তিটাকে বলতো না সে হোটেলে আছে।"

"যদি," জিমার বললো, "সে আসলেই না থাকে।"

"সেক্ষেত্রে সে অবশ্যই স্মার্ট," সাদা পোশাক বললো, "তাহলে সকালেই আমি নিজেকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেব। চলো খুঁজে বের করা যাক। হেজেনই ঐ অ্যামেচার 'হান্টার'কে তাকে অনুসরণ করার সুযোগ দিয়েছে, সে এখন

আমাদেরকে হোটেলের নাম বলে তার ভুল সংশোধন করবে।" হেজেনের দিকে তাকালো সে।

"এত রাতে খাবার সার্ভ করবে এমন একটি হোটেল," সাদা পোশাকের লোকটি বললো, "কিন্তু এতো ভাল নয় যে, সেখানে জিনস পরা যাবে না। তোমাকে তার জায়গায় ভাবো। তুমি হেজেনকে কিংবা স্বয়ং মিঙ্গলকে শিকার করতে এসেছ, তাহলে তুমি কোন হোটেলে থাকতে? ওয়েট্রেসদের বেশি করে ঘুষ দেওয়ার মত যথেষ্ট টাকা আছে তোমার কাছে, আমার মনে হয় না ঐ কুত্তিটা টাকার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলেছে কিন্তু তুমি রোমান্টিক। তুমি নিজেকে ইয়াকভ লিবারম্যান ভাবতে চাও, অন্য আর দশটা সাধারন পর্যটকের মতো নয়। পাঁচটা হোটেল, হেজেন, তোমার পছন্দমত বলো।"

বাকিদের দিকে তাকিয়ে বললো সে, "হেজেন হোটেলের নামগুলো বললে, তোমরা ঐ বাটিটি থেকে একটা করে ম্যাচবক্স নিয়ে বেরিয়ে যাবে, কোনো ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ঐ নাম বলবে। ওখানে গিয়ে খোঁজ নেবে, একজন লম্বা, বাদামি কোকড়া চুলো উত্তর-আমেরিকান, গায়ে নীল জিন্স, নীল জ্যাকেট আর কাঁধে নীল এবং সাদা রংয়ের এয়ারলাইন ব্যাগসহ কোন তরুণ ছেলে কি ঐ হোটেলে আছে কিনা। তারপর ঐ ম্যাচবক্সের নাম্বারে ফোন করবে। আমি এখানেই আছি। যদি উত্তর হয় হ্যা, তাহলে রুডি টিন-টিন আর আমি সেখানে চলে আসবো। যদি উত্তর হয় না, তবে হেজেন তোমাদের অন্য আরেকটি হোটেলের নাম বলবে। সব ঠিক আছে? আমরা ওকে আধ ঘণ্টার মধ্যে ধরে ফেলবো, সে ঐ টেপটি শোনারও সময় পাবে না। হেজেন?"

মুন্ডকে বললো হেজেন "ন্যাশিওনাল।"

মুন্ড বললো, "ন্যাশিওনাল।" একটা ম্যাচবক্স নিয়ে গেল সে।

জিমারকে বললো হেজেন, "ডেল রে।" আর ট্রান্সটেইনারকে, "মারাবা।" ফার্নবাখকে, "কমোডোরা।" ক্লাইস্টকে, "দ্য স্যাভয়।"

*

রুমে ফিরে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে শুনে টেপটি বন্ধ করলো সে। তারপর আবার পিছিয়ে গিয়ে, যখন তারা একে অপরকে প্রশংসা করা শেষ করলো সেখান থেকে শুনতে শুরু করলো। বলতে শোনা গেল, *আসপিয়াজু* এবং *লেস্ট নেস যেৎজ গেশ্যাফট রেডেন, মেইন অঙ্গেনস* এবং তারপরই আসল কথায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। *আসল কথা! জেসাস!*

সে আবারো পুরোটাই শুনলো শুধু মাঝে মাঝে তাকে, "জেসাস" এবং "হায় ঈশ্বর" বলতে শোনা গেল। ওয়েট্রেসদের খাবারের বাটিগুলো নীচে নিয়ে

যাবার শব্দ শোনা গেলে সেখানে থামলো। সে কিছু কিছু জায়গা আবারো শুনছে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে এটা আসলেই ঘটেছে নাকি তার ক্ষুধার্ত মনের ভাবনা। তারপর মাথা চুলকাতে চুলকাতে সারা ঘরময় পায়চারী করতে লাগলো সে। কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না, কাকে বলবে যদি তারাও এদেরই কেউ হয় বা তারা যদি এদের কাছ থেকে টাকা পায়।

একটাই কাজ করার আছে, সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো, যত জলদি হয় ততই ভাল, সময়ের পার্থক্য কোন ব্যাপার না। সে রেকর্ডারটা নাইট টেবিলের উপরে রাখা ফোনের পাশে রেখে তারপর বিছানার উপর বসে ওয়ালেট বের করে কার্ডটি খুঁজে বের করলো। তাতে একটা নাম এবং নাম্বার লেখা রয়েছে। ওয়ালেটটা পকেটে পুরে কার্ডটা ফোনের নীচে রেখে হ্যান্ডসেটটা তুলে নিল। অপারেটরকে লং-ডিসট্যান্স কলের কথা বললো।

মেয়েটার কণ্ঠস্বর খুবই কোমল, "যখন আমি লাইন পাবো আপনাকে জানাবো।"

"আমি ফোনেই আছি," সে জবাব দিল, তাকে বিশ্বাস করাতে পারলাম না, সে চায় না মেয়েটি এরমধ্যেই অন্য কোথাও গিয়ে জানিয়ে আসুক। "একটু জলদি, প্লিজ।"

"পাঁচ থেকে দশ মিনিট সময় লাগবে, সিনর।"

সে তাকে নাম্বারটি একজন বিদেশি অপারেটরকে দিতে শুনলো, এরমধ্যে সে মাথার মধ্যে সাজিয়ে নিল কি বলবে। সে আশা করছে লিবারম্যান অবশ্যই সেখানে আছে এবং অন্য কারো সাথে কথা বলছে না অথবা বাইরে কোথাও যায় নি। বাসায় থাকুন, প্লিজ, মিঃ লিবারম্যান!

দরজায় আস্তে করে কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

"আমি এক্ষুনি আসছি," ইংরেজিতে বললো সে, ফোনটা রেখে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলে মোচওয়ালা ওয়েটার রুমে প্রবেশ করলো। তার হাতে ধরা ট্রেতে ন্যাপকিন দিয়ে ঢাকা একটি প্লেট এবং বিয়ারের বোতল কিন্তু কোনো গ্লাস নেই।

"দুঃখিত, আমার একটু বেশি সময় লেগেছে," বললো সে, "এগারোটার মধ্যেই সবাই চলে যায়। এগুলো আমার নিজেরই তৈরি করতে হয়েছে।"

"ঠিক আছে," সে পর্তুগিজ ভাষায় বলছে, "ট্রে'টা বিছানার উপরে রেখে যান।"

"আমি গ্লাস আনতে ভুলে গেছি।"

"ঠিক আছে, আমার গ্লাসের দরকার নেই। আমাকে চেক এবং পেন্সিল দিন, প্লিজ।" চেকটা দেয়ালে ধরে তাতে সাইন করে সার্ভিস চার্জের সাথে তার বকশিসও দিয়ে দিল সে।

ওয়েটার তাকে ধন্যবাদ না জানিয়েই দরজা লাগিয়ে বেরিয়ে গেল।

তার কখনোই ডেল রে ছাড়া উচিত হবে না।

সে আবার বিছানায় গিয়ে বসলো। ফোনে শুধু শোঁ শোঁ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সে টান দিয়ে ট্রেটা সোজা করে নিয়ে প্লেটের ওপর থেকে হলুদ ন্যাপকিনটি তুলে নিল, এর কোণায় একটি ট্যাগ লাগানো। টান দিয়ে ট্যাগটি তুলে ফেললো। স্যান্ডউইচটা বেশ মোটা এবং দেখতেও সুন্দর। শুধুমাত্র মুরগীর মাংস দেখা যাচ্ছে, লেটুস পাতা বা কিছু নেই। ওয়েটারকে ক্ষমা করে দিয়ে সে একটার অর্ধেকটা তুলে কামড় বসালো। আসলেই দারুণ ক্ষুধা পেয়েছিল!

"ইশ মশতে ভিয়েন," একজন অপারেটর বললো, *"ভিয়েন!"*

আবারো টেপটার কথা এবং ইয়াকভ লিবারম্যানকে কি বলবে তা মনে করার চেষ্টা করলো সে, তার মুখ ভর্তি খাবার। চিবাতে চিবাতে কোনোরকমে গলার ভেতর দিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে। তারপর স্যান্ডউইচটা নামিয়ে রেখে বিয়ারটা নিল সে। এটা আসলেই সবচেয়ে ভাল বিয়ারগুলোর একটা আর স্বাদও দারুণ।

"বেশি সময় লাগে নি," কোমল কণ্ঠের অপারেটরটি বললো।

"হ্যা, তাই। ধন্যবাদ।"

"কথা বলুন, সিনর।"

ফোনে রিং বাজার শব্দ শোনা গেল।

বোতল থেকে আরেক ঢোক গিলে বোতলটা নামিয়ে রাখলো সে। হাতটা প্যান্টে মুছে, ফোনের দিকে আরো ভালোভাবে ঘুরে বসলো।

ওপাশের ফোনে রিং বেজেই চলেছে, অবশেষে কেউ একজন তুললো।

"জা?" যেন পাশ থেকেই কেউ বলছে এমন পরিস্কার শব্দ।

"মিঃ লিবারম্যান?"

"জা। ভেরস্ট ডা?"

"আমি ব্যারি কোহলার। মনে আছে, মিঃ লিবারম্যান? আমি গত আগস্টে আপনার সাথে দেখা করেছিলাম, আপনার হয়ে কাজ করতে চেয়েছিলাম। ব্যারি কোহলার, ইভান্সটন, ইলিনয় থেকে।"

ওপাশে নীরব।

"মিঃ লিবারম্যান?"

"ব্যারি কোহলার, আমি জানি না ইলিনয়ে কয়টা বাজে কিন্তু এখানে এত অন্ধকার যে ঘড়ি দেখা যাচ্ছে না।"

"আমি ইলিনয়ে নেই। আমি এখন ব্রাজিলের সাও পাওলোতে।"

"এতে করে ভিয়েনাতে আলো ফুটে উঠবে না।"

"আমি দুঃখিত, মিঃ লিবারম্যান। কিন্তু কল করার জন্য যথেষ্ট কারণ আছে। শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।"

"বলতে হবে না, আমি ধরতে পেরেছি, তুমি মার্টিন বোরম্যানকে দেখেছ কোনো বাস স্টেশনে।"

"না, বোরম্যান না। মিঙ্গল। আর আমি তাকে দেখে নি কিন্তু তার কথা বলার একটি টেপ পেয়েছি। একটা রেস্টুরেন্টে।"

নীরবতা।

"মিঙ্গল?" সে ত্বরিত জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা। সেই লোক যে অসউইজ চালাতো? মৃত্যুর ফেরেশতা?"

"ধন্যবাদ। আমি ভেবেছিলাম তুমি অন্য কোন মিঙ্গলের কথা বলেছিলে।"

ব্যারি বললো, "আমি দুঃখিত। আপনি আসলে–"

"আমি তাকে জঙ্গলে পাঠিয়েছিলাম। আমি জোসেফ মিঙ্গলকে চিনি।"

"আপনি একেবারে নীরব ছিলেন, তাই আমাকেই কিছু বলতে হয়েছে। সে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে, মিঃ লিবারম্যান। সে একটা জাপানি রেস্তোরাঁতে ছিল আজকে রাতে। সে কি আসপিয়াজু নামটি ব্যবহার করে না?"

"তার অনেক নাম আছে : গ্রেগরি, ফিশার, ব্রেইটেনবাক, রিনডন–"

"আর হ্যা, আসপিয়াজু।"

আবার নীরবতা।

"জা, কিন্তু আমার মনে হয় আরো অন্যান্য লোকেরও এই নাম আছে"

"এটা সে-ই ছিল।" ব্যারি জোর দিয়ে বললো। "তার সাথে এসএস-এর অর্ধেক সদস্য ছিল আজকে। সে তাদেরকে চুরানব্বইজন লোককে খুন করতে পাঠাচ্ছে। হেজেন ছিল সেখানে, আর ক্লাইস্ট, ট্রান্সটেইনার, মুন্ডও।"

"শোন, আমার মনে হচ্ছে না আমি জেগে আছি। তুমি আছ? তুমি কি জানো তুমি কি বলছো?"

"হ্যা! আমি আপনাকে টেপটি বাজিয়ে শোনাচ্ছি! এটা আমার পাশেই রাখা আছে!"

"এক মিনিট। একেবারে প্রথম থেকে বাজাও।"

"ঠিক আছে।" আবার বোতল খুলে কিছু বিয়ার পান করলো, ইচ্ছে করেই কিছুক্ষণ নিরব রইল সে।

"ব্যারি?"

"আমি এখানেই আছি। আমি বিয়ার খাচ্ছিলাম।"

"ওহ্!"

"এক চুমুক, মিঃ লিবারম্যান। আমি ক্ষুধায় মরে যাচ্ছি। আমি এখনও ডিনার করি নি এবং এই টেপটি নিয়ে এত উত্তেজিত যে খেতে পারছি না।

আমার এখানে একটা মজাদার মুরগির স্যান্ডউইচ রয়েছে, আমি এটা গিলতেও পারছি না।"

"তুমি সাও পাওলোতে কি করছো?"

"আপনি তো আমাকে নেন নি, তাই আমি নিজে থেকেই এখানে এসেছি। আপনি যতটা মনে করেছিলেন আমি তার চাইতে বেশি উৎসাহী এই ব্যাপারে।"

"আসলে আমার কারণটা আর্থিক ছিল, তোমার উৎসাহ নয়।"

"আমি বলেছিলাম, আমি ফ্রিতেই কাজ করবো। এখন আমাকে কে অর্থ জোগাচ্ছে? দেখুন, এখন এটা বাদ দেয়া যাক। আমি এসেছি এবং একটু ঘোরাঘুরি করলাম। শেষে মনে হল, স্ট্যাঙ্গল যেখানে কাজ করত সেই ভকসওয়াগন কোম্পানিতে গিয়ে ঘোরাঘুরি করলেই ভাল হবে এবং আমি তাই করলাম। কয়েকদিন আগে আমি হেজেনকে দেখলাম। অন্তত আমার তাই মনে হল, আমি নিশ্চিত ছিলাম না। তার চুল এখন কিছুটা রূপালি, চেহারাতেও মনে হয় প্লাস্টিক সার্জারী করিয়েছে। যাহোক, আমার মনে হল সে-ই, তো তার পিছু নিলাম। আজকে দেখলাম সে জলদিই বাড়ি ফিরে গেল। তার বউ আর দুই মেয়ে নিয়ে আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর বাড়িগুলোর একটাতে থাকে। সে সাতটা ত্রিশের দিকে আবার বেরিয়ে এসে বাসে করে শহরের দিকে রওনা দিল। আমিও তার পেছন পেছন একটা জাপানি রেস্তোরাঁতে গিয়ে পৌছলাম। সে সোজা উপরে তাদের প্রাইভেট পার্টিতে চলে গেল। সিঁড়ির গোড়ায় একজন নাৎসি পাহাড়া দিচ্ছিলো, পার্টিটা ছিল 'সিনর আসপিয়াজুর' দেয়া। অসউইজের আসপিয়াজু।"

আবারো নীরবতা। "সামনে বাড়ো।"

"তো আমি পেছনে গিয়ে একজন ওয়েট্রেসকে পেয়ে গেলাম। দুশো ক্রুজেরো দেয়ার পর সে আমাকে সব এনে দিল। মিঙ্গলের কণ্ঠ একেবারে পরিস্কার, তার সৈন্যদের কণ্ঠ একটু ভাসাভাসা। মিঃ লিবারম্যান, তারা কালকেই বেরিয়ে পড়বে জার্মানি, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে, এটা আসলেই খুবই বড় আর পাগলাটে, এখন আমার দুঃখ হচ্ছে কেন আমি এর মধ্যে গিয়ে পড়লাম। এটা নাকি–"

"ব্যারি!"

"–আর্য জাতির স্বপ্ন পূরণ করবে। হায় ঈশ্বর!"

"ব্যারি!"

"কি?"

"নিজেকে শান্ত কর।"

"আমি শান্তই আছি। না, আমি ঠিক নেই। ঠিক আছে, এখন আমি শান্ত।

সত্যিই, টেপটা আমি আবার চালাচ্ছি প্রথম থেকে, আপনার জন্য। বাটনে প্রেস করছি।"

"কারা বেরিয়ে পড়বে, ব্যারি? কতজন?

"ছয়জন। হেজেন, ট্রান্সটেইনার, ক্লাইস্ট, মুন্ড–এবং আরো দু'জন, হ্যা, মনে পড়েছে, জিমার আর ফার্নবাখ। আপনি তাদের নাম শুনেছেন?"

"জিমার, ফার্নবাখ, মুন্ডের নাম শুনি নি।"

"মুন্ড? আপনি মুন্ডকে চেনেন না? আপনার বইয়ে তার কথা আছে, মিঃ লিবারম্যান! সেখান থেকেই আমি তাকে চিনি।"

"মুন্ড, আমার বইয়ে? না।"

"হ্যা! ট্রেবলিঙ্কার অধ্যায়ে। আমার স্পষ্ট মনে আছে একটা কেসে ওটা আছে। আপনি কি পৃষ্ঠা নম্বর জানতে চান?"

"আমি কোনো মুন্ডের কথা শুনি নি, ব্যারি। তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে।"

"ওহ্ জেসাস! ঠিক আছে, ভুলে যান। যাহোক, তারা মোট ছয়জন আর তারা আড়াই বছরের জন্য বেরিয়ে যাচ্ছে, তারা প্রত্যেকে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট লোককে খুন করবে। সবচেয়ে পাগলাটে ব্যাপার হচ্ছে, আপনি কি প্রস্তুত, মিঃ লিবারম্যান? তারা যাদের খুন করতে যাচ্ছে তাদের সংখ্যা চুরানব্বই, আর তারা সবাই পয়ষট্টি বছরের সরকারি কর্মচারী।"

"ব্যারি, আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। টেপটা জার্মান ভাষায়, তুমি কি–"

"আমি পুরোপুরি বুঝতে পারি! ভালোভাবে বলতে পারি না কিন্তু পুরোপুরি বুঝতে পারি। আমার নানী জার্মান ভাষায় কথা বলতো না, কিন্তু আমার বাবা-মা গোপন কথা বলার সময় এটা ব্যবহার করতো।"

"কমরেডেনভারক এবং জোসেফ মিঙ্গল বাইরে লোক পাঠাচ্ছে–"

"পয়ষট্টি বছরের সরকারি কর্মচারীদের খুন করতে। তাদের মধ্যে কিছু চৌষট্টি এবং ছেষট্টি বছর বয়সের। টেপটি এখন প্রথমে নেয়া হয়ে গেছে, আমি এটা চালাচ্ছি এবং এরপর আপনি বলবেন, আমি এটা কার কাছে নিয়ে যাব, এমন কেউ যেন পদস্থ এবং বিশ্বাসী হয়। আপনি তাকে ফোন করে বলবেন আমি আসছি, তাহলেই সে আমার সাথে দেখা করবে, জলদিই করবে। তারা চলে যাওয়ার আগেই তাদের থামাতে হবে। প্রথম খুনটা হবে ষোলোই অক্টোবর। অপেক্ষা করুন, আমি ঠিক জায়গা থেকে চালাচ্ছি, প্রথমে অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা আছে।"

"ব্যারি, এটা অদ্ভুত। তোমার টেপে নিশ্চই কোন সমস্যা আছে অথবা তুমি আসলে যাদের কথা বলছ তারা আসলে অন্য কেউ।"

দরজায় তিনবার টোকা শোনা গেল। "দূর হও!" সে মাউথপিস ঢেকে

পর্তুগিজে চিৎকার করে বললো। "আমি লং ডিসট্যান্স কলে কথা বলছি।"

"তারা নিশ্চয়ই অন্য কেউ," লিবারম্যান বললো। "তারা তোমার সাথে কৌতুক করেছে।"

"মিঃ লিবারম্যান, আপনি কি টেপটা শুনবেন?"

দরজায় একাধারে জোরে জোরে টোকা পড়ছেই।

"শিট! একটু ধরুন।" ফোনটা বেডের উপর রেখে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজার হাতল ধরে জিজ্ঞেস করলো সে, "কি হয়েছে?"

"সিনর, একজন জাপানি মহিলা আপনার মত দেখতে একজনের খোঁজ করছে। সে বলছে, আপনাকে নাকি একজন লোক সম্পর্কে সাবধান করতে হবে–" হাতলে মোচড় দিল সে। সাথে সাথেই দরজাটা যেন বিস্ফোরিত হল। কেউ তাকে ধরে ফেললো, ঘুরিয়ে তার হাত দুটো পেছনে মুচড়ে ধরলো সেই সাথে মুখও আটকে ফেলেছে। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়ানো নাৎসিটি তার গলায় ছয়-ইঞ্চি ধারালো ছুরি ধরে মাথাটা উপরের দিকে ঘুরিয়ে দিল। তার হাত ব্যথা করছে, সেইসাথে পেটটাও।

সাদা পোশাকের লোকটি রুমে প্রবেশ করলো, মাথায় হ্যাট, হাতে ব্রিফকেস ধরা। সে দরজা বন্ধ করে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ব্লন্ড লোকটির ছুরি চালানো দেখলো। আমেরিকানটিকে ছুরি মারলো সে, তারপর মোচড় দিল, ছুরিটি বের করে আবার চালালো, মোচড় দিয়ে বের করে আনলো এবার। আবার হাতের উপর, তারপর বুকের পাঁজরে চালালো।

ব্লন্ড লোকটি ছুরি চালানো বন্ধ করলে কালো চুল ছেলেটাকে নামিয়ে রাখলো, তার চোখ দুটো এখনো আতঙ্কে বিস্ফোরিত হয়ে আছে। তার দেহের অর্ধেক ধূসর গালিচার উপর বাকি অর্ধেক কাঠের ফ্লোরের উপর। ব্লন্ড রক্তাক্ত ছুরিটা হাতে নিয়ে, কালো-চুলকে বললো, "একটা টাওয়েল।"

সাদা পোশাকের লোকটি বিছানার কাছে গিয়ে ব্রিফকেসটি নামিয়ে রাখলো।

"ব্যারি?" ফোন থেকে আওয়াজ আসছে।

সাদা পোশাকের লোকটি বেডের পাশে রাখা টেপ রেকর্ডারটি দেখছে। সে এটার এন্ড বাটনে প্রেস করতে ভেতরের ক্যাসেটটি লাফিয়ে বেরিয়ে এল। সাদা পোশাকের লোকটি ক্যাসেটটি তুলে চালান করে দিল পকেটে। সে ফোনের নিচে রাখা কার্ডটার দিকে তাকিয়ে বিছানার উপর পড়ে থাকা কালো রংয়ের হ্যান্ডসেটটি দেখলো।

"ব্যারি?" ফোন থেকে শোনা গেল, "তুমি কি আছ?"

সাদা পোশাকের লোকটি হ্যান্ডসেটটি তুলে কানে ধরে বাদামি চোখগুলো সরু করে শুনলো। সে রাগে ফেটে পড়তে চাইছে। তার ঠোঁট দুটো শক্ত করে

চেপে ধরলো।

ফোনটা নামিয়ে রেখে ঘুরে বললো সে, "আমি আরেকটু হলে তার সাথে কথা বলে ফেলতাম। আমার ইচ্ছাও করছিল।"

ব্লন্ড লোকটি বক্তাক্ত ছুরি মুছতে মুছতে তার দিকে উৎসুক হয়ে তাকালো।

সাদা পোশাকের লোকটি বললো, "দুজন দুজনকে এতোদিন ধরে ঘৃণা করি। আর সে এখানে আমার হাতে ধরা ছিল। অবশেষে তার সাথে কথা বলতাম।"

ফোনের দিকে তাকিয়ে পরিতাপ করে মাথা ঝাঁকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললো সে, "লিবারম্যান, জারজ ইহুদি। তোর সাগরেদ শেষ। সে তোকে কতটুকু বলেছে? এতে কিছুই যায় আসে না। প্রমাণ ছাড়া এখানে কেউই তোর কথা শুনবে না। আর প্রমাণ রয়েছে আমার পকেটে। সবাই কালকেই উড়াল দেবে। ফোর্থ রাইখ আসছে। বিদায়, লিবারম্যান। গ্যাস চেম্বারের দরজায় দেখা হবে তোমার সাথে।" সে হেসে কার্ডটা পকেটে পুরে রাখলো। "এটা আসলেই বোকামি করেছে।" বললো সে, "আমি হলে এর আরেকটা কপি বানাতাম।"

কালো চুল ক্লোজেট খুলে ভেতরের স্যুটকেসটি দেখিয়ে পর্তুগিজে জিজ্ঞেস করলো, "এগুলো কি সব প্যাক করে নেব, ডক্টর?"

"রুডি করবে। তুমি নীচে ট্রান্সটেইনারের কাছে যাও। পেছন দিকে একটা দরজা খুঁজে বের কর এবং সেটা খুলে গাড়ি এনে তার পাশে রাখ। তারপর একজন এসে আমাদেরকে পথ দেখাবে। তাদেরকে বলবে না, ছেলেটি ফোনে কথা বলছিল। বলবে সে টেপটি শুনছিল।"

কালো চুল সায় দিয়ে বেরিয়ে গেল।

জার্মান ভাষায় জিজ্ঞেস করলো ব্লন্ড লোকটি, "তারা কি ধরা পড়বে না? মানে ওরা সবাই।"

"কাজটা সম্পূর্ণ হতেই হবে।" সাদা পোশাকের লোকটি চশমা চোখে দিয়ে বললো। "যতটুকু সম্পূর্ণ হয় ততটুকুই ভাল, যেকোনো মূল্যে। ভাগ্য সহায় হলে তারা কাজটা সম্পূর্ণ করবে। লিবারম্যানের কথা কে শুনবে? সেই বিশ্বাস করে নি। শুনলে না ছেলেটি তার সাথে তর্ক করছিল। ঈশ্বর আমাদের সহায় হবেন। চুরানব্বইজনই মারা যাবে।" সে পকেট থেকে ম্যাচবক্স বের করে ফোনের দিকে ঘুরে হ্যান্ডসেটটি হাতে নিয়ে অপারেটরকে একটা নাম্বার বললো।

"হ্যালো, প্রিয় বন্ধু," আনন্দের সাথে বললো সে, "সিনর হেজেন, প্লিজ।" ফোনের মাউথপিসে হাত দিয়ে বললো, "তার পকেটও খালি করো, রুডি।" তারপর ফোনে বললো, "ব্যারি একজন গুপ্তচর ছিল, হেজেন?"

"সবকিছু ঠিক আছে, চিন্তার কিছু নেই। ঠিক একজন অ্যামেচার যেমনটা

ভেবেছিলাম। আমার তো মনে হয়, সে জার্মান ভাষাই জানে না। সবাইকে বাসায় পাঠিয়ে দাও ওদের স্বাক্ষরগুলো প্র্যাকটিস করতে। আজকের সন্ধ্যাটাকে আরেকটু বাড়তি উত্তেজনা দেয়ার মতো একটা ঘটনা ছিল? না, ১৯৭৭ পর্যন্ত না, আমি ভীত। এখানকার কাজ শেষ হলেই আমি কম্পাউন্ডে ফিরে যাব। ঈশ্বর তোমাদের সাথেই আছেন, হেজেন। বাকি সবাইকেও বলো আমার পক্ষ থেকে ঈশ্বর তোমাদের সাথেই আছে।" ফোন রেখে বললো সে, "হেইল হিটলার!"

অধ্যায় ২

ইন্টারন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি রয়টার্সের ভিয়েনা শাখার অফিসের চারপাশের দৃশ্য বেশ নয়নাভিরাম, একপাশে ছোট পুকুর এবং মোজার্টের একটা ভাস্কর্য, চারদিকে লন আর আরেক পাশে সম্রাট ফ্রাঙের অশ্বারোহী ভাস্কর্য।

সোমবার, চৌদ্দই অক্টোবর, দিনটি ঠাণ্ডা এবং মেঘাচ্ছন্ন, তবুও রয়টার্সের চারজন লোক তাদের লাঞ্চ করতে বাগানে এসেছে। বেঞ্চে বসে প্যাকেট থেকে স্যান্ডউইচগুলো বের করে কাগজের কাপে সাদা ওয়াইন ঢাললো তারা। চারজনের মধ্যে একজন, যে ওয়াইন ঢালছিল, সেই সিডনি বেনন রয়টার্সের ভিয়েনা শাখার সিনিয়র সংবাদদাতা। চুয়াল্লিশ বছর বয়সের এই সাবেক লিভারপুলিয়ানের দুজন ভিয়েনিজ স্ত্রী আছে। হর্নরিমড চশমা চোখে বেননকে অনেকটাই সিংহাসনত্যাগী রাজা এডওয়ার্ডের মতো লাগে দেখতে। ওয়াইন ঢালা শেষ করে পাশেই বোতলটা রেখে কাপে চুমুক দিচ্ছে হঠাৎ করে বাদামি হ্যাট এবং কালো রেইনকোট গায়ে ইয়াকভ লিভারম্যানকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে নিজেকে তার অপরাধী মনে হল।

গত কয়েক সপ্তাহে বেনন বেশ কয়েকবার জানতে পেরেছে লিবারম্যান তাকে ফোন করেছে এবং তাকে কল ব্যাক করতে বলেছে। সে এখনও করে নি, যদিও সে সবসময়ই কল ব্যাক করার ক্ষেত্রে বেশ সিরিয়াস। তাই এখন তার সাথে দেখা হয়ে যাওয়ায় সে নিজেকে দ্বিগুন অপরাধী ভাবছে। প্রথমত, লিবারম্যান তার সেরা সময়ে, যখন আইখম্যান এবং স্ট্যাঙ্গল ধরা পড়ে, তখন সেই ছিল তার সেরা কিছু রিপোর্টের উৎস এবং আরেকটা কারণ হচ্ছে, নাৎসি-শিকারিদের দেখলে সবাই নিজেকে অপরাধী ভাবে সবসময়। কে যেন তার সম্পর্কে বলেছিল সম্ভবত স্টিভ বিকেন্স- "সে তার কোটের পকেটে করে পুরো কনসেনট্রেশন-ক্যাম্পেএর সব প্রমাণ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। প্রতিবারই যখন সে ঐ রুমে প্রবেশ করে, কবর থেকে ইহুদিরা বিলাপ করে উঠে।" দুঃখজনক হলেও সত্য।

সম্ভবত লিবারম্যানও তা জানে, তাই সবসময় কিছুটা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলে। "হ্যালো, সিডনি," লিবারম্যান হ্যাটে হাত দিয়ে বললো, "থাক, উঠতে হবে না।"

"হ্যালো, ইয়াকভ! তোমাকে দেখে ভাল লাগছে।" কোলে স্যান্ডউইচ নিয়ে কোনো রকমে অর্ধেক উঠে বললো সে। তার হাত বাড়িয়ে দিলে

লিবারম্যানও সামনে এগিয়ে তার বিশাল হাত বাড়িয়ে দিল। "দুঃখিত, আমি এখনও কল করি নি।"

বেনন ক্ষমা চাইলো। "আমি গত কয়েক সপ্তাহ ধরে লিনথের বাইরে আসা যাওয়ায় ব্যস্ত ছিলাম।" সে আবার বসে সঙ্গীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। "ফ্রেয়া নিউস্ট্রাড, পল হিজবি, ডারমুট ব্রুডি, এবং এ হচ্ছে ইয়াকভ লিবারম্যান।"

"হায়, ঈশ্বর!" ফ্রেয়া তার স্কার্ট টেনে ধরে বাঁকা হয়ে অভিবাদন জানালো। "আপনি কেমন আছেন? আমি সম্মানিত বোধ করছি।" লিবারম্যান যখন বাকিদের সাথে হাত মেলাচ্ছে, তখন বেনন খেয়াল করলো তাদের শেষ দেখা হওয়ার দুই বছর পর এখন তাকে অনেকটাই বয়স্ক এবং ভঙ্গুর মনে হচ্ছে। সে এখন ও যথেষ্ট চোখে পড়ার মত কিন্তু দুই বছর আগের সেই ভল্লুকের মত শরীর আর নেই। চওড়া কাঁধ দুটো মনে হচ্ছে রেইনকোটের ভারে নুয়ে পড়েছে, শক্ত চেহারায় অনেক ভাজ পড়ে গেছে, চোখ ঢাকা পড়েছে ভ্রূর নীচে। শুধুমাত্র নাকটাই এখনো আগের মত আছে। কিন্তু মোচগুলোও সাদা হয়ে গেছে। বুড়ো লোকটা তার বউকে হারিয়েছে এবং একটি কিডনিও। তার ওয়ার ক্রাইমস ইনফরমেশন সেন্টারের টাকাও আর নেই। তাকে দেখলেই তা বোঝা যায়–ভাঙ্গা এবং হাতের দাগ পড়া পুরোনো হ্যাট এবং রং হারানো টাই। বেনন বুঝলো, কেন তার মন তাকে কল ব্যাক করা থেকে বিরত রেখেছে। তার আবারও নিজেকে অপরাধী মনে হল, কিন্তু সে ভাবছে, পরাজিতদের এড়িয়ে যাওয়াটা সব সময় বুদ্ধিমানের কাজ, বিশেষ করে সেই সব পরাজিত লোক যারা এক সময় বিজয়ী ছিল।

যদিও সবাইকেই একটু দয়াশীল হতে হয়।

"বসো, ইয়াকভ।" সে ওয়াইনের বোতলটি কাছে টেনে বেঞ্চের মাথার দিকে ইঙ্গিত করলো।

"আমি তোমাকে লাঞ্চের সময় বিরক্ত করতে চাই না," লিবারম্যান ইংরেজিতে বললো, "আমরা না হয় পরে কথা বলি।"

"বসো," বেনন বললো, "এদের সাথে তো অফিসে সবসময়ই থাকি।" সে ফ্রেয়ার দিকে পিছন ফিরে বসে একটু ধাক্কা দিলে সেও একটু সরে গেল। বেনন বাড়তি জায়গাটুকুতে লিবারম্যানকে বসার ইঙ্গিত করলো।

লিবারম্যান বসলো। বিশাল হাতগুলো হাটুর উপর রেখে, পা নাচাচ্ছে। "নতুন জুতাগুলো," বললো সে, "আমাকে মেরে ফেলছে।"

"যাই হোক, তুমি কেমন আছ?" বেনন জিজ্ঞেস করলো, "আর তোমার মেয়ে?"

"আমি ভালোই আছি, সেও। তার এখন তিনটি বাচ্চা, দু'জন মেয়ে একজন ছেলে।"

"ওহ্, খুবই ভাল," বেনন বোতলে হাত দিল, "আমি দুঃখিত, আমাদের সাথে অতিরিক্ত কাপ নেই।"

"না, না, আমি খেতেও পারবো না। কোনো অ্যালকোহল নয়।"

"আমি শুনেছি, তুমি হাসপাতালে ছিলে..."

"যাচ্ছি, আসছি, যাচ্ছি, আসছি।" লিবারম্যান তার বাদামি চোখগুলো বেননের দিকে ঘুরালো। "আমি একটা পাগলাটে ফোন পেয়েছিলাম," বললো সে, "কয়েক সপ্তাহ আগে, মধ্যরাতে। আমেরিকার, ইলিয়নসের একটি ছেলে আমাকে ফোন করেছিল সাও পাওলো থেকে। তার কাছে মিঙ্গলের একটা টেপ ছিল। তুমি মিঙ্গলকে চেন, চেন না?"

"তোমার নাৎসিদের একজন, তাই না?"

"আমার না, সবারই।" লিবারম্যান বললো, "জার্মান সরকার এখনো তাকে ধরতে পারলে ষাট হাজার মার্ক পুরস্কার দেবে। সে অসউইজে চিফ ডক্টর ছিল। 'মৃত্যুর ফেরেশতা'। দুটো ডিগ্রি, একটা এমডি এবং একটা পিএইচডি এবং জমজদের ওপর, চাষাদের ওপর হাজার হাজার পরীক্ষা চালিয়েছে তাদেরকে ভাল আর্য বানাতে। কেমিক্যাল দিয়ে তাদের বাদামি চোখ নীল করতো, তাছাড়া জিন নিয়েও পরীক্ষা চালিয়েছে। দুটো ডিগ্রি নেওয়া একজন লোক! সে তাদের খুন করেছে! সারা ইউরোপের হাজারো ইহুদি, অ-ইহুদি জমজদের। আমার বইয়ে সবই আছে।"

বেনন তার ডিমের স্যান্ডুইচটি তুলে নিয়ে এতে কামড় বসালো।

"যুদ্ধের পর সে দেশে ফিরে গিয়েছিল, জার্মানিতে।" লিবারম্যান চালিয়ে যাচ্ছে, "গুন্ডবার্গে তার পরিবার বেশ ধনী ছিল। কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবসা ছিল। বিচারে যখন তার নামও আসলো, তখন ওডেসা তাকে বের করে দক্ষিণ আমেরিকাতে নিয়ে যায়। আমরা তাকে সেখানে খুঁজে পেয়ে শহর থেকে শহরে তার পেছনে লেগে ছিলাম। বুয়েন্স আয়ার্স, বারলোখ, আসুন, সিওন। ঊনষাট থেকে সে জঙ্গলে চলে যায় ব্রাজিল এবং প্যারাগুয়ের বর্ডারের পাশে এক নদীর কাছে। প্যারাগুয়ের নাগরিকদের নিয়ে তৈরি তার একদল দেহরক্ষীও আছে। কিন্তু তাকে এখনো লোকচক্ষুর আড়ালেই থাকতে হয়, কারণ তরুণ ইহুদি ছেলেদের দলগুলো এখনো তাকে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছে। পারানার ইহুদি ছেলেদের দলগুলো এখনো তাকে ধরার চেষ্টায় আছে। পারানা নদীতে তাদের অনেককেই গলা কাটা অবস্থায় ভেসে যেতে দেখা গেছে।" লিবারম্যান থামলো। ফ্রেয়া বেননের কাছে ওয়াইনের বোতলটা চাইলে সে তার হাতে বোতলটি দিল।

"এই ছেলেটির কাছে একটি টেপ ছিল।" লিবারম্যান সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে বললো, "মিঙ্গল, একটা রেস্টুরেন্ট থেকে সাবেক এস.এস-এর লোকদের জার্মানি, ইংল্যান্ড, স্ক্যান্ডিনেভিয়া এবং আমেরিকাতে পাঠাচ্ছে, পয়ষট্টি বছরের একদল বুড়োদের খুন করতে।" সে বেননের দিকে তাকিয়ে হাসলো। "পাগলাটে, হুম? এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন, কমরেডেনভারক ও এর সাথে জড়িত যা তাদেরকে নিরাপদে রাখবে। তুমি কি আপেল পছন্দ কর, এমনটিই তারা বলে?"

বেনন চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে হাসলো, "না, আমি পছন্দ করি না।"

সে বললো, "তুমি কি টেপটি শুনেছিলে?"

লিবারম্যান মাথা নাড়লো। "না, সে ঠিক যখন আমাকে টেপটি শোনাতে যাবে তখনই তার দরজায় নক হয়, সে দরজা খুলতে যাবার পর কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির শব্দ হয় তারপর ফোনটি কেটে দেয়া হয়।"

"সঠিক সময়ে," বেনন বললো, "এটা অনেকটা ধোকা মনে হচ্ছে, তোমার কাছে কি মনে হয়? সে কে ছিল?"

লিবারম্যান কাঁধ তুলে বললো, "একটা ছেলে, আমাকে দু'বছর আগে তার ইউনিভার্সিটি, প্রিন্সটনে বক্তৃতা দিতে শুনেছিল। সে গত আগস্টে আমার কাছে এসে বলে আমার হয়ে কাজ করবে। আমার কি নতুন কর্মীর দরকার আছে? আমি শুধু পুরোনো কয়েকজনকে ব্যবহার করছি। তুমি জানো, আমার সব টাকা, সেন্টারের সব টাকা *আলজে মেইন ভিরসশ্যাকটস* ব্যাঙ্কে ছিল।"

বেনন সায় দিল।

"সেন্টার এখন আমার অ্যাপার্টমেন্টে। সব ফাইল, কয়েকটা ডেস্ক, আমি এবং আমার খাট। নিচুতলার সিঁড়ি ক্যাচ ক্যাচ করলে বাড়িওয়ালা অভিযোগ করে। নতুন কর্মী দরকার আমার শুধুমাত্র চাদা তোলার জন্য। এ ব্যাপারে ঐ ছেলেটি উৎসাহী ছিল না। তাই সে নিজের হয়েই সাও পাওলো যায়।"

"তবে আমি ঠিক তাকে বিশ্বাস করছি না।"

"আমিও তাই মনে করেছিলাম যখন তার সাথে কথা বলছিলাম। তার সব কথা ঠিকও ছিল না এসএস-এর একজনের নাম ছিল মুন্ড, সে বলেছিল সে মুন্ডের নাম আমার বই থেকে জেনেছে। কিন্তু আমি জানতাম আমার বইয়ে কোন মুণ্ড এর নাম ছিল না। আমি কোনো মুন্ডের নাম শুনি নি কখনো। তাই এটা আমাকে ঠিক বিশ্বাস করাতে পারে নি। কিন্তু...ঐ ধস্তাধস্তি শোনার পর আমি যখন তাকে ফোনে ডাকছিলাম তখন হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পাই, বেশি জোরে ছিল না কিন্তু একেবারে পরিস্কার এবং এটা হয়তো কিছুই না আবার হতেও পারে। এটা মনে হয়েছিল টেপ রেকর্ডার থেকে ক্যাসেট ডিজেক্ট করার শব্দ।"

"ইজেক্ট করা," বেনন বললো।

"ডিজেক্ট না? মানে বের করা?"

"এটা ইজেক্ট। ডিজেক্ট মানে হচ্ছে বিষণ্নতা।"

"ওহ্," লিবারম্যান বললো, "ধন্যবাদ। টেপ রেকর্ডার থেকে ক্যাসেট ইজেক্ট করা হয়েছিল, আরেকটা ব্যাপার, এটা অনেকক্ষণ নীরব ছিল মানে ফোনটা, আর যখন ধস্তাধস্তি হচ্ছিল, সেই নীরব থাকার সময়ে–" সে বেননের দিকে তাকালো, "–ফোনের মধ্য দিয়ে যেন ঘৃণা ভেসে আসছিল, সিডনি।" সে জানালো, "এমন ঘৃণা যা আমি আগে কখনো অনুভব করি নি, এমনকি যখন কোর্ট রুমে স্ট্যাঙ্গল আমার দিকে তাকিয়ে ছিল তখনও না। এটা আমার কাছে ঠিক ছেলেটির কণ্ঠের মতোই পরিস্কার মনে হচ্ছিলো, হতে পারে, সে আমাকে যা বলেছে এজন্য, কিন্তু আমি নিশ্চিত ঐ ঘৃণাগুলো ছিল মিঙ্গলের জন্য।" সে বাঁকা হয়ে বসলো, কনুইগুলো হাটুর উপর, এক হাত দিয়ে অন্য হাত মোচড়াচ্ছে।

"তুমি কি করেছিলে?" বেনন তার দিকে তাকিয়ে বললো।

লিবারম্যান সোজা হয়ে বসলো, "আমি কি করতে পারতাম, ভিয়েনাতে, ভোর চারটা বাজে। ঐ ছেলেটি যা বলেছে আমি সবই লিখে রেখেছি, পরে পড়ে তাকে পাগল মনে হয়েছে আমার। নিজেকে বলেছি, সে পাগল এবং আমিও তাই। শুধুমাত্র...ক্যাসেটটি বের করা হয়েছে আর ফোনটা কেটে দেয়া হয়েছে? মিঙ্গল নাও হতে পারে, অন্য কেউ হতে পারে। পরে ওখানে সকাল হলে আমি ইউএস অ্যাম্বাসির মার্টিন ম্যাকার্থিকে ফোন করেছিলাম। সে সাও পাওলোর পুলিশের কাছে জানালে তারা ফোন কোম্পানিতে ফোন করে বের করেছে কোথা থেকে ফোনটা করা হয়েছিল, একটা হোটেল থেকে। ছেলেটি সেই রাত থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমি এখানে প্যাচারকে ফোন করে বলেছিলাম। যদি সে ব্রাজিল গিয়ে ঐ এসএস-এর লোকদের খুঁজতো–ছেলেটি বলেছিল তারা ঐ দিন চলে যাবে–প্যাচার অবশ্য হাসে নি কিন্তু সে না করে দিয়েছে, সে প্রমাণ ছাড়া কিছু করবে না। হোটেলের বিল না দিয়ে একটা ছেলের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কোনো প্রমাণ নয়। আমি বললাম এসএস-এর লোকেরা চলে যাবে কারণ ছেলেটি বলেছিল আমি মিঙ্গলের কেসের দায়িত্বে থাকা জার্মান প্রসিকিউটরকেও কল করেছিলাম কিন্তু সে এখন নেই। যদি ফ্রিথ এখনও দায়িত্বে থাকতো তবে সে আমার কথা শুনতো, কিন্তু নতুন জনের সাথে কোনো সুযোগ নেই।" সে কানের লতি ঘষতে ঘষতে বললো, "তারা সবাই ব্রাজিল ছেড়ে চলে গেছে এর মধ্যে, যদি ছেলেটির কথা সত্যি হয়ে থাকে তাকে এখনও পাওয়া যায় নি। তার বাবা সেখানকার পুলিশদের খোঁচাচ্ছেন তার ছেলেকে খুঁজে বের করতে। ভাল লোক, বুঝতে পারছি, কিন্তু সে তার

মৃত ছেলেকে খুঁজে পাবে কিনা আমার সন্দেহ আছে।"

বেনন ক্ষমার সুরে বললো, "আমি ভিয়েনাতে একটা স্টোরি করতে পারি না, এই–"

"না, না, না।" লিবারম্যান বাঁধা দিয়ে বেননের হাটুতে একটা হাত রেখে বললো, "আমি চাইনা তুমি এই ঘটনার ওপর একটা স্টোরি কর। আমি তোমাকে যা করতে বলছি সিডনি, আমার মনে হয় এটা সম্ভব হবে আর আশা করি বেশি সমস্যা হবে না। ছেলেটি বলেছিল প্রথম খুনটি হবে পরশু দিন ষোলোই অক্টোবর। কিন্তু সে বলে নি কোথায়। তুমি কি তোমার লন্ডন অফিসে বলতে পারবে তোমাকে তাদের অন্যান্য অফিস থেকে বিভিন্ন রিপোর্ট অথবা ক্লিপিংস পাঠাতে? চৌষট্টি থেকে ছেষট্টি বছর বয়সের লোকদের খুনের অথবা দুর্ঘটনার মৃত্যুর? সাধারণ মৃত্যু ছাড়া অন্য সবই। বুধবার থেকে। শুধুমাত্র চৌষট্টি থেকে ছেষট্টি।"

বেননের চেহারা লাল হয়ে গেল, সন্দেহের চোখে লিবারম্যানের দিকে তাকালো সে।

"এটা কোন ধোকা ছিল না, সিডনি। সে এরকম করার মত ছেলে না। সে তিন সপ্তাহ ধরে উধাও, এর আগে সে নিয়মিত বাসায় চিঠি লিখতো, এমনকি হোটেল পরিবর্তন করলেও বাসায় ফোন করে তা জানাতো।"

"ধরে নিলাম, সে মৃত," বেনন বললো, "কিন্তু সে তো খুন হতে পারে এজন্য যে, সে মিঙ্গলের পেছনে লেগে ছিল। আর সবার মতোই হয়তো সেও ধরা পড়েছে? অথবা ডাকাতি হতে পারে? তার মৃত্যু প্রমাণ করে না...একটা নির্দিষ্ট বয়সের লোকদের খুন করার জন্য কোনো নাৎসি ষড়যন্ত্র চলছে।"

"তার কাছে টেপ ছিল। কেন সে আমাকে মিথ্যা বলবে?"

"হয়তো সে বলে নি। হতে পারে ঐ টেপটাই ধোকা ছিল তার জন্য। অথবা সে হয়তো ভুল বুঝেছে।"

লিবারম্যান শ্বাস ছাড়লো। "আমি জানি," সে বললো, "এটা সম্ভব। আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। এখনো মাঝে মাঝে তাই মনে হয়। কিন্তু কাউকে তো একটু চেক করে দেখতে হবে। যদি আমি না করি, তো কে করবে? যদি সে ভুল হয়, তাহলে সে হয়তো ভুলই ছিল। আমি কিছু সময় নষ্ট করলাম, সিডনি বেননকে একটু বিরক্ত করলাম। কিন্তু যদি সে সত্যি হয়, তাহলে এটা অনেক বিশাল ব্যাপার আর এটা করার পেছনে মিঙ্গলের কোন না কোন কারণ আছে। আমাকে যথেষ্ট প্রমাণ জোগার করতে হবে, যাতে প্রসিকিউটর এতে উৎসাহী হয়, এটাকে বন্ধ করা যায় শুরু হওয়ার আগেই। আরেকটি কথা বলছি, সিডনি। জানো কি?"

"কি?"

"আমার বইয়ে একজন মুন্ড আছে।" সে মাথা নেড়ে বললো, "সে যেখানে বলেছিল সেখানেই, ট্রেবলিঙ্কাতে যারা নৃশংস হত্যাকাণ্ডে ঘটিয়েছিল সেই সব গার্ডদের লিস্টে। এস.এস হপশার ফুরার আলফ্রেড মুন্ড। আমি তাকে ভুলে গিয়েছিলাম। সবার নাম কে মনে রাখতে পারে? তার সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় নি। এক মহিলা তাকে রিগায় দেখেছিল চৌদ্দ বছরের এক মেয়ের নাক ভাঙ্গতে, ফ্লোরিডার এক লোককে সে খোঁজা করে দিয়েছিল, সে এসে সাক্ষী দিতে চেয়েছিল যদি আমি তাকে ধরতে পারি। আলফ্রেড মুন্ড, ছেলেটি আরো একবার ঠিক ছিল। হতে পারে সে দ্বিতীয়বারও ঠিক হবে। তুমি কি আমাকে ক্লিপিংসগুলোর ব্যবস্থা করে দিতে পারবে? আমি খুশি হব।"

বেনন গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে ছাড়লো। "আমি দেখব কি করতে পারি।" সে কাপটা পাশে নামিয়ে রেখে জ্যাকেট থেকে কলম আর নোটবুক বের করলো। "কোন কোন দেশের কথা বললে?"

"ছেলেটা বলেছে জার্মানি, ইংল্যান্ড এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ার নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক আর আমেরিকার কথা। কিন্তু সে যেভাবে বলেছিল তাতে মনে হয় আরো কোন দেশও আছে। তুমি ফ্রান্স এবং হল্যান্ডের কথাও বলো।"

বেনন শুনে সবগুলো লিখে নিল।

"ধন্যবাদ, সিডনি," লিবারম্যান বললো, "আমি সত্যিই আনন্দিত। আমি যদি কিছু পাই, তুমিই সবার আগে জানবে। শুধু এই ব্যাপারে না, সব কিছুতেই।"

বেনন বললো, "তোমার কোনো ধারণা আছে প্রতিদিন এই বয়সের কত লোক মারা যায়?"

"খুন? দুর্ঘটনাও খুন হতে পারে?" লিবারম্যান মাথা ঝাকিয়ে বললো, "না, খুব বেশি না। আমার মনে হয় খুব বেশি না। পেশা থেকেও আমি অনেককে বাদ দিতে পারবো।"

"মানে?"

লিবারম্যান মোচগুলো আঙুল দিয়ে নাড়তে নাড়তে বললো, "কিছু না; ছেলেটি আরো কিছু বিষয় বলেছিল। শোনো–" সে বেননের নোটবুকের দিকে দেখালো "–এটা লিখে নাও, চৌষট্টি থেকে ছেষট্টি।"

"লিখেছি।" বেনন তার দিকে তাকালো, "আর কোনো কিছু?"

"তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।" লিবারম্যান কোটে হাত দিল। "আমি হামবুর্গ যাব চারটা-ত্রিশে। জার্মানিতে বক্তৃতা দেব নভেম্বরের তিন তারিখ পর্যন্ত।" সে একটা মোটা বাদামি রঙের ওয়ালেট বের করলো। "তুমি যাই পাও না কেন, আমার অ্যাপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিও যেন আমি ফিরে এলে এগুলো পাই।" সে বেননকে একটা কার্ড দিল।

"যদি তুমি খুঁজে পাও, এটা আসলেই একটা নাৎসি ষড়যন্ত্র?"

"কে জানে?" লিবারম্যান ওয়ালেটটি কোটের পকেটে রেখে দিল। "আমি একবারে একটিই পদক্ষেপ নেই।" বেননের দিকে তাকিয়ে হাসলো সে, "বিশেষভাবে এই জুতায়।" সে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বললো, "হুম, মেঘলা দিন।" তারপর তাদের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলো, "এমন দিনে তোমরা বাইরে লাঞ্চ করছ কেন?"

লিবারম্যান হাত বাড়িয়ে দিলে বেননও বাড়ালো। বাকিদের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো লিবারম্যান, "এই চমৎকার লোকটিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ক্ষমা চাইছি।"

"তুমি তাকে নিতে পারো," ডারমুট ব্রুডি জবাব দিল।

বেননকে বললো লিবারম্যান, "ধন্যবাদ, সিডনি। আমি জানতাম তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে। ওহ, শোনো," সে বেননের হাত ধরে মাথা নিচু করে আস্তে করে বললো, "তাদেরকে বলো আগামী বুধবার থেকেই যেন পাঠায়। কারণ ছেলেটি বলেছিল তারা ছয়জন যাচ্ছে আর মিঙ্গল সবাইকে যেহেতু এক সাথে পাঠাচ্ছে তো একজন হয়তো খুব বেশি সময় বসে থাকবে না। প্রথম খুনের পরই আরো অন্তত দুটো খুন হবে। যদি তারা দুজনের টিম হয়ে কাজ করে–অথবা আরো পাঁচজন যদি তারা একা একা কাজ করে, হায় ঈশ্বর! ছেলেটি যা বলেছিল যদি তাই হয়! তুমি দয়া করে আমাকে কাজটা একটু করে দাও।"

বেনন সায় দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "মোট কতগুলো খুন হবে?"

তার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল লিবারম্যান, "অনেকগুলো।" বেননের হাত ছেড়ে দিয়ে সোজা হল, তারপর বাকিদের বিদায় জানিয়ে পকেটের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল রাস্তার দিকে।

চারজনই তার পথের দিকে তাকিয়ে আছে।

"ওহ্ খোদা!" বেনন বললে ফ্রেয়া দুঃখের সাথে তার মাথা ঝাঁকালো। ডারমুট ব্রুডি কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, "কি হল, সিড?"

"আমি কি তাদের ক্লিপিংস পাঠাতে বলবো?" বেনন নোটবুক এবং কলমটি পকেটে পুরে রেখেছে। "সেখানে তিনটি অথবা ছয়টি খুন হবে। শুধুমাত্র একটাই না, পরে আরো হবে।"

পল হিজবি মুখ থেকে পাইপ বের করে বললো, "সে একেবারে ঠিক এটা একটা মজার চিন্তা। কিন্তু..."

"বাদ দাও," ফ্রেয়া বললো, "নাৎসিরা ওনাকে ফোনে ভয় দেখাত।"

বেনন তার কাপটি হাতে নিয়ে আধখানা স্যান্ডউইচ মুখে দিয়ে বলল, "তার গত আড়াই বছর জন্য খুবই কঠিন কেটেছে।"

"তার বয়স কত?" ফ্রেয়া জানতে চাইলো।

"আমি সঠিক জানি না," বেনন বললো, "ও হ্যা, আমার মনে হয় পয়ষট্টির কাছাকাছি।"

"দেখলে?" ফ্রেয়া ফলকে বললো, "নাৎসিরা পয়ষট্টি বছরের লোকদের মারছে। এটা একটা পাগলামি ছাড়া কিছুই না। মাস খানেক পরেই দেখবে, সে বলবে, তারা তাকে খুন করতে আসছে।"

ডারমুট ব্রুডি বেননের দিকে বাঁকা হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি ক্লিপিংসগুলো সত্যিই চাইবে।"

"অবশ্যই না।" ফ্রেয়া বেননের দিকে ঘুরে বললো, "তুমি করবে না, তাই না?"

বেনন ওয়াইনে চুমুক দিল, তারপর ধীরে ধীরে বললো, "আমি বলেছি আমি চেষ্টা করবো যদি আমি না করি তবে সে ফিরে এসে আমাকে শুধু বিরক্ত করবে। সেই সাথে, লন্ডন ভাববে আমি কিছুর সাথে লেগে আছি।" সে ফ্রেয়ার দিকে তাকিয়ে হাসলো, "এটা ভাবতে দিতে ক্ষতি কি?"

*

একজন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট কমিশন প্রধানের সেকেন্ড অ্যাডমিনিস্ট্র্যাটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট, পয়ষট্টি বছর বয়সে এমিল ডোরিং তার বয়সের আর সবার মতো নিজেকে অভ্যাসের দাস হতে দেয় নি। অবসর নেয়ার পর থেকে শহরের উত্তরে গ্ল্যাডব্যাকে বাস করছে, তিনি নিজের প্রাত্যহিক রুটিনের বিশেষ যত্ন নেন। তিনি সকালের পত্রিকা নির্দিষ্ট কোন সময়ে পড়েন না, আবার হাজেনে নিজের বোনের সাথেও নির্দিষ্ট কোনো দিনে দেখা করতে যান না। সন্ধ্যাগুলো বাইরেই কাটিয়ে দেন-যখন একেবারে শেষ মুহূর্তে তিনি আর বাসায় থাকতে চান না–কাছের কোনো বারে। তার পছন্দের তিনটি বার আছে, আর উনি কোনটাতে যাবেন তা পছন্দ করেন অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হওয়ার পর। কখনো দুএক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসেন আবার কখনো মাঝরাতের আগে ফিরেনই না।

ডোরিং সারা জীবনই প্রস্তুত ছিলেন তার শত্রুর জন্য আর নিজেকে রক্ষার জন্য শুধু অস্ত্রই রাখছেন এখন শুধু তা নয়, সেই সাথে নিজের গতিবিধি সব সময় যতটা সম্ভব অনিয়মিত রাখেন। প্রথমে ছিল ছোট্ট স্কুলের বড় ভাইরা, যারা তাকে তাদের বকা দেয়ার জন্য সবসময় মার দিতে চাইতো। তারপর তার সহযোদ্ধারা, তাদের অভিযোগ ছিল, উনি অফিসারদের সাথে মিশে সহজ অ্যাসাইনমেন্ট পেয়ে যেতেন, এরপর ট্রান্সপোর্ট কমিশনে তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা।

এখন তার স্বর্ণসময়ে যখন তিনি ভাবছেন অবশেষে তিনি কিছুটা শান্তি পেতে পারেন, শরীরকে একটু বিশ্রাম দিতে পারেন, পুরনো মাউজারটাকে টেবিলের ড্রয়ারে রাখতে পারেন–অথচ তিনি জানেন না এখনই তিনি আক্রান্ত হবার সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছেন।

তার দ্বিতীয় স্ত্রী ক্লারা তার চাইতে তেইশ বছরের ছোট, যে তাকে সারাক্ষণ নানা উপায়ে মনে করিয়ে দিতে ব্যস্ত যে তাদের ছেলের প্রাক্তন গৃহশিক্ষক কুত্তার বাচ্চা, উইলহেম ক্রিপ স্প্রিঙ্গারের সাথে তার সম্পর্ক আছে। যে কিনা তার চাইতেও ছোট, মাত্র আটত্রিশ বছর বয়স এবং প্রায় অর্ধেক ইহুদি। ডোরিঙের কোনো সন্দেহই নেই ক্লারা এবং ঐ ইহুদির বাচ্চা স্প্রিঙ্গার যেকোনো উপায়ে তাকে তাদের রাস্তা থেকে সরানোর চেষ্টা করবে। সে যে শুধু বিধবা হবে তা নয় ধনীও হয়ে যাবে। তার প্রায় জমানো তিন লক্ষ মার্ক আছে (যা সে জানে, এছাড়া আরো পাঁচ লক্ষ মার্ক দুটো স্টিলের বাক্সে ভরে তার বোনের বাড়ির পেছনে রেখে দিয়েছে, যা কেউ জানে না)। টাকার জন্যই ক্লারা তাকে ডিভোর্স দিচ্ছে না। যখন থেকে তারা বিয়ে করেছে তখন থেকেই সে অপেক্ষা করছে। শালি! কুত্তি!

ঠিক আছে, তুই অপেক্ষা করতে থাক। সে এখনও যথেষ্ট সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং ঐ রকম এক ডজন স্প্রিঙ্গারকে সে দেখে নিতে পারে। সপ্তাহে দুইবার জিমে যায়–প্রতিদিন একই সময়ে না এবং তার এই পয়ষট্টি বছর বয়সেও সে ম্যান টু ম্যান কুস্তিতে খুবই ভাল যদিও মেয়ে মানুষের সাথে মোটেও ভাল নয়। সে এখনও খুবই ফিট এবং তার মাউজারও। সে নিজেকে এটা বলতে পছন্দ করে যখন এই ভারি বস্তুটাকে কোটের নীচে বহন করে। সে সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি বিক্রিকারী ঐ লোকের কথা যার সাথে লরেলি বার-এ গত রাতে দেখা যায়, তার কথা রাইখমাইডারকেও বলেছে। রাইখমাইডার, খুবই ভাল লোক! সে আসলেই ডোরিং এ ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির গল্পের ব্যাপারে উৎসাহী ছিল–আটান্ন সালের টাকা আত্মসাতের গল্প শুনে প্রায় সময়ই হাসতে হাসতে টুল থেকে পড়ে যায়। প্রথম দিকে তার সাথে কথা বলাটা কিছুটা ঝামেলার ছিল–এমন দ্রুত কারো চোখ নড়ে, সে ধরেই নিয়েছে ঐগুলো কৃত্রিম–কিন্তু ডোরিং কিছুদিনের মধ্যেই তার সাথে মিশে গেল। সে তাকে শুধু আত্মসাতের গল্পই না, চৌষট্টির স্টেট ইনভেস্টিগেশন এবং জেলারম্যান স্ক্যান্ডাল এসবের গল্পও বলতো। তারপর আরো পারসোনাল ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে বলতে–পাঁচ ছয়টি বিয়ার চলে যেত আর ডোরিং এরপর ক্লারা ও স্প্রিঙ্গারকে নিয়ে কথা বলতে শুরু করলে তারপর সে মাউযার বের করে দেখাত। রাইখমাইডার বিশ্বাস করতে পারে না, সে আসলেই পয়ষট্টি বছর বয়সের।

"আমি বাজি ধরে বলতে পারি তোমার বয়স সাতান্নর বেশি নয়," সে জোর দিয়ে বললো। খুবই ভাল লোক। সে আসলেই ভাগ্যবান যে সে গ্ল্যাডব্যাকে থাকছে।

আজকে আবার সে রাইখমাইডারের সাথে দেখা করছে, তাকে আজকে 'অস্কার নো-ইট-অল ভোইঙ্কল'-এর উত্থান-পতন সম্পর্কে বলবে তাই সে আজকে লরেলি বার-এ আবার এসেছে কিন্তু নয়টা বেজে চললো, এখনও রাইখমাইডারের দেখা নেই। বাইরে অনেক ছেলেমেয়ের চিৎকার শোনা যাচ্ছে, এক মেয়ের তো বুকের অর্ধেক অংশ বেরিয়ে আছে। পুরোনো নিয়মিতদের মধ্যে ফর্স্ট, অ্যাপফেল, আরেকজনের নাম কি সেন যেন, এরা কেউ ভালো শ্রোতা নয়। আজকে যেন বুধবার নয় বরং শুক্রবার কিংবা শনিবার বলে মনে হচ্ছে। টিভিতে ফুটবল খেলা চলছে। খেলা দেখছে ডোরিং সেইসাথে ধীরে ধীরে পান করছে। মাঝে মাঝে সুন্দরী যুবতীগুলোর দিকেও তাকাচ্ছে সে। দরজার দিকেও চোখ আছে তার, এখনো ভাবছে রাইখমাইডার কথা রাখতে আসবে।

সত্যিই সে আসলো কিন্তু হঠাৎ করে এবং খুবই অদ্ভুতভাবে, তার কাঁধে হাত রেখে কানে কানে বললো, "ডোরিং, জলদি বাইরে আসো। তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।" বলেই সে বেরিয়ে গেল। তাকে বিস্মিত এবং চিন্তিত মনে হচ্ছে। ডোরিং ফ্রান্থকে ডেকে দশ টাকার নোট রেখে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলে রাইখমাইডার তাকে ইশারায় ডাকলো। তার বাম হাতে রুমাল দিয়ে বাধা, যেন সে ব্যথা পেয়েছে। তার দামি সুটে আর কাঁধে, প্যান্টে ময়লা ধূলা দেখা যাচ্ছে।

সে তার দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলে ডোরিং বললো, "হেই! তোমার কি হয়েছে?"

"তোমারই কিছু হবে, আমার না," রাইখমাইডার দ্রুত বললো, "রাস্তার পাশের ব্লকে যে বাড়িটি ভাঙছে, আজকে আমি সেখান দিয়ে আসছিলাম। তুমি কি নাম যেন বলেছিলে, যে ছোকরাটা তোমার বউয়ের সাথে ঘুরছে তার?"

"স্প্রিঙ্গার," ডোরিং বললো, "উইলহেম স্প্রিঙ্গার।"

"হ্যা, আমি জানতাম এটাই।" রাইখমাইডার ব্যাখ্যা করলো, "আমি জানতাম, আমি ভুল শুনি নি। কি ভাগ্য যে–শোনো, আমি বলছি সবই। আমি ওপাশের রাস্তা দিয়ে আসছিলাম এদিকেই হঠাৎ করেই বেগ চেপে যাওয়ায় আর ধরে রাখতে পারি নি। তাই পাশের ভাঙ্গা বিল্ডিঙে ঢুকে পড়ি, সেখানে অনেক আলো ছিল তাই আরো ভেতরে যাই। এরপর যখন কাজ শেষ করে বেরিয়ে আসছিলাম, হঠাৎ করেই দুজন লোক এসে দাঁড়ায় আমি যেখান দিয়ে ঢুকেছি সেখানে। একজন আরেকজনকে স্প্রিঙ্গার বলে ডাকলো।" একটু শ্বাস

নিল সে, "স্প্রিঙ্গার অন্য লোকটিকে বললো, 'সে এখন লরেলিতে আছে, বুড়ো কুত্তা, আমরা শালাকে আজ পিটিয়ে মারবো।' আমার মনে হল স্প্রিঙ্গার এর নামই বলেছিল! ঐটাই তো তোমার বাড়িতে যাওয়ার রাস্তা, তাই না?"

ডোরিং চোখ বন্ধ করে বড় করে শ্বাস নিয়ে রাগের চোটে একটা ঢোক গিললো।

"কখনও কখনও," সে আস্তে করে বললো, "আমি অন্য পথেও যাই।"

"ঠিক আছে, আজকে তারা তোমাকে সেই পথে আশা করছে। তারা সেখানে অপেক্ষা করছে, দুজনই, হাতে লাঠির মতো কিছু, টুপি চোখ পর্যন্ত নামানো এবং কলার তোলা। গতরাতে যেমন বলেছিলে, স্প্রিঙ্গার ঠিক তাই করছে, রাস্তায় তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি বিল্ডিংঙের ভেতর দিয়ে অন্য পথে বেরিয়ে এসেছি।"

ডোরিং আবারও দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রাইখমাইডারের কাঁধ চাপড়ে দিল, "ধন্যবাদ।"

"আমি জানি, তুমি একহাত পেছনে বাধা অবস্থায়ও ঐ দু'জনকেই শুইয়ে দিতে পারো।" রাইখমাইডার হাসি দিয়ে বললো, "অন্য লোকটা কিছুই না–কিন্তু সবচেয়ে ভাল হবে, অন্য পথে বাসায় যাওয়া। আমিও তোমার সাথে যেতে পারি, তুমি চাইলে। যদি না তুমি ঐ স্প্রিঙ্গারের হাত থেকে একেবারে মুক্তি পেতে চাও।"

ডোরিং জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।

"এটা একটা সোনালী সুযোগ, সত্যিই," রাইখমাইডার বললো, "সে তোমার ওপর অন্য আরেকদিন আক্রমণ করবে যদি তুমি না কর। এটা একেবারেই সরল। তুমি সেখানে যাবে, তারা আক্রমণ করবে"–সে ডোরিঙের কোটের দিকে তাকিয়ে হাসলো। "আর তুমি তাদেরকে সেটা করতে দাও। আমি তোমার একটু পেছনেই থাকবো, তোমার সাক্ষী দিতে পারব আর যদি কোনো বিপদ হয়ই"–সে কাছে এসে তার হোলস্টারের মাউযারটা দেখালো–"আমি তাদের ব্যবস্থা করবো আর তুমি হবে আমার সাক্ষী। দুভাবেই তুমি তার হাত থেকে নিস্তার পাবে। তোমাকে সর্বোচ্চ দু'তিনটি লাঠির বাড়ি খেতে হবে আর কি।"

ডোরিং বিস্ময় নিয়ে তাকাল রাইখমাইডারের দিকে। সে তার কোটে সেই জিনিসটা স্পর্শ করলো। "হায় খোদা।" আনন্দের সাথে বলল সে, "সত্যিই এটা ব্যবহার করবো?"

"এটা তোমার বউকে চিন্তা করার সুযোগ দিবে।" সে রুমাল দিয়ে তার হাতের ক্ষতটা মুছলো।

"হায় ঈশ্বর!" ডোরিং বললো, "আমি এমনকি এটা চিন্তাও করি নি। সে

আমার গায়ে এসে পড়বে। ওই ক্লারাকে বলবো, এরিকের শিক্ষক উইলহেম স্প্রিঙ্গারকে তোমার মনে আছে? সে রাস্তায় আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল–আমি জানি না কেন?–আর আমি তাকে খুন করেছি।" সে তার চিবুকে হাত দিয়ে শিস বাজালো, "হায় ঈশ্বর, এটা তাকেও খুন করবে।"

"তারা অপেক্ষা করে চলে যাওয়ার আগেই," রাইখমাইডার বললো, "আসো, তাই করি।"

তারা পথ ধরে দ্রুত এগিয়ে চললো। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় পুরো রাস্তা একটু পর পর উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

"কে বলেছে, পৃথিবীতে কোনো বিচার নেই, হ্যা?"

"মোটু? তুই শূয়োরেরবাচ্চা, আমি ঠিক তোর হার্টের মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে দিব।"

তারা নির্জন লিন্ড্রেনস্ট্রাস পার হয়ে আস্তে আস্তে ঐদিকে এগিয়ে গিয়ে একটা পাথরের চারতলা বিল্ডিঙের পাশে এসে দাঁড়ালো। রাইখমাইডার ডোরিংকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে এসে বললো, "তুমি এখানে থাকো, আমি যাচ্ছি, দেখি সে আরও লোক নিয়ে এসেছে কিনা।"

"হ্যা, তাই কর," ডোরিং বন্দুক বের করলো।

"আমি পথটা চিনি, আমার কাছে পেনলাইটও আছে। খুব বেশি দেরি করবো না। এখানেই থেকো।"

"তাদের কাছে ধরা পড়ে যেও না।"

সে ততক্ষণে দূরে চলে গেছে। রাইখমাইডার একটা ছোট্ট দেয়াল টপকে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ডোরিং প্রস্তুত হয়ে রইলো, ভারি মাউজারটা এতো বছর বহন করার পর আজ কাজে লাগছে। সেফটি ক্যাচ অফ করে রেডি হয়ে আছে সে। কিছুক্ষণ পরে আবার সরে রাইখমাইডার যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানে দেয়ালের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। সত্যিকারের একজন ভাল বন্ধু! সে কালকেই তাকে ডিনার করাতে নিয়ে যাবে। তাকে স্বর্ণের কিছু কিনে দেবে, সেটা কাফলিংক হতে পারে।

বন্দুক হাতে নিয়ে প্যাসেজের দিকে তাকিয়ে আছে সে আর স্প্রিঙ্গারের বুকে গুলি চালানোর কথা ভাবছে।

এরপর পুলিশের ঝামেলা মেটানোর পর–বাসায় গিয়ে ক্লারাকে বলবে, মর, কুত্তী। প্রত্রিকায় খবর ছাপা হবে। 'অবসর প্রাপ্ত ট্রান্সপোর্ট কমিশন অ্যাডমিনিস্ট্র্যাটর এর হাতে আক্রমণকারী নিহত।' তার একটা ছবি থাকবে। টিভিতে ইন্টারভিউ প্রচার হবে?

তার হঠাৎ করেই প্রস্রাবের বেগ চাপলো। সম্ভবত বিয়ারের কারনেই।

সেফটি ক্যাচ অন করে বন্দুকটা হোলস্টারে রেখে প্যান্টের চেইন খুলে দুই পা ফাঁক করে দাঁড়াল। আহ্, কি শান্তি!

"আছো, ডোরিং?" রাইখমাইডার উপর থেকে ডাকছে।

"হ্যা," সে উপরের দিকে তাকিয়ে বললো, "তুমি উপরে কি করছো?"

"উপর থেকে দেখা সহজ। নীচে থেকে ভাল করে দেখা যায় না। আমি এক মিনিটের মধ্যেই নেমে আসছি। ওখানেই থাকো। আমার আলো ফুরিয়ে গেছে, তুমি সরে গেলে খুঁজে পাবো না।"

"তুমি কি তাদের দেখেছো?"

কোনো উত্তর নেই। সে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। রাইখমাইডার কি এতোটা পথ আলো ছাড়া নামতে পারবে? সে কি স্প্রিঙ্গার এবং অন্যদের দেখেছে? জলদি রাইখমাইডার! উপরে কিছুর আওয়াজ হলে সে আবার তাকালো। পাথর বা এরকম কিছু গড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ করেই সেগুলো তার উপর এসে পড়লো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিস্মিত আর আহত হয়ে সাথে সাথেই মারা গেল সে।

*

শেষবার যখন হাইডেলবার্গে বক্তৃতা দিয়েছিল, ১৯৭০-এ, তখন পুরো অডিটরিয়াম কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। লোকজন জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন এখানে সকল আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ পাঁচশ লোকের ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে কথা বলাটা অনেক সহজ হবে, যেন কারও ঘরে বসে কথা বলার মত। মেধাবী তরুণদের সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলা যাবে। কিন্তু এখনও...

ঠিক আছে। আজকে রাতটাও অন্য সব রাতের মতোই। জার্মান শ্রোতারা, বিশেষ করে তরুণরা সবসময়ই খুবই ভাল। তারা মনোযোগ দিয়ে ইতিহাস জানতে চায়। তারা তাকে তার সেরাটা দিতে উৎসাহিত করে, অন্যদিকে আমেরিকান এবং ইংলিশ শ্রোতারা তার সাথে যুক্ত হয় না তেমন একটা, তাকে তার মুখস্ত করা লাইনগুলোই বলে যেতে দেয়। জার্মান বলাটা অনেকটা পার্থক্য করে দেয়, অবশ্যই–ডিজেক্টেড এবং ইজেক্টেড-এর মতো ঝামেলায় পড়তে হয় না, নিজের ইচ্ছেমতো শব্দ ব্যবহার করা যায়।

সে আবার বর্তমানে ফিরে এল। "শুরুর দিকে, আমি শুধু প্রতিশোধ চাইতাম।" তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকা দ্বিতীয় সারির এক তরুণীর দিকে তাকিয়ে বলছে, "আমার বাবা-মা এবং বোনের হত্যার প্রতিশোধ, আমার নিজের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কাটানো সময়গুলোর জন্য প্রতিশোধ"–সে

পেছনের সারির দিকে তাকালো "সব মৃত্যুর জন্য প্রতিশোধ, সবার সব সময়ের জন্য প্রতিশোধ। আমি কেন বেঁচে গেলাম, যদি আমি প্রতিশোধ না নিতে পারি?" সে অপেক্ষা করছে, "ভিয়েনায় অবশ্যই আরেকজন কম্পোজারের দরকার নেই। শ্রোতাদের মধ্য থেকে মৃদু হাসির শব্দ শোনা গেলে সেও হাসলো, এবার ডানদিকের শেষ মাথায় দাঁড়ানো ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললো, (ছেলেটা দেখতে অনেকটা ব্যারি কোহলারের মতো) "কিন্তু প্রতিশোধের সমস্যা হল..." সে তাকে বলছে, ব্যারির কথা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছে সে, "প্রথমত, সত্যিকারভাবে তুমি এটা কখনোই পাবে না, সে ব্যারির মত দেখতে ছেলেটির কাছ থেকে চোখ সরিয়ে সব শ্রোতার দিকে তাকালো। "দ্বিতীয়ত, যদি তুমি পারো, এটা কি কোনো কাজে আসবে?" সে মাথা নাড়লো, "না, তাই আমি এখন প্রতিশোধের চাইতেও ভালো কিছু চাই, যা পাওয়া অনেকটাই দুঃসাধ্য।" দ্বিতীয় সারির মেয়েটির দিকে আবার তাকালো সে, "আমি এখন চাই স্মৃতি।" সে সবাইকে বলল, "স্মৃতি। কিন্তু এগুলো মনে রাখা বেশ কঠিন কারণ জীবন বয়ে চলেছে, প্রতিবছর আমরা নতুন নতুন বিপদের সম্মুখীন হচ্ছি–ভিয়েতনাম, মধ্যপ্রাচ্যে সন্ত্রাসী কার্যক্রম, আয়ারল্যান্ড, আততায়ীর হাতে খুন–(চুরানব্বইজন পয়ষট্টি বছরের বুড়ো)–এই ধ্বংসযজ্ঞ বেড়েই চলেছে। দার্শনিকরা আমাদের সতর্ক করে দিয়েছে যদি আমরা অতীত ভুলে যাই, তবে আমরা আবার ধ্বংস ডেকে আনবো। এই কারণেই আইখম্যান এবং মিঙ্গলের মতো লোকদের ধরতে হবে। যেন তারা--" তার মনে পড়ল, সে কি বলেছে, "মিঙ্গল না আসলে স্ট্যাঙ্গল।" সে মাথায় হাত দিয়ে বলল, "দুঃখিত, আমি কিছু শুভেচ্ছামূলক শব্দ খুঁজছিলাম।"

তারা একটু হাসলো, কিন্তু এটা কাজে আসল না; সে আবার শুরু করল, "এই কারণেই আইখম্যান এবং স্ট্যাঙ্গলের মতো লোকদের ধরাটা গুরুত্বপূর্ণ।"

সে বললো, "যেন তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন করা যায়–শুধুমাত্র শাস্তি দেয়ার জন্য নয়, যেন সাক্ষীদের আনা যায় সামনে, পৃথিবীকে মনে করিয়ে দিতে, বিশেষ করে তোমাদের মতো যাদের তখন জন্মই হয় নি। তারা, আমার এবং তোমার চাইতে আলাদা কেউ নয়, শুধুমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতেই তারা এমন হিংস্র, বর্বরোচিত আচরণ করেছে। তাই তোমাকে"–সে আঙুল দিয়ে শ্রোতাদের দিকে দেখালো–"তুমি, তুমি এবং তুমি আর তোমরা ব্যবস্থা করবে যেন ঐ পরিস্থিতি আর কখনো মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে।"

শেষ। সে মাথা নোয়াতেই চারপাশ হাততালির শব্দে ভেসে গেল। সে অপেক্ষা করছে যতক্ষণ না তালির শব্দ সম্পূর্ণ থেমে যায়। "ধন্যবাদ।" সবশেষে সে বললো, "যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে, আমি সর্বোত্তম

চেষ্টা করব উত্তর দেয়ার।" সে চারপাশে তাকিয়ে একজনকে বাছাই করলো।

ট্রান্সটেইনার শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে সোজা হয়ে বসে আছে, হঠাৎ করেই ফুল স্পিডে চালিয়ে দিল রাস্তার পাশ দিয়ে হাটতে থাকা গাঢ় ধূসর চুলের এক লোকের দিকে। গাড়িটি যখন ঐ লোকের একেবারে কাছে চলে এসেছে, সে ঘাড় ঘুরিয়ে, হাতে ধরা ভাজ করা ম্যাগাজিনটি চোখের উপর তুলে বোঝার চেষ্টা করলো, এবং বুঝতে পেরেই পিছিয়ে গেল। গাড়ির ধাক্কায় লোকটি মাটি থেকে একেবারে উড়ে গিয়ে দূরে পড়লো। ট্রান্সটেইনার হাসতে হাসতে গাড়িটি পিছিয়ে এনে আবার রাস্তায় উঠলো, তারপর গতি বাড়িয়ে পাশের বড় রাস্তা দিয়ে বাম দিকে চলে গেল সে। রাস্তার পাশে লাগানো সাইনবোর্ডে লেখা এজবার্গ-১৪ কি.মি।

"সারাবিশ্ব থেকে ইহুদি এবং অন্যান্য সচেতন লোকদের অনুদান," লিবারম্যান বললো, "আর আমার লেখালেখি এবং লেকচার থেকে যে আয় হয়, এ থেকেই এসবের খরচ জোগার হয়।" একজনের প্রশ্নের জবাব দিয়ে, সে পেছনের সারিতে আঙুল দিয়ে আরেকজনকে দেখালো। একজন গোলাপি চেহারার তরুণী উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলে লিবারম্যান বুঝতে পারলো যে, সে ফ্রিদা মেলোনির ব্যাপারে প্রশ্ন করতে যাচ্ছে।

"আমি দেখছি," তরুণীটি বললো, "কর্তাব্যক্তিরা, যারা উচ্চপদে ছিল তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন করা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ফ্রিদা মেলোনির মতো নিচু পদের লোকদের ক্ষেত্রে কি এটা প্রতিশোধ বলে মনে হয় না, সে অনেক বছর ধরে আমেরিকার নাগরিক, তাকে সেখান থেকে টেনে তোলা হয়েছে। সে যুদ্ধের সময় যা-ই করে থাকুক না কেন, এরপর থেকে কি সে তা শোধ করার চেষ্টা করে নি? সে সেখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক ছিল। যুক্ত ছিল শিক্ষকতায়।" তরুণীটি বসে পড়লো।

মাথা ঝাঁকিয়ে কিছুক্ষণ নিরব রইল সে, এমনভাবে মোচে তা দিয়ে চিন্তা করলো যেন এর আগে কখনো এই প্রশ্নটি করে নি। তারপর বলতে শুরু করলো, "আপনাদের প্রশ্ন থেকে আমি বুঝতে পারছি আপনারা ঐ মহিলার ব্যাপারে বেশ সচেতন। সে একটি নার্সারি স্কুলের শিক্ষক ছিল, গৃহহীন শিশুদের ঘর খুঁজে দিত, ভালো গৃহিনী ছিল, এই মহিলাই পথভ্রষ্ট কুকুরের মতো হতে পারে–নিচু পদের, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের গার্ড, দোষি প্রমাণিত হবে যখন তাকে বিচারের সামনে আনা হবে, তখনই বেরিয়ে আসবে–সে

একজন খুনিও ছিল। আমি এখন আপনাদের জিজ্ঞেস করছি, ফ্রিদা মেলোনি যদি ধরা না পড়তো এবং তাকে বিচারের সামনে না আনা হত তবে কি এরকম বিস্ময়কর একটা সম্ভাবনার কথা আপনাদের মনে আসতো?"

সে চারপাশে তাকালো তারপর হাত তুলে ব্যারির মতো দেখতে ছেলেটির পাশেই বসা এক ব্লন্ড তরুণকে প্রশ্ন করতে বললো। ("মোট চুরানব্বইজন," ফোনে ব্যারির কণ্ঠটা তার মনে পড়লো, "তারা সবাই পয়ষট্টি বছরের সরকারি চাকুরে") নতুন প্রশ্ন আসলো তার দিকে এবার, "কিন্তু ফ্রিদা মেলোনির তো বিচার হয় নি এখনও।" ব্লন্ড তরুণটি বললো, "বিশ্বের অন্য কোন দেশ, এমনকি ইসরায়েলেরও কি এখন উৎসাহে ভাটা পড়ে নি, আর এই কারণেই কি আপনি ইনফরমেশন সেন্টার আবার চালু করতে পারছেন না?"

কে তোমাকে বলেছিল এই লোককে প্রশ্ন করতে দিতে, সে মনে মনে বললো, "প্রথমত, সেন্টার এখনও চলছে অস্থায়ীভাবে একটা ছোট কোয়ার্টারে। লোকজন কাজ করছে, চিঠিপত্র আসে, আমরা উপদেশ দেই। আমি আগে যেমনটা বলেছি। আমরা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অনুদানে চলি, কোনো সরকারের উপর মোটেই নির্ভরশীল নয়। দ্বিতীয়ত, এটা আসলে সত্য যে...জার্মান এবং অস্ট্রিয়ান প্রসিকিউটররা আর আগের মতো তেমন উৎসাহী নন, ইসরায়েলের অন্যান্য আরো সমস্যা আছে, কিন্তু বিচারের আশা একেবারে শেষ হয়ে যায় নি। ফ্রিদা মেলোনিকে নিয়ে আসা হবে জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে, শীঘ্রই তাকে বিচারের সম্মুখীন করা হবে। স্বাক্ষীদের পাওয়া গেছে, খুবই জটিল এবং দীর্ঘ মেয়াদী কাজ যাতে সেন্টারের অনেক সাহায্য ছিল।" সে আবার তোলা হাতগুলোর দিকে তাকালো, মেধাবী উজ্জ্বল চেহারা–হঠাৎ করেই বুঝতে পারলো সে কিসের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা স্বর্ণখনি, ঈশ্বরের দোহাই! তার সামনেই। তার সামনে পাঁচশ মেধাবী তরুণ রয়েছে, এই জার্মানিতে আর সে কিনা তার ক্লান্ত মস্তিষ্ক নিয়ে একাই খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে সব। হায় খোদা! তাদের জিজ্ঞেস কর? পাগল!

সে কারো দিকে ইঙ্গিত করলে সে নিও-নাৎসিদের ব্যাপারে প্রশ্ন করলো। "আবার নাৎসিবাদ জাগিয়ে তুলতে চাইলে দুইটি জিনিস অবশ্যই দরকারি," সে উত্তর দিল, "সামাজিক ব্যবস্থার অবক্ষয়ে যেমনটা হয়েছিল ত্রিশের দশকের শুরুতে –হিটলারের মতো নেতার আবির্ভাব ঘটেছিলো তখন। এই দুইটি জিনিসের একই সাথে আবির্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? না, বর্তমানে কোনো সম্ভাবনা নেই, আমি তেমন একটা আতঙ্কিত নই।" আবার প্রশ্ন করার জন্য হাত তুললে সে হাত তুলে বাধা দিল। "এক মিনিট, প্লিজ," বলল সে, "আমি প্রশ্ন করাটা কিছু সময়ের জন্য বন্ধ করছি–এইবার আমি উত্তর না দিয়ে

বরং একটা প্রশ্ন করবো।"

সবাই হাত নামিয়ে উৎসুক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। পাগল! কিন্তু সে কিভাবে এই মেধা ব্যবহার না করতে পারে?

দু'হাতে ডেস্কটা ধরে বড় করে শ্বাস নিল সে। "আমি," সবার দিকে তাকিয়ে বললো, "একটি সমস্যা সমাধানে আপনাদের সাহায্য নিতে চাই। একটা তত্ত্বীয় সমস্যা যা আমার এক বন্ধু আমাকে বলেছে। আমি এটার সমাধানের ব্যাপারে খুব চিন্তিত। এতোটাই যে, আমি একটু চিট করতে চাই, আপনাদের সাহায্য লাগবে এতে।" সবাই একটু হাসলো, "এই বিশাল ইউনির্ভাসিটির ছাত্ররা এবং তাদের বন্ধুরা ছাড়া আর কে আমাকে বেশি সাহায্য করতে পারবে?" সে ডেস্ক ছেড়ে দাঁড়ালো, "আমি আপনাদেরকে সাউথ আমেরিকার কমরেড অর্গানাইজেশনের কথা বলেছি।" সে বললো, "ডাঃ মিঙ্গল সম্পর্কেও। আমার বন্ধুটি যে সমস্যার কথা বলেছে, তা হলো, অর্গানাইজেশন এবং ডাঃ মিঙ্গল মিলে ঠিক করেছে, তারা একদল লোককে খুন করতে ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশে পাঠাবে। সঠিকভাবে বললে, চুরানব্বই জন আর তাদের সবার বয়স পয়ষট্টি এবং সরকারি কর্মকর্তা। এই হত্যাকাণ্ড চলবে আড়াই বছরেরও বেশি সময় ধরে, এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। সেটা কি? আপনারা কি আমাকে এর কোনো উত্তর দিতে পারবেন? কেন কমরেড অর্গানাইজেশন এবং ডাঃ মিঙ্গল এই লোকদের মৃত্যু চায়?"

শ্রোতারা অনিশ্চিতভাবে বসে আছে। তাদের মধ্যে থেকে গুঞ্জন শোনা গেল। একপাশে শোনা গেল একজনের কাশির শব্দ।

ডেস্কটা শক্ত করে ধরে বললো সে, "আমি আপনাদের সাথে কৌতুক করছি না। আমাকে এই সমস্যাটি দেয়া হয়েছে। আমার যুক্তিবিদ্যার অনুশীলন করতে। আপনারা কি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?"

তারা একজন আরেকজনের দিকে ঝঁকে গেল, গুঞ্জনটা ক্রমশই তীব্রতর হচ্ছে, সবাই চেষ্টা করছে কারণ খুঁজে পাবার।

"চুরানব্বই জন মানুষ," ধীরে ধীরে আবার বললো সে, "বয়স পয়ষট্টি, সরকারি কর্মকর্তা। বিভিন্ন দেশে, সময় আড়াই বছর।"

একটি হাত উঠলো, তারপর আরেকটি।

সে প্রথম হাতটিই বেছে নিল–কয়েক সারি পেছনে মধ্য হতে বাম দিকের ছেলেটি।

"হ্যা, বলুন?"

নীল সোয়েটার গায়ে দেয়া ছেলেটি উঠে দাঁড়ালো। "সবাই গুরুত্বপূর্ণ

দায়িত্বে রয়েছে," উচ্চস্বরে বললো সে, "তাদের মৃত্যু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামাজিক ব্যবস্থার অবক্ষয় ঘটাবে, যার কথা আপনি বলছিলেন একটু আগে, যা নাৎসিবাদের পুনর্জন্মের জন্য সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে দেবে।"

সে মাথা নাড়লো, "না, আমি তা মনে করি না। এইসব উচ্চপদের কর্মকর্তাদের খুন কি এতো দীর্ঘ সময় ধরে চলতে পারে, প্রায় আড়াই বছর, ধরে, কোনো দৃষ্টি আকর্ষণ বা তদন্ত ছাড়াই? না, তারা নিশ্চয়ই কিছুটা নিচু সারির সরকারি কর্মকর্তা। পয়ষট্টি বছর বয়সে তাদের বেশির ভাগেরই অবসর নেবার সময় হয়ে গেছে, তাই তাদেরকে এখন তাদের কাজ থেকে সরিয়ে দেয়াটাই এই খুনের কারণ হতে পারে না।"

"তাদেরকে খুন করতেই বা হবে কেন?" ডানপাশ থেকে একজন বললো, "তারা তো কিছুদিন পর এমনিই মারা যাবে।"

সে সায় দিল। "ঠিক, তারা স্বাভাবিকভাবেই যদি মারা যাবে তাহলে কেন তাদেরকে খুন করতে হবে? সেটাই আপনাদের আমি জিজ্ঞেস করছি।" সে দ্বিতীয় ছেলেটিকে বলতে বললো, এখন আরো কয়েকজনের হাত দেখা যাচ্ছে। একজন লম্বা লোক উঠে বললো, "অনেক পরিবারহীন নাৎসি সমর্থক রয়েছে যারা নাৎসি গ্রুপগুলোকে রক্ষার জন্য তাদের জীবন দেবে। তারাই এই খুনগুলো করবে টাকার জন্য। এখন না হোক, পাঁচ দশ বছর পর তাদের টাকার দরকার হবে।"

"এটা সম্ভব," বললো সে। "যদি এটা ঠিক খাপ খায় না। যেমনটা আমি আগেই বলেছি। কমরেড অর্গানাইজেশন প্রচুর সম্পদের মালিক, যা তারা যুদ্ধের আগে ইউরোপ থেকে পাঁচার করেছে।" সে পকেট থেকে কলম বের করলো, "যদিও, এটা একটা কারণ হতে পারে।" ডেস্কের ওপর তার একটা কার্ড উল্টে তাতে লিখলো : 'অর্থ?'

কলম তুলে ডান দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

চশমা পরা বাদামি লম্বা চুলওয়ালা এক যুবতী উঠে দাঁড়ালো, "আমার কাছে যেটা মনে হয়, এই লোকগুলো নাৎসি বিদ্বেষী হতে পারে। অবশ্যই তাদের মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে। তারা এমন কোন আন্তর্জাতিক ইহুদিদলের সদস্য হতে পারে যারা কমরেড অর্গানাইজেশনের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"এমন কোন দল থাকলে আমি জানতাম," সে বললো, "আমি কোথাও কোনো দলের কথা শুনি নি যাদের সব সদস্যের বয়স পয়ষট্টি।" যুবতীটি দাঁড়িয়েই রইলো। "হতে পারে তাদের এখনকার পয়ষট্টি বছর বয়স গুরুত্বপূর্ণ নয়।" সে বললো, "যোগাযোগটা হতে পারে তাদের যুবক বয়সের সাথে, যখন তারা বিশ বা ত্রিশ বছর বয়সের ছিল। হয়তো তারা কোনো সামরিক

বাহিনীর সাথে যুক্ত ছিল, এখন তাদেরকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য খুন করা হচ্ছে।"

"কিছু লোক জার্মান," সে বললো, "আর কিছু ইংরেজ এবং আমেরিকান। যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ ছিল যে সুইডেন সেখানকারও কিছু রয়েছে।"

"জাতিসংঘের কোনো দল হতে পারে," কেউ একজন বললো।

"এটা একটা ভাল পয়েন্ট," সে জবাব দিয়ে যুবতীটির দিকে তাকালো। ততক্ষণে সে বসে পড়েছে! "মানে, তাদের পয়ষট্টি বছর বয়সটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ধন্যবাদ," সে লিখলো : তরুণ বয়সের সাথে সম্পর্ক?

কেউ একজন বললো, "তাদের সবাই কি সে-সব দেশেই জন্ম নেয়া, নাকি অন্য কোথাও থেকে গেছে?"

সে তাকালো, "আরেকটা ভাল পয়েন্ট। আমি জানি না। সম্ভবত তারা ঐসব দেশেই জন্ম নিয়েছে।"

"কোথায় জন্মেছে?"

সে লিখলো। "খুবই ভাল, চালিয়ে যান।"

আরেক জনকে নির্দেশ করলে ছেলেটা বসে থেকেই বললো, "আপনাকে সাহায্য করে এমন লোক আছে। আপনার প্রধান অনুদানকারীরা হতে পারে।"

"তুমি তোষামোদ করছো। আমি এতটা গুরুত্বপূর্ণ নই আর আমার চুরানব্বই জন অনুদানকারীও নেই।"

ব্যারির মতো দেখতে ছেলেটি বললো, "কবে থেকে আড়াই বছর সময়কাল শুরু হবে, স্যার?"

"দুই দিন আগে শুরু হয়ে গেছে।"

"তাহলে তা শেষ হবে, ১৯৭৭-এর বসন্তে। ঐ সময়ে কি কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ঘটার কথা রয়েছে? হতে পারে এই খুনগুলো তাদের শক্তির মহড়া, অথবা সাবধানবাণী।"

"কিন্তু নির্দিষ্টভাবে এই লোকগুলোই কেন? তবে এটাও ভাল কারণ। কেউ কি এমন কোনো ঘটনার কথা জানো যা ১৯৭৭-এর বসন্তে হবে?" সে চারপাশে তাকালো। সবাই নিস্তব্ধ, মাথা নাড়ল।

"আমার গ্র্যাজুয়েশন," কেউ একজন বললে সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সেইসাথে তালি দিতে থাকলো।

বসন্ত, ৭৭?

সে লিখলো এবং হেসে আরেকজনকে ইঙ্গিত করল বলতে। নীল সোয়েটার পরা ছেলেটি আবার উচ্চস্বরে বললো, "ঐ লোকগুলো উচ্চপদে নেই, কিন্তু তাদের ছেলেরা, তারা প্রায় চল্লিশে। এই লোকগুলোকে খুন করা হবে যেন তারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে যোগ না দিয়ে তাদের বাবার শেষকৃত্য

অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

চারপাশে অবজ্ঞা, উপহাস আর শিস দেয়ার শব্দ শোনা গেল।

"এটা কিছুটা দূরকল্পনা," সে বললো, "কিন্তু এটাও চিন্তা করার মত বিষয় হতে পারে। সেই লোকগুলো কি কোনো গুরুত্বপূর্ণ লোকের বন্ধু বা সহযোগী?"

সে লিখলো : সম্পর্ক?

বন্ধু?–

আরেকজনকে ইঙ্গিত করলো।

ব্লন্ড তরুণ ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বললো, "হের লিবারম্যান, এটা কি সত্যিই একটি তত্ত্বীয় সমস্যা।"

এই ছেলেটিকে আর সুযোগ দেয়া যাবে না। অডিটরিয়াম জুড়ে নীরবতা।

"অবশ্যই," বললো সে।

"তাহলে আপনি আপনার বন্ধুকে আরো কিছু তথ্য দিতে বলুন," সে বললো, "এই চুরানব্বই জন লোকের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত তথ্য ছাড়া হাইডেলবার্গের সেরা মাথারাও এই সমস্যার সামাধান করতে পারবে না। এই তথ্য দিয়ে এখন আমরা শুধু অন্ধকারে ঢিল ছুড়তে পারি।"

"ঠিক বলেছেন," বললো সে, "আরো তথ্য দরকার, কিন্তু আন্দাজ করাটাও সাহায্য করবে, সম্ভাব্য কারণগুলো বের করা সম্ভব।" চারপাশে তাকালো, "কারো কাছে কি আর কোনো আইডিয়া আছে?"

বাম দিকের শেষ মাথায় একজনের হাত উঠলে সে বলতে বলল।

একজন বয়স্ক লোক উঠে দাঁড়ালো, চুলগুলো সব সাদা। কোনো ফ্যাকাল্টি মেম্বার অথবা কোনো ছাত্রের দাদা-নানা কেউ হবে। তার সামনের সিটের দিকে ঝুঁকে বললো, "এখন পর্যন্ত কেউ, এই সমস্যার সাথে ডাঃ মিঙ্গলের জড়িত থাকার কথাটা বিবেচনা করে নি। যদি এটা শুধু কোন রাজনৈতিক সমস্যা হত, তবে তা কমরেড অর্গানাইজেশন একাই সামাল দিতে পারতো তাকে ছাড়া, তাহলে কেন তাকে এই খুনগুলোর সাথে যুক্ত করা হল? তাকে যুক্ত করা হয়েছে। অবশ্যই তার মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্যে। এজন্যই এই খুনগুলোর সাথে চিকিৎসাশাস্ত্রের কোনো সম্পর্ক রয়েছে এমনটা ধারণা করছি। তারা হয়তো নতুন উপায়ে খুন করার কৌশল আবিষ্কার করেছে। এই লোকগুলোকে বাছাই করা হয়েছে নিখুঁতভাবে, কারণ তারা বয়স্ক, গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং নাৎসিদের জন্য কোনো সমস্যা নয়। কোনো গোপন পরীক্ষাই এই আড়াই বছর ব্যাপ্তিকালকে ব্যাখ্যা করতে পারে। ১৯৭৭-এর বসন্তে হয়তো সত্যিকারের খুন শুরু হবে।" সে বসে পড়লো।

লিবারম্যান কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর বললো, "ধন্যবাদ,

স্যার," সকল শ্রোতাকে উদ্দেশ্য করে বললো, "আমার মনে হয়, এই ভদ্রলোকটি আপনাদের প্রফেসর।"

"হ্যা," কয়েকজনকে বলতে শোনা গেল এবং গেইরাশ নামটিও শোনা গেল গুঞ্জনের মধ্যে। "এম. কেন?"

সে লিখলো–তারপর ঐ লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো, "আমি মনে করি না, সরকারি কর্মচারিদের নিয়ে কোনো এক্সপেরিমেন্ট করা হবে শুধুমাত্র, এছাড়া দক্ষিণ আমেরিকায় না করে এখানে কেন? কিন্তু ডা: মিঙ্গলের জড়িত থাকার কথাটি ঠিক ধরেছেন। আর কেউ কি কিছু ভাবছে?" সে চারদিকে তাকালো।

সবাই চুপ।

"চুরানব্বই জন লোকের খুনের সাথে মেডিকেল সম্পর্কিত কোনো কারণ রয়েছে?" সে লম্বা চুলের তরুণীটির দিকে তাকালে সে মাথা ঝাঁকালো।

ব্যারির মত দেখতে ছেলেটিও মাথা ঝাঁকালো, এবং নীল সোয়েটার পরা ছেলেটিও তাই করলো।

সে দ্বিধাবোধ করে অবশেষে ব্লন্ড লোকটির দিকে তাকালে, সেও তার দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা ঝাঁকালো।

ডেস্কের উপর রাখা কার্ডের দিকে তাকালো সে।

অর্থ?

তরুণ বয়সের সাথে সম্পর্ক?

কোথায় জন্মেছে?

৭৭-এর বসন্তে?

সম্পর্ক? বন্ধু?

এম. কেন???

শ্রোতাদের দিকে ফিরে বললো সে "ধন্যবাদ, আপনারা সমস্যাটির সমাধান করতে পারেন নি কিন্তু এমন কিছু সম্ভাবনার কথা বলেছেন যা আমাকে সমাধান করতে সাহায্য করবে। তাই আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা এখন আবার আপনাদের প্রশ্নে ফিরে যাচ্ছি।"

হাত উঠলে সে একজনকে বলতে বললো।

ব্যারির মতো দেখতে ছেলেটির পাশ থেকেই এক তরুণী উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "হের লিবারম্যান, মোশে গোরিন এবং ইহুদি সমর্থকদের ব্যাপারে আপনার মতামত কি?"

"আমার রাবি গোরিনের সাথে কখনো দেখা হয় নি, তাই তার ব্যাপারে কিছু বলতে পারবো না।" সে সাথে সাথে যোগ করলো, "কিন্তু তার তরুণ

ইহুদি সমর্থকদের ব্যাপারে...যদি তারা শুধুই সমর্থন করে, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু, কেউ যদি বলে তারা আক্রমণ করছে। তাহলে তা ঠিক হবে না।"

রূপালি চুলো হেজেন, রোদের আলোয় ঘামতে ঘামতে, বড় বাইনোকুলার তুলে নীল চোখে তাকিয়ে হ্যাট মাথায় খালি গায়ে এক লোককে সবুজ বাগানের উপর দিয়ে মেশিন দিয়ে লনের ঘাস কাটতে দেখছে। একটা খুঁটিতে আমেরিকান পতাকা লাগানো, এর সামনের বাড়িটি, সুন্দর ছিমছাম গ্লাস এবং লাল কাঠের তৈরি। হঠাৎ করেই লোকটি এবং ঘাস কাটার মেশিনের জায়গায় কমলা রংয়ের আগুন এবং কালো ধোয়া দেখা গেল, আর অনেক দূর থেকে শোনা গেল বিস্ফোরনের শব্দ।

অধ্যায় ৩

পশ্চিম দিকের দেয়াল জুড়ে রয়েছে ফুয়েরা'রের পোর্ট্রেইট, তার নিজের কিছু ছবি এবং নানা স্মারক। এছাড়া দক্ষিণের দেয়ালের দুই জানালার মাঝখানে এবং পূর্বদিকে দেয়ালের দুইপাশে যতটুক জায়গা আছে তাতে তার পারিবারিক ছবি। সে উত্তর দিকের দেয়ালটি খালি করিয়েছে, সেই দিকের দেয়ালে কোমর পর্যন্ত কাঠের ছাচ লাগানো। তার ওপরে গাঢ় ধূসর বর্নের ওয়ালপেপার নানা জায়গায় ছেঁড়া। কোট স্ট্যান্ডে দুটি কোট ঝুলছে। একটি গাঢ় আরেকটি হালকা রংঙের। কাঠের অংশটুকু সম্প্রতি হালকা ধূসর রং করা হয়েছে। সেই দেয়ালের রং শুকিয়ে যাবার পর রিও থেকে একজন সাইন-পেইন্টারকে উড়িয়ে আনা হয়েছে।

সাইন-পেইন্টার লোকটি কালো রংয়ের দাগগুলো এবং অক্ষরগুলো বেশ সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছে, যদিও প্রথম দিকে তার কাজে বেশ ভুল ছিল। সে বানানগুলো ব্রাজিলিয়ান বানানে লিখে ফেলেছিল। তারপর থেকে চারদিন ধরে মিঙ্গল নিজে ডেস্কের পেছনে বসে দেখেছে, নির্দেশনা দিয়েছে এবং ভুল হলে তা শুধরে দিয়েছে। সে আসলে তারপরও সাইন-পেইন্টারটিকে পছন্দ করতে পারে নি, তবে পরের দিন খুশিই ছিল সে, এই ভেবে যে, নির্বোধটাকে প্লেন থেকে ছুড়ে ফেলা হবে।

সব কাজ শেষ হবার পর বিভিন্ন জার্নালে ভর্তি লম্বা টেবিলটি দেয়ালের পাশে বসানো হয়েছে। মিঙ্গল তার লোহা এবং চামড়ায় তৈরি চেয়ারটিতে বসে চার্টটির দিকে তাকালো, যেটা সে তৈরি করিয়েছে। চুরানব্বইটি নাম, প্রত্যেকের দেশের নাম, তারিখ এবং তাতে দাগ দেয়ার জন্য তিন সারিতে একটি ছোট চারকোণা ঘর রাখা হয়েছে। সেখানে সবগুলো নাম আছে, ১. ডোরিং- ১৬/১০/৭৪ থেকে শুরু করে , ৯৪. আহারুন-কানাডা-২৩/০৪/৭৭ পর্যন্ত। সে প্রতিটি ঘরে দাগ দেয়ার কথা চিন্তা করলো। সবগুলো দাগ সে নিজেই দেবে, অবশ্যই কালো অথবা লাল কালি দিয়ে।

সে চেয়ারে বসে দুলতে দুলতে ফুয়েরারের ছবির দিকে তাকিয়ে হাসলো। "আপনি নিশ্চয়ই কয়েকদিনের জন্য একপাশে থাকতে মন খারাপ করবেন না, নাকি করবেন, আমার ফুয়েরার? অবশ্যই না, আপনি এমনটি করতেই পারেন না।"

তারপর থেকে তার আর কিছুই করার ছিল না অপেক্ষা করা ছাড়া

নভেম্বরের এক তারিখ পর্যন্ত, সেদিনই হেডকোয়ার্টারে তাদের ফোন আসে।

সে নিজেকে ল্যাবরেটরিতে ব্যস্ত রাখলো। সেখানে সে ব্যাঙের নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোম প্রতিস্থাপন করা যায় কি না, তাই নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে।

একদিন আসুন সিওন উড়ে গেল চুল কাটাতে এবং এক পতিতার সাথে সময় কাটাতে। সেখানে লা ক্যালেন্ডারিয়াতে ফ্লাজ শিফের সাথে বেশ ভাল ডিনারও করলো।

অবশেষে সেই দিন এসে গেল–চমৎকার একটি দিন। এতোটাই উজ্জ্বল ছিল যে, সে তার স্টাডির পর্দা লাগিয়ে দিল। হেডকোয়ার্টারের ফিক্রোয়েন্সিতেই রেডিও চালু করা আছে, পাশেই কলম এবং প্যাড রাখা। গ্লাস বসানো ডেস্কের উপর একটি তোয়ালে বিছানো, তাতে লাল রংয়ের একটি ক্যান, একটি পাতলা ব্রাশ এবং কোরোসিনের একটি ক্যান আছে। পাশের দেয়ালেই প্রথম সারির নামগুলো, পাশে একটি মই।

দুপুরের কিছু পর থেকে সে অধৈর্য হয়ে পড়লো, তখনই হঠাৎ করে প্লেনের আওয়াজ শুনতে পেল যা ক্রমশই বাড়ছে। হেডকোয়ার্টারে প্লেনের আওয়াজ তার মানে খুব ভাল অথবা খুব খারাপ খবর। সে দ্রুত স্টাডি থেকে বেরিয়ে হল পেরিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো, সেখানে কয়েকজন চাকর কাজ করছে। সে ঘুরে বাড়ির পেছন দিকে চলে গেল। প্লেনটি গাছের ওপর দিয়ে উড়ে গেলে চাকরদের ঘর, ব্যারাক এবং জেনারেটর ঘর এসব পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল সে। প্লেনটি ল্যান্ড করার শব্দ শোনা যাচ্ছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে ভ্রু এবং গাল মুছতে মুছতে এগিয়ে গেল। প্লেন কেন, রেডিও কেন নয়? খারাপ কিছু কি ঘটেছে? সে নিশ্চিত, লিবারম্যান। ঐ আবর্জনাটি কি সবকিছু শেষ করে দিয়েছে? যদি তাই হয় তবে সে নিজে উড়ে যাবে ভিয়েনা এবং তাকে খুঁজে বের করে খুন করবে। বেঁচে থাকার আর কি থাকবে তার?

সে এয়ারস্ট্রিপের পাশে এসে দাঁড়ালো। লাল-সাদা রংয়ের দুই ইঞ্জিনের প্লেনটি ধীরে ধীরে তার ছোট রুপালি-কালো প্লেনটির পাশে গিয়ে থামলো। দুইজন গার্ড পাইলটের সাথে তর্ক করছে, পাইলটটি হাত তুলে তার দিকে তাকালে সে সায় দিল। আরেকজন গার্ড শিকলে বাধা একটা প্রাণীকে শান্ত করার চেষ্টা করছে।

প্লেনের দরজা খুলে গেল, একজন গার্ড লম্বা হালকা নীল সুট পরা এক লোককে নামতে সাহায্য করছে।

কর্নেল সাইবার্ট! তাহলে নিশ্চয়ই খারাপ খবর।

সে ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে আসছে।

কর্নেল তাকে দেখে হাত নেড়ে তার দিকে আসতে থাকলো। তার হাতে একটি লাল শপিংব্যাগ।

মিঙ্গল দ্রুত এগিয়ে গেল, "কোনো খবর?"

কর্নেল সায় জানিয়ে বললো, "হ্যা, ভাল খবর!"

ধন্যবাদ ঈশ্বর! সে বললো, "আমি চিন্তিত ছিলাম!"

তারা হাত মেলালো। নরডিক চেহারার এবং সাদা ব্রন্ড চুলের সুদর্শন কর্নেল তার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললো, "সব সেলসম্যানই খবর পাঠিয়েছে।"

অক্টোবর মাসের সব কাস্টমারের সাথে দেখা হয়েছে। চারজনের সাথে নির্দিষ্ট দিনে, দুজনের সাথে একদিন আগে এবং আরেকজনের সাথে একদিন পর।

মিঙ্গলের হৃদয় শান্ত হল। "ঈশ্বরের কৃপা! প্লেন আসায় আমি খুবই চিন্তিত ছিলাম।"

"আমারই এমন সুন্দর দিনে একটু উড়বার ইচ্ছা করলো," কর্নেল বললেন।

তারা একসাথে হাটছে।

"সাতজনই?"

"সাতজনই, কোনো সন্দেহ নেই।" কর্নেল শপিংব্যাগটি তার দিকে এগিয়ে দিল। "এই রহস্যজনক প্যাকেটটি অস্ট্রেইচার পাঠিয়েছে, তোমার জন্য।"

"ওহ্," মিঙ্গল ব্যাগটি হাতে নিয়ে বললো, "ধন্যবাদ। এটা রহস্যজনক কিছু নয়। আমি তাকে সিল্কের কাপড় পাঠাতে বলেছিলাম। আমার একজন চাকর তা দিয়ে শার্ট তৈরি করে দেবে। তুমি কি লাঞ্চ পর্যন্ত থাকবে?"

"আমি পারবো না," কর্নেল বললো, "বিকেল তিনটায় আমার নাতনির বিয়ের রিহার্সালে অংশ নিতে হবে। তুমি কি জানো, সে আর্নস্ট রালিংয়ের নাতিকে বিয়ে করছে? আগামীকাল। তবে আমি কফি খাব, কিছুক্ষণ কথা বলবো।"

"আমার চার্ট দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।"

"চার্ট?"

"দেখবে?"

চার্ট দেখে কর্নেল খুশিই হল, "চমৎকার! এটা নিশ্চয়ই তুমি নিজে কর নি?"

শপিং ব্যাগটি ডেস্কের উপর নামিয়ে রেখে বললো, "ঈশ্বর, না, আমি দাগগুলো দিতে পারবো কিনা তাই নিয়ে সন্দিহান! রিও থেকে একজনকে

উড়িয়ে এনেছিলাম।"

কর্নেল তার দিকে ঘুরলো, বিস্মিত।

"চিন্তা কোরো না," মিঙ্গল হাত তুলে তাকে আশ্বস্ত করে বললো, "বাড়িতে ফেরার পথে সে একটা দুর্ঘটনায় পড়েছে।"

"খুবই খারাপ নিশ্চয়ই," বললো কর্নেল।

"খুবই।"

তাদেরকে কফি দেয়া হল। কর্নেল ফুয়েরারে'র ছবির দিকে তাকিয়ে সোফায় বসে কাপে চুমুক দিল। "তারা সবাই নিজেদের অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছে।" কর্নেল বললো, "শুধুমাত্র হেজেন ছাড়া, সে একটা ক্যাম্পিং ট্রাক কিনেছে। আমি তাকে প্রতি সপ্তাহে একবার ফোন করতে বলেছি।"

"লোকগুলো যেদিন খুন হয়েছে, সেদিনের তারিখ রেকর্ড রাখার জন্য আমার দরকার," মিঙ্গল বললো।

"অবশ্যই," কর্নেল কাপটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলো। "আমি সবগুলো তারিখ টাইপ করে নিয়ে এসেছি।" বলে সে জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকালো।

মিঙ্গল তার কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে কর্নেলের হাত থেকে ভাজ করা কাগজটি নিল। কাগজটি খুলে পড়তেই তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে গেলো, সে বললো, "সাতজনের মধ্যে চারজনই নির্দিষ্ট দিনে!"

"তারা পাকা লোক," কর্নেল বললো, "জিমার এবং মুন্ডের পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্ট শীঘ্রই। ফার্নবাখ একটু বেশিই প্রশ্ন করে।"

"আমি জানি," মিঙ্গল বললো, "আমি যখন ব্রিফ করছিলাম তখনও সে আমাকে সমস্যায় ফেলেছে।

"আমার মনে হয় না সে আর এরকম করবে, আমি তাকে বকে দিয়েছি।" কর্নেল বললো।

"ঠিক আছে," মিঙ্গল তার কাগজটি ভাজ করে টেবিলের একপাশে রেখে কফিতে চুমুক দিল।

"কর্নেল রুডেল আমাকে ফোন করেছিল গতকাল সকালে," বললো কর্নেল, "সে এখন কোস্টা ব্রাভাতে আছে।"

"ওহ্?" মিঙ্গল মুহূর্তের মধ্যেই বুঝে ফেললো, স্বয়ং কর্নেলের উড়ে আসার মাহাত্ম্য। এটাই অন্যতম কারণ। "সে কেমন আছে?" জিজ্ঞেস করলো এবার।

"ভাল," কর্নেল বললো, "কিন্তু একটু চিন্তিত। সে গুন্টার ওয়েনজলারের কাছ থেকে তাকে সতর্ক করে লেখা একটি চিঠি পেয়েছে, ইয়াকভ লিবারম্যান সম্ভবত আমাদের অপারেশনের পেছনে লেগেছে। লিবারম্যান দুই সপ্তাহ আগে

হাইডেলবার্গে বক্তৃতা দিয়েছে। সে তার শ্রোতাদের একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল। ওয়েনজলারের এক বন্ধুর মেয়ে সেখানে ছিল।"

"লিবারম্যান আসলে কি জিজ্ঞেস করেছিল?"

কর্নেল মিঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বললো, "কেন আমরা তুমি এবং ওরা পয়ষট্টি বছরের চুরানব্বই জন লোককে খুন করবো?"

"তাহলে নিশ্চয়ই সে জানে না," মিঙ্গল বললো, "আমি নিশ্চিত, কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারে নি।"

"রুডেলও নিশ্চিত," কর্নেল বললো, "কিন্তু সে জানতে চেয়েছে, লিবারম্যান কিভাবে জানলো। এটা তোমাকে তেমন একটা বিস্মিত করে নি, মনে হয়।"

মিঙ্গল কফিতে চুমুক দিয়ে বললো, "আমেরিকানটি ওই টেপটি শুনতে পারে নি, আমরা যখন তাকে ধরি তখন সে লিবারম্যানের সাথে কথা বলছিল।" সে কাপটি নামিয়ে রেখে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

কর্নেল মিঙ্গলের দিকে ঝুঁকে বললো। "তুমি আমাদের জানাও নি কেন?"

"আমি ভয় পাচ্ছিলাম, তোমরা অপারেশন পিছিয়ে দিতে পার, যদি লিবারম্যান কোনো তদন্ত চালায়।"

"ঠিকই ধরেছ। আমরা এটাই করতাম," কর্নেল বললে, "তিন অথবা চার মাস এতে কি খুব ক্ষতি হত?"

"এমনটা করলে ফলাফল পাল্টে যেত। বিশ্বাস কর, সত্যিই, কর্নেল। যে কোন সাইকোলোজিস্টকে জিজ্ঞেস করে দেখ।"

"তাহলে আমরা প্রথম কয়েকজনকে বাদ দিয়ে বাকিদের খুন করতে পারতাম।"

"এতে করে ফলাফল বিশ ভাগ কমে যেত! প্রথম চার মাসে আঠারো জন লোক রয়েছে।"

"কিন্তু তোমার কি মনে হয় না, ফলাফল এতে করে আরো কমে যাবে?" কর্নেল জানতে চাইলো, "লিবারম্যান কি শুধুমাত্র ছাত্রদের সাথে কথা বলছে? আমাদের লোকেরা আগামীকালই ধরা পড়তে পারে! এতে করে ফলাফল নব্বই ভাগ পর্যন্ত কমে যেতে পারে।"

"প্লিজ, কর্নেল," মিঙ্গল বাধা দিল। "আমি যেমনটা বলেছি, ঠিক তেমন ফলাফলই পাওয়া যাবে," বললো সে, "কর্নেল, থামুন, এক মুহূর্তের জন্য ভাবুন। যদি কেউ তার কথা শুনতো তবে কি সে ছাত্রদেরকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো? লোকেরা সবাই বেরিয়ে পড়েছে, তাই না? তাদের কাজ করছে। অবশ্যই লিবারম্যান অন্যদেরকেও বলবে হয়তো ইউরোপের সব পুলিশ এবং প্রসিকিউটরকে বলবে! কিন্তু সবাই তাকে অবজ্ঞা করবে। তারা আর কিইবা

করতে পারে? একটা বুড়ো নাৎসিবিদ্বেষী যখন তাদেরকে একটি অবাস্তব গল্প শোনাবে, যার পেছনে কোনো প্রমাণ নেই। আমি এটা মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

"তোমার সিদ্ধান্ত নিয়ে কথা হচ্ছে না," কর্নেল বললো, "তুমি আমাদের ছয়জন লোককে বিপদের মুখে ফেলে দিয়েছে, আমরা সেটা নিয়ে কথা বলছি।"

মিঙ্গল উঠে গিয়ে ডেস্ক থেকে একটি সিগারেট নিয়ে ধরালো।

কর্নেল কাপে চুমুক দিয়ে কাপটি নামিয়ে রেখে বললো, "রুডেল আজকে সবাইকে ফোন করে ফিরিয়ে আনতে বলেছিল।"

মিঙ্গল ঘুরে দাঁড়ালো। "আমি বিশ্বাস করতে পারছি না," সে বললে কর্নেল সম্মতি জানালো। "সে অফিসার হিসেবে সব দায়িত্ব গুরুত্ব সহকারে নেয়।"

"একজন আর্য হিসেবেও তার দায়িত্ব রয়েছে।"

"সত্য, কিন্তু সে কখনোই আমাদের মতো নিশ্চিত ছিল না যে প্রজেক্টটা কাজ করবে। তুমি জান, জোশেফ।"

মিঙ্গল নীরবে দাঁড়িয়ে আছে–অপেক্ষা করছে।

"তুমি আমাকে যা বলেছ তার বেশিরভাগই তাকে বলেছি আমি," কর্নেল বললো, "যদি সবাই নিয়মিত খবর পাঠায় আর সবকিছু ঠিক থাকে, সেই সাথে লিবারম্যানও যদি এটা নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া না করে, তাহলে তার কাজ করবে না কেন? অবশেষে সে রাজি হয়েছে। কিন্তু লিবারম্যানকে এখন থেকে নজরদারিতে রাখা হবে এবং মুন্ড তার ব্যবস্থা করবে। যদি খবর পাওয়া যায়, সে এসব নিয়ে ঘাটাঘাটি করছে, তাহলে একটি সিদ্ধান্তে পৌছুতে হবে। হয় তাকে খুন করতে হবে, যা ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে তুলবে, নয়তো সবাইকে ফিরিয়ে আনতে হবে।"

মিঙ্গল বললো, "আমি এখন পর্যন্ত যা করেছি তোমরা কি সবকিছু জলে ফেলে দিতে চাও? স্টাফ এবং যন্ত্রপাতির জন্য তোমরা যে খরচ করেছ? সে এমনটা ভাবলো কেমন করে? আমি দরকার হলে আরো ছয়জন লোক পাঠাবো, যদি তারা ধরা পড়ে। আরো ছয়জন!"

"আমি স্বীকার করি, জোশেফ," কর্নেল বললো, "কিন্তু রুডেল যদি এখন জানতে পারে তুমি সবাইকে সাবধান না করেই যেতে দিয়েছ, সে তোমাকে এই অপারেশন থেকে পুরোপুরি বের করে দেবে। তুমি এমনকি মাসিক রিপোর্টও পাবে না। তাই আমি তাকে বলবো না। কিন্তু এটা করার আগে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে তুমি একা একা আর কোন সিদ্ধান্ত নেবে না।"

"কোন্ ব্যাপারে? আর তো কোনো সিদ্ধান্ত নেবার নেই।"

কর্নেল হাসছে। "আমি চাই না তুমি নিজেই প্লেনে করে লিবারম্যানের সাথে লাগতে চলে যাও।"

"মজা কোরো না," সে বললো, "তুমি জানো আমার ইউরোপে যাবার সাহস হবে না।"

"আমাকে কথা দিচ্ছ?" কর্নেল জিজ্ঞেস করলো, "তুমি অর্গানাইজেশনের সাথে পরামর্শ না করে এই অপারেশনের ব্যাপারে আর কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না।"

"অবশ্যই," মিঙ্গল বললো।

"তাহলে আমি রুডেলকে বলবো, লিবারম্যান কি করে জানল সেটা একটা রহস্য।"

মিঙ্গল অবিশ্বাসের সাথে মাথা নেড়ে বললো, "আমি এই বুড়ো বাদরটাকে, মানে রুডেলকে একদমই বিশ্বাস করি না। এতো অর্থ এবং আর্য জাতির ভাগ্য এর সাথে জড়িত, আর ছয়জন সাধারণ লোকের নিরাপত্তার কথাই এর কাছে সবকিছু!"

"এই টাকাগুলো ছিল আসলে আমাদের মোট সম্পদের ক্ষুদ্র একটা অংশ মাত্র," কর্নেল বললো, "আমরা তোমাকে বাড়িয়ে বলেছিলাম যেন তুমি মিতব্যয়ী হও। আমি আগেই বলেছি, সে এই প্রজেক্টটাকে কখনোই সম্ভব মনে করে নি। তার কাছে এটা জাদু মনে হয়েছে।"

"তুমি লোকগুলোকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেয়া থেকে অবশ্যই তাকে বিরত রাখবে।"

"যদি এমনটা হয়," কর্নেল বললো, "আশা করি লিবারম্যান এমনকি ছাত্রদের সাথেও কথা বলা বন্ধ করবে এবং তুমি তোমার ঐ সুন্দর চার্টে চুরানব্বইটি দাগই কাটতে পারবে।" কথা বলা শেষ করে সে উঠে দাঁড়ালো। "আমাকে প্লেন পর্যন্ত এগিয়ে দাও।"

মিঙ্গল তাকে প্লেন পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বিদায় জানিয়ে ঘরে ফিরে এল। ডাইনিং রুমে খাবার রাখা আছে, সে খেয়ে নিয়ে হাত ধুয়ে স্টাডিতে ফিরে রংয়ের কৌটাটি ভালো করে ঝাকি দিয়ে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে তাতে ছিদ্র করলো। তারপর চশমা চোখে দিয়ে রংয়ের কৌটা এবং ব্রাশ হাতে নিয়ে মই বেয়ে উঠে গেল তাকে।

ব্রাশটি রংয়ে চুবিয়ে ডোরিং-অস্ট্রিয়া-১৬/২০/৭৪ এই নামটার পাশে প্রথম লাল দাগটা দিল।

দাগটা কাটলোও বেশ সুন্দরভাবে।

তারপর একইরকম দাগ দিল হর্ভ–ডেনমার্ক–১৮/১০/৭৪ এই নামের পাশে। এবং গুথ্রি–আমেরিকা–১৯/১০/৭৪, এখানে।

সে মই থেকে নেমে দাগগুলো দেখলো।

তারপর আবার মই বেয়ে উঠে রুনস্টেন সুইডেন-২২/১০/৭৪ এবং রজেনবার্গার-অস্ট্রিয়া-২২/১০/৭৪ এবং লিম্যান-ইংল্যান্ড-২৪/১০/৭৪ এবং অস্টে-হল্যান্ড-২৭/১০/৭৪ এই নামগুলোর পাশে দাগ দিল।

সে আবার নেমে দাগগুলো দেখলো। সবগুলো দাগ চিকচিক করছে। খুবই সুন্দর।

চুলোয় যাক, রুডেল! চুলোয় যাক লিবারম্যান! চুলোয় যাক সবাই!

*

লিবারম্যান একেবারে বিশৃঙ্খলার মধ্যে বাসায় এসে পৌঁছুলো। গ্ল্যাঞ্জার কি নিয়ে যেন ছোট্ট এশারের সাথে চিৎকার করছে। ম্যাক্স এবং একজন তরুণী লিলির ডেস্কটি দরজার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো। কিচেনে কিছু পড়ার শব্দ হলে-ইঁদুর! (লিলির চিৎকার শোনা গেল)-সেইসাথে ফোনটাও বেজে উঠলো।

"আহা," গ্ল্যাঞ্জার তার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো, "মহান ব্যক্তিটি এসে পৌঁছেছেন, সাধারণ মানুষের জিনিসপত্র সম্পর্কে তার একটুও দরদ নেই।"

"বাসায় স্বাগতম," ম্যাক্স ডেস্কের ওপাশ থেকে বললো।

লিবারম্যান স্যুটকেস আর ব্রিফকেস নামিয়ে রাখলো। আজ রবিবার, তাই সে খালি অ্যাপার্টমেন্টই আশা করছিল। "কি হয়েছে?" জানতে চাইলো সে।

"কি হয়েছে?" গ্ল্যাঞ্জার তার দিকে তেড়ে এল, তার চেহারায় আগুন ঝড়ছে। "আমি বলছি কি হয়েছে! উপরের তলায় বন্যা হয়েছে। তুমি বেশি জিনিসপত্র রেখেছিলে উপরের তলায়, পাইপগুলো এই ভার সইতে পারে নি! তাই সেগুলো ভেঙ্গে গেছে। তুমি কি মনে কর তারা এত ভার নিতে পারতে?"

"উপরের পাইপ ভেঙে গেছে আর সেজন্যে আমি দায়ি?"

"সবই একসাথে জড়িত!" গ্ল্যাঞ্জার চিৎকার করে উঠলো। "তুমি যত জিনিসপত্র রেখেছ উপরে রেখেছ, কবে যেন পুরো বাড়িটাই ধসে পড়ে,!"

"ইয়াকভ?" এশার ফোনটি তার দিকে এগিয়ে দিল। "ম্যায়হেম থেকে ভন পালমেন নামের এক লোক। সে গত সপ্তাহেও ফোন করেছিল।"

"নাম্বারটি নিয়ে রাখ, আমি তাকে পরে ফোন করবো।"

"আমি গোলাপি বাটিটা ভেঙ্গে ফেলেছি," লিলি কিচেন থেকে শোকাহত চেহারায় বেরিয়ে এল, "হানার প্রিয় বাটিটা।"

"বেরিয়ে যাও," গ্ল্যাঞ্জার চিৎকার করল, "সব ডেস্কগুলো বের করে নিয়ে যাও! এটা একটা অ্যাপার্টমেন্ট, কোনো অফিস বিল্ডিং নয়! ফাইল

ক্যাবিনেটগুলোও বের করে দাও!"

"তুমি বেরিয়ে যাও!" লিবারম্যানও যতটা জোরে পারলো চিৎকার করলো–সে আবিষ্কার করেছে, এটাই তার সাথে কথা বলার সবচেয়ে ভাল উপায়।

"তুমি তোমার কাজে পাইপগুলো ঠিক করো। এগুলো আমার ফার্নিচার, ডেস্ক এবং ফাইল ক্যাবিনেট! দলিলের কোথাও কি লেখা আছে, আমি শুধু চেয়ার এবং টেবিল রাখতে পারবো?"

"কোর্টে গেলেই জানতে পারবে দলিলে কি লেখা আছে।"

"তুমিও জানবে, এই ক্ষতির জন্য কত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে! বেরিয়ে যাও!" লিবারম্যান দরজার দিকে দেখিয়ে বললো।

গ্ল্যাঞ্জার চোখ পিট পিট করে মেঝের দিকে এমনভাবে তাকালো যেন সে অন্য কিছু শুনছে। ম্যাক্স তরুণীটিকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল, মেয়েটির সুন্দর বড় একজোড়া ধূসর চোখ। সে ম্যাক্স এবং লিলির ভাতিজি, ব্রাইটন, ইংল্যান্ড থেকে তাদের সাথে ছুটি কাটাতে এসেছে। তার সাথে হাত মিলিয়ে সাহায্য করার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানালো লিবারম্যান। কোট খুলে রেখে সেও তাদের সাথে কাজে হাত লাগালো।

প্রথমে তারা ডেস্ক এবং ফার্নিচার থেকে পানি সরিয়ে ঝাড়ুতে তোয়ালে পেচিয়ে মেঝেসহ সবকিছু মুছলো।

কাজ শেষ করে সোফায় বসে চা এবং কেক খেল সবাই। লিবারম্যান তার ভ্রমণ সম্পর্কে অল্পই বললো, সেইসাথে বললো তার পুরোনো বন্ধুদের সম্পর্কে এবং সেখানকার সাম্প্রতিক পরিবর্তন নিয়ে। আরো জানালো লিলির ভাতিজি অ্যালিক্স, এশারকে তার টেক্সটাইল ডিভাইনিং পেশা সম্পর্কে।

"অনেক অনুদান এসেছে," ম্যাক্স বললো।

লিলি উত্তর দিল, "ছুটির দিনগুলোর পর সবসময়ই পাওয়া যায়।"

"কিন্তু এ বছর গতবারের চেয়ে বেশি এসেছে, লিলি," ম্যাক্স লিলিকে বলল, তারপর লিবারম্যানকে বলল, "লোকজন ব্যাংক সম্পর্কে জানে।"

লিবারম্যান কথাটা শুনে এশারকে জিজ্ঞেস করল, "রয়টার্স থেকে কি কিছু এসেছে? রিপোর্ট? ক্লিপিংস?"

"রয়টার্সে'র খামটি ওখানে রাখা," এশার বলল, "বড় একটি, কিন্তু এটাতে 'পার্সোনাল' লেখা রয়েছে।"

"রিপোর্ট?" ম্যাক্স জিজ্ঞেস করল।

"আমি যাবার আগে সিডনি বেননের সঙ্গে কোহলার ছেলেটির গল্পটি নিয়ে কথা বলেছিলাম।"

এশার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এটা সত্য হতে পারে না। এটি একেবারেই

পাগলামি।" সে ম্যাক্সের ডেস্কের পাশে নিয়ে দাঁড়াল। লিলিও উঠে পড়ল প্লেটগুলো সব এক করতে লাগল, কিন্তু এশার বলল, "রেখে দাও, আমিই পরিস্কার করব। তুমি অ্যালিক্সকে ঘুরিয়ে নিয়ে আস।"

লিবারম্যান ম্যাক্স, লিলি এবং অ্যালিক্সকে ধন্যবাদ জানাল। তাদেরকে বিদায় জানিয়ে দরজা লাগিয়ে দিয়ে এসে স্যুটকেসটি হাতে নিয়ে বেডরুমের দিকে এগিয়ে গেল সে। বাথরুমে ঢুকে, বারোটার ঔষধ খেয়ে নিল। জ্যাকেট পাল্টে সোয়েটার পরল এবং জুতাটি খুলে স্লিপার পায়ে চশমা চোখে দিয়ে লিভিং রুমে ফিরে গেল সে। তারপর ব্রিফকেসটা তুলে নিয়ে ডাইনিং রুমের দিকে এগোল।

এশার কিচেনের দরজা থেকে বলছে, "আমি আছি এখানেই। তুমি কি ম্যায়হেমের ঐ লোককে ফোন করবে?"

"পরে," কথাটা বলে লিবারম্যান ডাইনিংরুমে তার অফিসে চলে এল। ডেস্কটি ম্যাগাজিন এবং খোলা চিঠি দিয়ে একেবারে পূর্ণ। সে ব্রিফকেসটা নামিয়ে রেখে টেবিল ল্যাম্পটি জ্বালালো। একটা বড় খামের উপর থেকে একগাদা চিঠি সরিয়ে ধূসর রয়টার্সের খামটি দেখলো, ঠিকানাটা হাতে লেখা।

চারপাশটা পরিস্কার করে সে খামটা খুললো। ভেতর থেকে বেরুলো অনেকগুলো পত্রিকার কাটা অংশ, টাইপ করা খবর। বিশটি, ত্রিশটি এবং আরো, তাদের মধ্যে কিছু ফটোকপি, বেশিরভাগই খবরের কাগজের কাটিং। মৃতদেহ উদ্ধার, ডাকাতের হাতে প্রিস্ট খুন, গাড়ি দুর্ঘটনায় বৃদ্ধের মৃত্যু। সবগুলো ক্লিপিংসে তারিখ লেখা এবং কতগুলোতে খবরের কাগজের নামও। সব মিলিয়ে প্রায় চল্লিশটি খবরের ক্লিপিংস।

সে আবার খামের ভেতরে দেখলো, একটা ছোট কাগজের টুকরা, তাতে লেখা "আমাকে খবর পাঠিয়ে কোনো কিছু পেলে?" নিচে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা, এস. বি. এবং এটা ত্রিশ তারিখে পাঠানো।

সে খামটি একপাশে সরিয়ে রাখলো।

"এশার।"

"হ্যা?"

"অনুবাদ করার জন্য ডিকশনারি লাগবে, সুইডিশ, ডাচ, ড্যানিশ এবং নরওয়েজিয়ান। সে একটি জার্মান ক্লিপিং তুললো সলিংগেনে রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণে নাইটগার্ডের মৃত্যু, অগাস্ট মোর, পয়ষট্টি। না। একজন নিচুপদের সরকারি কর্মচারী কি রাতে নাইটগার্ডের চাকরি করতে পারে? পয়ষট্টি বছরের সাথে ঠিক খাপ খায় না কিন্তু সম্ভব। বিস্ফোরণটি হয়েছে খবরের কাগজের লেখা তারিখের একদিন আগে, তার মানে অক্টোবরের বিশ তারিখ।

"এগুলো নিশ্চয়ই এখানে রয়েছে।" এশার ডাইনিং টেবিলের পাশে রাখা কার্টুনগুলোতে খুঁজছে। "আমাদের ড্যানিশটি নেই এবং ম্যাক্স নরওয়েজিয়ান ব্যবহার করছে।"

লিবারম্যান ড্রয়ার থেকে প্যাড বের করলো। "তুমি ফ্রেঞ্চ ডিকশনারিটাও দিও।"

"আগে আমাকে খুঁজে পেতে দিন।"

কলমটি খুঁজে তারপর হলুদ রংয়ের প্যাডে লিখল ২০; মোর, অগাস্ট; সলিংগেন এবং পাশে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিল।

"ডিকশনারি।" পাশের একটি কার্টনের গায়ের লেখা পড়ল জোরে। "নরওয়েজিয়ান, সুইডিশ, ফ্রেঞ্চ।"

"এবং ডাচটিও, দয়া করে।" সে ক্লিপিংটি বাম পাশে রেখে দিল সেইদিকেই যেগুলোর সম্ভাবনা আছে সেগুলো রাখবে। এরপর ইংরেজিতে লেখা একটি কাটিং তুলে নিল, প্রিস্টের মৃত্যুর খবর। সে এটিকে বাদ দিয়ে ডানপাশে রাখলো। এশার মোটা মোটা চারটি ডিকশনারি বয়ে নিয়ে এসেছে।

সে উইগের নিচে তার চুলগুলো ঠিক করে নিল। "অনুবাদ করতে চাইলে, ম্যাক্সকে সাথে রাখলে ভালো হত।"

"আমার মনে হয় না।"

"আমি কি তাকে খুঁজে বের করবো?"

সে মাথা নেড়ে ইংরেজিতে লেখা আরেকটি ক্লিপিংস তুলে নিল, 'বিতর্কের শেষ হল মারাত্মক ছুরিকাঘাতে'।

এশারের করুণ চোখ ক্লিপিংসগুলোর দিকে। "প্রচুর লোক খুন হয়েছে?"

"সবই না," সে ক্লিপিংটি ডানদিকে রেখে বললো, "কিছু দুর্ঘটনাও আছে।"

"তুমি কি করে জানবে, কোনটি নাৎসিদের কাজ?"

"আমি জানি না, আমাকে খুঁজতে হবে।" এবার একটি জার্মান ক্লিপিং তুলেলো।

"খুঁজবে?"

"যদি আমি কোন কারণ খুঁজে পাই।"

"কারণ যে ছেলেটি ফোন করেছিল সে অদৃশ্য হয়ে গেছে।"

"বিদায়, প্রিয়তমা এশার।"

সে ডেস্ক থেকে চলে গেল। "আমি হলে আর্টিকেল লিখতাম এবং কিছু টাকা আয় করতাম।"

"যাও লেখ, আমি সেগুলোতে নিজের স্বাক্ষর করে দেব।"

"তুমি কি কিছু খাবে?"

সে মাথা ঝাঁকালো।

বেশ কয়েকটি মৃত্যুর ঘটনা একই রকম, মৃতদের কয়েকজনের বয়স সেই বয়সের বাইরে। তাদের মধ্যে অনেকে ব্যবসায়ী, কৃষক, অবসর নেয়া কারখানার কর্মচারী, যাযাবর, অনেকেই খুন হয়েছে তাদের প্রতিবেশী, আত্মীয় এবং ছিনতাইকারীদের হাতে। সে ডিকশনারিটি ম্যাগনিফারিং গ্লাস দিয়ে খুঁজছে। ম্যাকালার নামের একজন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী, টুলট জ্যানসমেন নামের একজন কাস্টমস অফিসার। ড্যানিশ ক্লিপিংগুলোর বেশিরভাগ শব্দই সে জার্মান-নরওয়েজিয়ান ডিকশনারিতে খুঁজে পেল।

শেষ বিকেলের দিকে সবগুলো খবর পড়া শেষ করলো সে।

সম্ভাব্য এগারোটি ক্লিপিংস সে আলাদা করেছে।

প্যাড থেকে পৃষ্ঠাটি ছিড়ে নিয়ে আরেকটি পৃষ্ঠায় নতুন করে পরিস্কার তারিখ অনুসারে সবগুলো সম্ভাব্য নাম নতুন করে লিখলো।

তিনজন মারা গেছে ষোলো তারিখে শ্যাম্বন, হিল্যায়ের, বোর্দোতে; ডোরিং, এমিল, গ্ল্যাডবেক এ, এজেনের কাছেই একটি শহরে এবং পারসন, লার্স ফাগের্স্টা সুইডেনে।

ফোন বাজলে সে এশারকে ধরতে দিল।

আঠারো তারিখে তিনজন : গুথ্রি, ফালকম, টাকসান এ–

"ইয়াকভ ম্যায়হেম থেকে আবার ফোন করেছে।"

ফোনটা তুলে নিল সে, "লিবারম্যান বলছি।"

"হ্যালো, হের লিবারম্যান।" একজন লোকের কণ্ঠ শোনা গেল, "আপনার ভ্রমণ কেমন হল? চুরানব্বই জনের খুনের কারণ কি খুঁজে পেলেন?"

সে স্থির হয়ে বসে পড়লো, হাতের কলমের দিকে তাকিয়ে। সে কণ্ঠস্বরটি আগে শুনেছে কিন্তু কোথায় তা মনে করতে পারছে না। "কে বলছেন, বলবেন দয়া করে?" জানতে চাইলো সে।

"আমার নাম ক্লস ভন পালমেন। আমি হাইডেলবার্গে আপনার বক্তৃতা শুনেছি। হয়তো আমাকে মনে আছে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এই সমস্যাটি কি শুধুই বানানো।"

অবশ্যই। "হ্যা, মনে হয়েছে।"

"অন্য কোনো শ্রোতা কি আমার চেয়ে ভালো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পেরেছিল?"

"আমি জানতে চাই নি।"

"এটা কি সত্যিই শুধু একটা বানানো সমস্যা?"

হ্যা বলে ফোন রেখে দিতে চেয়েছিল সে কিন্তু কী এক অজানা কারণে ফোন রাখা হতে বিরত থাকলো। তাকে খোলাখুলিভাবে কারো সাথে কথা

বলতে উৎসাহিত করলো এমন কারো সাথে যে তাকে বিশ্বাস করতে চায়।

"আমি জানি না, যে লোক আমাকে সমস্যাটির কথা বলেছিল...সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। হয়তো সে ঠিক ছিল হয়তোবা ভুল।"

"আমি তেমনটাই ধারনা করেছিলাম। এটা কি আপনাকে উৎসাহিত করবে কিনা জানি না, চব্বিশে অক্টোবর ফোরজেইসে এক লোক ব্রিজ থেকে পড়ে পানিতে ডুবে মারা গেছে। বয়স পয়ষট্টি ছিল, সে আর কিছুদিন পরই পোস্টাল সার্ভিসের চাকরি থেকে অবসর নিত।"

"মুলার, অ্যাডলফ," লিবারম্যান তার লিস্ট দেখে বললো, "আমি এর পাশাপাশি আরো দশজনের নাম জানি। বিভিন্ন শহরের–সলিংগেন, গ্ল্যাডবেক, বার্মিংহাম, টাকসান, বোর্দো, ফাগের্স্টা..."

"ওহ্!"

"রয়টার্সে আমার একজন লোক আছে।"

"খুবই ভাল! আপনি কি কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন এটা খুঁজে বের করতে, তিন সপ্তাহ সময়ের মধ্যে এগারো জন সরকারি কর্মচারী, যাদের বয়স ছিল পয়ষট্টি, এদের মৃত্যুর পেছনে কারো হাত রয়েছে কিনা?"

"ওখানে আরো ছিল।" লিবারম্যান জানালো, "যারা আত্মীয়ের হাতে খুন হয়েছে। আমি নিশ্চিত রয়টার্সের কাছেও কিছু খবর বাদ পড়েছে। এবং এগুলোর মধ্যে, আমার মনে হয় সর্বোচ্চ ছয়জন...যাদেরকে নিয়ে আমি ভীত। এতগুলো স্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্যে কে এই ছয়জনকে নিয়ে সন্দেহ করবে? সেই সাথে কেইবা এসবের পরিসংখ্যান রাখে?"

"আপনি কি কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছেন?"

"তুমিই তো বলেছিলে, তাই না, তারা এখন আর নাৎসি শিকারে তেমন একটা উৎসাহিত নয়। আমি কথা বলেছি, কিন্তু তারা শোনে নি। তাদেরকে দোষারোপ করা যায় না, যখন আমি বলেছি, হয়তো লোকগুলো খুন হতে পারে, কিন্তু আমি জানি না কেন!"

"তাহলে আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে কেন? এই খুনগুলো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে হয়তো কিছু পাওয়া যাবে। আমাদেরকে এই খুনগুলোর কারণ জানতে হবে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাদের চরিত্র এবং পূর্বজীবন সম্পর্কে জানা।"

"ধন্যবাদ," লিবারম্যান বললো, "আমি নিজেই খুঁজে বের করবো, আমি মানে 'আমিই' আমরা নই।"

"ফোরজেইস এখান থেকে এক ঘণ্টার বেশি দূরে নয়, হের লিবারম্যান এবং আমি একজন আইনের ছাত্র, আমার ক্লাসে আমি তৃতীয়, এসব পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে এবং প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ক্ষেত্রেও আমি অবশ্যই

যোগ্য।"

"আমি বুঝতে পারছি, তুমি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে পারবে, কিন্তু এটা তোমার ব্যাপার নয়, ইয়াং ফেলো।"

"ওহ্? সেটা কেন? আপনি কি নাৎসিবাদের বিরোধিতা করার ব্যাপারটি কোনোভাবে আপনার নিজের নামে পেটেন্ট করিয়ে নিয়েছেন? এমনকি আমার দেশেও?"

"হের ভন পালমেন–"

"আপনি নিজেই এটা জনসম্মুখে প্রকাশ করেছিলেন। আপনার বলা উচিত ছিল এটা শুধুমাত্র আপনারই নিজস্ব মাথা ব্যথা।"

"আমার কথা শোন।" লিবারম্যান মাথা ঝাঁকালো জার্মান! "হের ভন পালমেন," সে বললো, "এই সমস্যাটির কথা যে আমাকে বলেছিল সেও তোমার মতোই যুবক বয়সের ছিল। আরো শ্রদ্ধেয় ছিল যদিও, কিন্তু খুব একটা আলাদা নয়। আমার মনে হয় সে খুন হয়েছে। এজন্যই আমি বলছি, এটা তোমার ব্যাপার নয়; কারণ এটা অভিজ্ঞদের বিষয়, তোমাদের মত অ্যামেচারদের নয়। তুমি হয়তো সবকিছু ঘোলা করে দিতে পার, আমি যখন ফোরজেইসে যাব তখন হয়তো সবকিছু কঠিন হয়ে যাবে এতে করে।"

"আমি সবকিছু ঘুলিয়ে দেব না এবং আমি খুন না হবার চেষ্টাও করব। আপনি কি চান, আমি আপনাকে ফোন করে সব জানাই নাকি আমি নিজের তথ্য নিজের কাছেই রাখব?"

লিবারম্যানকে বিচলিত মনে হল, সে তাকে থামানোর কোন উপায় চিন্তা করছে, কিন্তু সে কিছু খুঁজে বের করতে পারলো না। "তুমি কি জানো, তোমাকে কি তথ্য খুঁজতে হবে?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"অবশ্যই জানি। মুলারের সম্পত্তির অধিকারী কে হবে, তার আত্মীয়স্বজন কারা, তার রাজনৈতিক এবং সামরিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে।"

"সে কোথায় জন্মেছে?"

"আমি জানি, ঐ সন্ধ্যায় যেসব পয়েন্টের কথা বলা হয়েছে এর সবগুলোই।"

"মিঙ্গলের সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা যুদ্ধের সময় কিংবা যুদ্ধের পরে। সে কোথায় যুদ্ধ করেছে। সে কি কখনো গুন্ডবার্গে ছিল?"

"গুন্ডবার্গ?"

"মিঙ্গল সেখানে থাকতো। আর প্রসিকিউটরের মতো প্রশ্ন কোরো না, মনে রেখ ভিনেগারের চাইতে মধু দিয়েই মাছি ধরা সহজ।"

"আমি লোকজনকে মুগ্ধ করতে পারি, যখন আমি চাই, হের লিবারম্যান।"

"তোমার ঠিকানাটা দাও, দয়া করে। আমি তোমাকে তিনজনের ছবি পাঠিয়ে দেব যারা এই খুনটা করতে পারে। ছবিগুলো ত্রিশ বছরের পুরোনো, তাদের মধ্যে একজন প্লাস্টিক সার্জারি করিয়েছে, কিন্তু তবুও এগুলো কাজে লাগতে পারে। যদি কেউ তাদের দেখে থাকে। আমি তোমাকে একটি চিঠিও লিখে দিচ্ছি, তুমি যে আমার হয়ে কাজ করছ সে ব্যাপারে। নাকি তুমি আমাকে একটা লিখে দেবে যে আমি তোমার হয়ে কাজ করছি?"

"হের লিবারম্যান, আপনার প্রতি আমার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে। বিশ্বাস করুন, আপনাকে সাহায্য করতে পেরে আমি আসলেই গর্ববোধ করছি।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে।"

"আপনাকে মুগ্ধ করতে পারলাম? দেখলেন?"

লিবারম্যান, ভন পালমেনের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার রেখে দিয়ে আরো কিছু নির্দেশনা দিয়ে ফোন রেখে দিল।

এখন 'আমরা,' ছেলেটি মনে হয় চালিয়ে নিতে পারবে, যথেষ্ট বুদ্ধিমান। সে দ্বিতীয় লিস্টটি তৈরি করা শেষ করে তারপর কয়েক মিনিট ধরে দেখে তারপরে ডেস্কের বামপাশের দেরাজ খুলে ছবির ফোল্ডারটি বের করলো। সে হেজেন, ক্লাইস্ট এবং ট্রান্সটেইনারের একটি করে ছবি নিল–তরুণ বয়সে এস.এস-এর ইউনিফর্ম পরা, হাসছে। "এশার," সে ডাকল, ছবিগুলো ডেস্কে নামিয়ে রেখে। সে হেজেনের ছবিটি উল্টিয়ে লিখল চুল এখন বাদামি। সম্ভবত প্লাস্টিক সার্জারি করিয়েছে।

"এশার?"

সে ছবিগুলো নিয়ে উঠে দরজার দিকে এগোল। এশার তার ডেস্কে বসে ঘুমাচ্ছে। তাকে পেরিয়ে লিভিং রুমের মধ্য দিয়ে বেডরুমের দিকে গেল সে।

"তাহলে, তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

এশা হঠাৎ করে কথা বলায় লিবারম্যান চমকে গেল, ধাতস্থ হয়ে জবাব দিল, "বাথরুমে।"

"আমি আসলে জানতে চেয়েছি, তুমি কোথায় খুঁজবে।"

"ওহ্...জেনের কাছে গ্ল্যাডবেকে এবং সলিংগেনে।"

*

ফার্নবাখ হোটেলের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল। চারপাশে কেমন গুমোট অন্ধকার ভাব, হোটেলের কেরাণিটা বলেছে কয়েক ঘণ্টা ধরে এরকমই থাকবে। সে গ্লাভস পরে নিয়ে কোটের কলার উঠিয়ে টুপিটি টেনে নিচের দিকে নামিয়ে দিল যেন কান ঢেকে থাকে। স্টরলিন আসলে ততটা ঠাণ্ডা নয় যতটা

সে ভেবেছিল, তারপরও যথেষ্ট ঠাণ্ডা। সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালো, উত্তরের দিকে এটাই তার শেষ অ্যাসাইনমেন্ট।

"স্যার?" কেউ তার কাঁধে হাত রাখলে ঘুরে কালো টুপি পরা এক লোককে দেখলো সে। লোকটি তার পরিচয়পত্র ফার্নবাখের দিকে এগিয়ে দিল। "গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর লফকুইস্ট। আমি কি আপনার সাথে কথা বলতে পারি?"

ফার্নবাখ কার্ডটি হাতে নিয়ে কষ্ট করে পড়ার ভান করলো, যাতে সে চিন্তা করার জন্য একটু সময় পায়। কার্ডটি গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর লার্স লেনটি লফকুইস্টকে ফেরত দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে সুন্দর করে হেসে বললো, "হ্যা, অবশ্যই, ইন্সপেক্টর। আমি আজকে দুপুরেই এখানে পৌছেছি। আমি নিশ্চয়ই কোনো আইন ভঙ্গ করি নি।"

লফকুইস্টও হেসে জবাব দিল, "আমিও তাই মনে করি।" সে কার্ডটা রেখে দিল। "আপনি যদি চান, তাহলে আমরা কথা বলতে বলতে হাটতে পারি।"

"চমৎকার," ফার্নবাখ বললো, "আমিও জলপ্রপাত দেখতেই বেরিয়েছিলাম।"

"ঠিক আছে।" তারা হাটছে। "জুন-জুলাইর দিকে সবকিছুই একটু জীবন্ত থাকে এখানে," লফকুইস্ট বললো, "সারা রাত সূর্য থাকে, কিছু পর্যটকও থাকে। কিন্তু আগস্টের শেষের দিকে শহরের কেন্দ্রও সাতটা-আটটার পর অন্ধকার হয়ে যায়, এদিকটা একেবারে কবরস্থান হয়ে যায়। আপনি তো জার্মান, তাই না?"

"হ্যা," ফার্নবাখ বললো, "আমার নাম বুশ। উইলহেম বুশ। আমি একজন সেলসম্যান। কোনো সমস্যা আছে এতে, ইন্সপেক্টর?"

"না, একেবারেই না, চিন্তা করবেন না, এটা একেবারেই আনঅফিশিয়াল ভিজিট।" তারা একসাথে হাটছে।

ফার্নবাখ হেসে বললো, "এমনকি একজন নিরপরাধ লোকও নিজেকে অপরাধী ভাবে যখন তার কাঁধে কোনো গোয়েন্দার হাত থাকে।"

"আমারও তাই মনে হয়," লফকুইস্ট বললো, "আমি দুঃখিত, যদি আমি আপনাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে থাকি। না, আমি আসলে সবসময় বিদেশীর জন্য চোখ খোলা রাখি। বিশেষভাবে জার্মানদের জন্য। তাদের সাথে কথা বলে ভাল লাগে। আপনি কি বিক্রি করেন, হের বুশ?"

"খনি খোড়ার যন্ত্রপাতি।"

"ওহ্?"

"আমি ওরেনস্টেইন এবং ভোজেলের সুইডিশ প্রতিনিধি।"

"আমি এদের নাম শুনি নি।"

"এই ক্ষেত্রে তারা বেশ বড় কোম্পানি," ফার্নবাখের জবাব। "আমি তাদের সাথে চৌদ্দ বছর ধরে আছি।" সে তার পাশে হাটতে থাকা গোয়েন্দার দিকে ভাল করে তাকালো। লোকটার উঁচু নাক এবং চিবুক দেখে তার এস.এস-এর এক অফিসারের কথা মনে পড়লো। সেই অফিসার যে ইন্টারোগেশন শুরু করার আগে বলতো, "ভয় পেয়ো না, এটা একেবারেই আনঅফিশিয়াল।" তারপর তাকে দোষি সাব্যস্ত করে জিজ্ঞেস করতো আর শেষ করতো টর্চারের মধ্য দিয়ে।

"আপনি কি লুবেক থেকে এসেছেন?" লফকুইস্ট জিজ্ঞেস করলো।

"না, আমি আসলে ডর্টমুন্ডের, থাকি রেইনফিল্ডে, সেটা লুবেকের কাছেই। স্টকহোমেও আমার অ্যাপার্টমেন্ট আছে।" কতটুকু জানে এই কুত্তার বাচ্চা, ফার্নবাখ বেশ অবাক। আর জানলোইবা কিভাবে? পুরো অপারেশন কি ফাস হয়ে গেছে? হেজেন, ক্লাইস্ট এবং বাকিরাও কি এখন একইরকম পরিস্থিতির সামনে পড়েছে নাকি এটা তার একার ব্যর্থতা?

"এদিকে ঘুরুন," লফকুইস্ট ডানদিকে বনের দিকের পথ দেখালো। "এদিক থেকে বেশ সুন্দর দেখা যায়।"

তারা ফুটপাতে ঢুকে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে। ফার্নবাখ তার কোটের বোতাম খুলে রেখেছে যেন দরকার পড়লে সাথে সাথেই পিস্তল বের করা যায়।

"আমি নিজে জার্মানিতে বেশ কিছু সময় কাটিয়েছি," লফকুইস্ট বললো।

সে জার্মানে বলছে এবং বেশ ভালোই। ফার্নবাখ বুঝতে পারছে না, আসলেই কি ভয় পাওয়ার কিছু নেই? এমনকি হতে পারে লার্স লেনটি লফকুইস্ট তার জার্মান ভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। এতোটা আশা করা একটু বেশিই হয়ে যায়। সেও জার্মান ভাষায় জবাব দিল, "আপনার জার্মান খুবই ভাল। এজন্যই কি আপনি আমাদের সাথে কথা বলতে ভালোবাসেন?"

"আমি সব জার্মানদের সাথে কথা বলি না।" লফকুইস্ট বললো, তার কণ্ঠে আহ্লাদ ঝরে পড়ছে। "শুধুমাত্র সাবেক কর্পোরালদের সাথে যাদের ওজন একটু বেড়েছে এবং যারা নিজেদের ফার্নস্টেইনের পরিবর্তে 'বুশ' নামে পরিচয় দেয় তাদের সাথে..."

ফার্নবাখ হেসে বিস্ময়ের সাথে তাকালো তার দিকে।

লফকুইস্ট হাসিমুখে তার হ্যাটটি সরালো। তারপর মুখ উঁচু করে আলোর দিকে সরে দাঁড়ালো। ফার্নবাখের দিকে ঘুরে আঙুল দিয়ে মুখে মোচের মতো করে ধরলো সে।

ফার্নবাখ বিস্মিত। "ওহ্ খোদা," সে কোনো রকমে বললো, "এক

সেকেন্ড আগে আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম। আমি ভাবছিলাম আমি– হায় ঈশ্বর! ক্যাপ্টেন হার্টঙ্গ!"

দু'জন হাত মেলালো। ক্যাপ্টেন তখনো হাসছে, সে ফার্নবাখকে জড়িয়ে ধরে তার পিঠ চাপড়ে দিল। "পুরোনোদের একজনকে দেখে কতই না ভালো লাগছে!" সে জানালো, "আমার কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করছে!"

"কিন্তু...এটা কি করে সম্ভব?" ফার্নবাখ জিজ্ঞেস করলো। তাকে এখনো দ্বিধাগ্রস্ত মনে হচ্ছে। "আমি...বিশ্বাস করতে পারছি না।"

ক্যাপ্টেন হাসলো। "তুমি বুশ হতে পারলে আমি লফকুইস্ট হতে পারবো না কেন? ওহ্, খোদা, আমি এখন একজন সুইডিশ!"

"আপনি একজন গোয়েন্দা?"

"হ্যা, তাই।"

"ক্রাইস্ট, আপনি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন, স্যার।"

ক্যাপ্টেন ক্ষমা প্রার্থনা করলো। "আমি সবসময়ই বিদেশীদের প্রতি নজর রাখি। আমি এখনো দুঃস্বপ্ন দেখি আমাকে বিচারের সম্মুখীন করা হয়েছে।"

"আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না, এটা আপনি!" ফার্নবাখ বললো, "আমার মনে হয় না আমি এর আগে কখনো এতোটা বিস্মিত হয়েছি।"

তারা রাস্তা ধরে হাটছে।

"আমি কারো চেহারা ভুলি না। কোনো নামও না।" ক্যাপ্টেন ফার্নবাখের কাঁধে একটি হাত রাখলো। "তুমি যখন ক্রোনডিকসভাগেন গ্যাস স্টেশনে তোমার গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিলে তখনই তোমাকে চিনতে পেরেছি।" সেই কর্পোরাল ফার্নস্টেইন আমি একশ ক্রোনার বাজি ধরবো।"

"ফার্নবাখ, স্যার, স্টেইন না।"

"ওহ্? ঠিক আছে, ত্রিশ বছর পর স্টেইনই বা কম কিসে? অবশ্য তোমার সাথে কথা বলার আগে আমার নিশ্চিত হওয়া দরকার ছিল। তোমার কণ্ঠস্বর শুনেই নিশ্চিত হলাম। ওটা একেবারেই বদলায় নি। আর 'স্যার'টুকু বাদ দিতে পার। যদিও এতোদিন পর শুনতে খারাপ লাগছে না।"

"তুমি এখানে এসে পড়লে কি করে?" ফার্নবাখ জানতে চাইলো, "একেবারে গোয়েন্দা!"

"খুব জটিল কিছু না," ক্যাপ্টেন বললো, "আমার বোন এক সুইডিশকে বিয়ে করেছিল। আমি ধরা পড়ার পর আন্তর্জাতিক ক্যাম্প থেকে পালিয়ে জাহাজে করে লুবেক থেকে ট্রেলবর্গ চলে যাই। সেখানে তাদের সাথে গিয়ে লুকিয়ে থাকি। লোকটার আমার বোনের প্রতি কোনো মায়া ছিল না। লার্স লফকুইস্ট ছিল তার নাম, একেবারে সত্যিকারের কুত্তারবাচ্চা। সে এরি'র সাথে সবসময় খারাপ ব্যবহার করতো। এক বছর বা তারও কিছুদিন পর

আমাদের মধ্যে বড় রকমের ঝগড়া হয়, আমি তাকে দুর্ঘটনাবশত শেষ করে দেই। তারপর তাকে দাফন করে আমি তার জায়গা নিয়ে নেই। শারীরিকভাবে দুজন একইরকম ছিলাম, তাই আমি তার হয়ে চালিয়ে নিলাম, এরিও খুশি ছিল তার হাত থেকে রেহাই পেয়ে। যখন তার পরিচিত কেউ আসতো তখন মুখে ব্যান্ডেজ করে রাখতাম, এরি বলতো ল্যাম্প বিস্ফোরিত হয়ে আমার এ অবস্থা হয়েছে আর আমি নাকি বেশি কথাও বলতে পারবো না। কয়েক মাস পর খামার বিক্রি করে দিয়ে এদিকে উত্তরে চলে আসি। প্রথমে স্যান্ডসভ্যালে, তার তিন বছর পর এখানে, স্টোরলিনে চলে আসি। সামরিকবাহিনীতে লোক নেয়া হচ্ছিলো সেখানে ঢুকে পড়ি, এরিও একটা দোকানে চাকরি পেয়ে যায়। এই তো, আমিও পুলিশের চাকরি পছন্দ করতাম। তারা জলপ্রপাতের গর্জন শুনতে পাচ্ছে। এখন তোমার কথা বল, ফার্নস্টেইন? ফার্নবাখ! তুমি হের বুশ হলে কিভাবে? তোমার গায়ের কোটটি তো আমার সারা বছরের বেতনের চাইতেও দামি।"

"আমি হের বুশ নই," ফার্নবাখ জানালো, "বুশ হচ্ছে একটা কভার। আমি কমরেড অর্গানাইজেশনের হয়ে একটি কাজ করতে এসেছি এখানে, পাগলাটে একটা কাজ।"

এবার ক্যাপ্টেনের অবাক হবার পালা। "মানে–এটা সত্যি? কমরেড অর্গানাইজেশন এখনো সত্যি আছে? এটা শুধু...খবরের কাগজের গল্প নয়?"

"এটা সত্যি, ঠিক আছে।" ফার্নবাখ জানালো। "তারা আমাকে সাহায্য করেছে। একটা ভাল কাজ দিয়েছে।"

"আমিই শুধু এখানে। তারা এখনও সেখানেই আছে, 'আর্য জাতির স্বপ্ন পূরণ করতে' তারা ডাঃ মিঙ্গলের সাথে কাজ করছে। এটুকুই তারা আমাকে বলেছে।"

"ওহ্!...চমৎকার, ফার্নস্টেইন! ওহ্ খোদা, কি চমৎকার খবর শোনালে–আমাদের যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নি! আমরা হারবো না! কি হচ্ছে? তুমি কি আমাকে বলতে পারবে? কোন এসএস অফিসারকে জানালে কি তাদের আদেশ অমান্য করা হবে?"

"আদেশ! চুলোয় যাক আদেশ!" ফার্নবাখ বললো। সে বিস্মিত! ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ তারপর বললো, "আমি স্টোরলিনে এক স্কুলমাস্টারকে খুন করতে এসেছি। একজন বুড়ো যে কিনা আমাদের শত্রু নয়, এমনকি তার মৃত্যু ইতিহাসে একচুলও প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু তাকে এবং আরো কয়েকজনকে খুন করাটা একটি পবিত্র অপারেশন তা আবার আমাদের ক্ষমতায় নিয়ে আসবে, ডাঃ মিঙ্গল এমনটাই জানিয়েছেন।"

"কিভাবে হবে?" ক্যাপ্টেন জানতে চাইলো, "যদি তুমি আমাকে না বলতে

চাও তো বাদ দিতে পারো! এসব কাহিনী শুনিয়ে লাভ কি?"

ফার্নবাখ ব্যালকনির দিকে এগিয়ে গেল। দুইহাত দিয়ে ব্যালকনি ধরে সে জলপ্রপাত দেখছে। জলপ্রপাতের পানি নিচে পড়ায় বজ্রপাতের মত শব্দ হচ্ছে।

"আমি তোমাকে প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম।" ক্যাপ্টেন বললো, "কিন্তু আমাকে বানোয়াট মিথ্যা কাহিনী শোনালে।"

"এটা মিথ্যা-বানোয়াট নয়," ফার্নবাখ জোর করলো, "এটাই সত্য, প্রত্যেকটি অক্ষর! আমি দুই সপ্তাহ আগে গোটেবর্গে একজনকে খুন করেছি সেও স্কুলমাস্টার ছিল, আন্দ্রেস রানস্টেন। তুমি কি কখনো তার কথা শুনছো? আমিও না, কেউ না। সে অবসর নিয়েছিল, পয়ষট্টি বছর বয়স্ক।"

"গোটেবর্গ," ক্যাপ্টেন বললো, "হ্যা, রিপোর্টটির কথা আমার মনে আছে!"

"শনিবারে আমি আরেকজনকে খুন করবো," ফার্নবাখ বললো, "এটা পাগলামী! এটা কিভাবে কোনো কিছু প্রতিষ্ঠা করবে, আমি বুঝতে পারি না।"

"নির্দিষ্ট দিনও আছে?"

"সবকিছুই আগে থেকে ঠিক করে রাখা।"

"তোমাদেরকে কে দায়িত্ব দিয়েছে বললে?"

"মিঙ্গল, পয়সা দিয়েছে অর্গানাইজেশন এবং ব্রাজিল ছেড়ে আসার দিন কর্নেল সাইবার্টের সাথে সবার দেখা হয়েছে।"

"তুমি শুধু একা নও?"

"আরো লোক আছে, অন্য দেশে।"

ফার্নবাখের হাত ধরে ক্যাপ্টেন রাগত স্বরে বললো, "তাহলে আমাকে আর শুনিয়ো না, 'আদেশ চুলোয় যাক'! তুমি একজন কর্পোরাল এবং তোমাকে একটা দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তোমার উর্ধতনরা যদি অন্য কাউকে বলতে মানা করে থাকে তাহলে তারও কারণ আছে। তুমি একজন এসএস অফিসার। তাদের মতোই আচরণ কর। 'বিশ্বস্ততাই আমার সততা' এ-কথাগুলো তোমার হৃদয়ে খোদাই হয়ে থাকার কথা।"

ফার্নবাখ ঘুরে ক্যাপ্টেনের মুখোমুখি হল, "যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, স্যার।"

"না!" ক্যাপ্টেন চিৎকার করলো, "যদি অর্গানাইজেশন এখনও কাজ করে, তাহলে যুদ্ধ শেষ হয় নি। তুমি কি মনে কর, তোমার কর্নেল জানে না, সে কি করছে। যদি রাইখের পুণর্জন্মের শতভাগের একভাগও সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তোমার সাধ্যের মধ্যে সবকিছু করবে না কেন তুমি? চিন্তা কর, ফার্নবাখ! রাইখের পুণর্জন্ম! আমরা আবার দেশে ফিরে যেতে পারবো, সেরা হিসেবে! এই বিশৃঙ্খল বিশ্বের মধ্যে আদেশ এবং শৃঙ্খলার জার্মানিতে ফিরে যেতে পারবো!"

"কিন্তু এইসব নিরীহ বুড়োদের মৃত্যু কিভাবে–"

"স্কুলমাস্টারটি কে? আমার মনে হয় তুমি যতটা নিরীহ ভাবছো সে ততটা নয়! সে...সে? লুন্ডবার্গ? উলফসন? কে?"

"লুন্ডবার্গ।"

ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। "আমার তো মনে হয় সে আসলে নিরীহই। কিন্তু গোপনে কিছু করলে আমি জানবো কি করে?" আর তুমি কি করে জানবে, তোমার কর্নেল যা জানে? এবং ডক্টরও? নিজেকে শক্ত করো, নিজের কাজ ঠিকভাবে কর! 'আদেশ মানে আদেশ'।"

"এর যখন কোন মানে নেই, তখনও?"

"হ্যা, এমনকি যখন এর কোন মানে নেই তখনও। তোমার উর্ধতনদের কাছে এর মানে আছে। তোমার কোনো সমস্যাই হবে না। আমি তোমাকে লুন্ডবার্গকে দেখিয়ে দেব। আমি তোমাকে তার অভ্যাসগুলো বলতে পারবো। আমার ছেলে তার কাছে দুই বছর পড়েছে। আমি তাকে ভাল করেই চিনি।"

"লফকুইস্টের তাহলে ছেলেও আছে?" ফার্নবাখ হেসে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা, কেন নয়?" ক্যাপ্টেন তার দিকে তাকিয়ে আছে। "সাতান্নতে আমার বোন মারা যাবার পর আমি বিয়ে করি।"

"ওহ্।"

"তোমার অফিসার এবং সহযোদ্ধারা তোমার কাজের উপর নির্ভর করে আছে। তুমি তোমার কাজ না করে ফিরে যেতে পারো না। আমি লুন্ডবার্গের ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করতে পারবো। শনিবারে আমার ডিউটি নেই, কিন্তু সমস্যা নেই আমি আরেকজনের সাথে চেঞ্জ করে নেব।"

ফার্নবাখ তার মাথা ঝাঁকালো। "আসলে লুন্ডবার্গ না," সে বললো। বলেই লফকুইস্টকে ধাক্কা দিল।

ক্যাপ্টেন ধাক্কার চোটে রেলিং টপকে পাড় হয়ে গেল। দুই হাত বাড়িয়ে বাতাসে হাতড়ে কিছু ধরার চেষ্টা করছে। তারপর মাটি ছেড়ে নিচের দিকে চললো। মাথা উল্টে নিচের বিশাল জলরাশির মধ্যে সে তলিয়ে গেল।

ফার্নবাখ রেলিং এর কাছে গিয়ে ঝুঁকে নিচের দিকে তাকিয়ে বললো, "আর এটা শনিবারও করার কথা নয়," বিড়বিড় করে বললো সে।

*

ফ্রাঙ্কফুর্ট টু এজেনগামী প্লেন থেকে নেমে এজেন-মুলহেইস এয়ারপোর্টে বেরিয়ে এসে লিবারম্যানের বেশ ভালোই লাগলো। খুব বেশি ভাল না, কিন্তু খুব একটা খারাপও নয়, অন্তত শেষ দুইবার এই শহরে পা রাখার চাইতে

এখনকার অবস্থা বেশ ভালো। এখান থেকেই সবকিছু যেত, অস্ত্র, ট্যাঙ্ক, প্লেন, সাবমেরিন। এখানেই হিটলারের সকল অস্ত্রের গুদাম ছিল। মাথার ওপরে রোদ তাতিয়ে উঠেছে। হাটতে হাটতে তার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল।

প্রায় দুই মাস হয়ে গেছে ব্যারি কোহলারের সাথে তার কথা হয়েছে। অবশেষে, এখন সে কোনো পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে। গ্ল্যাডবেকে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে সে, সেখানে এমিল ডোরিঙের ব্যাপারে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে। সে কি খুন হয়েছে? সে কি কোনোভাবে অন্যদেশের লোকজনের সাথে জড়িত ছিল? তাকে খুন করার পেছনে মিঙ্গল এবং কমরেড অর্গানাইজেশনের কোনো কারণ আছে কিনা? যদি চুরানব্বই জন লোককে খুন হতে হয়, তবে ডোরিংই প্রথম খুন হয়েছে এমনটা ঘটার এক-তৃতীয়াংশ সম্ভাবনা রয়েছে। আজকে রাতেই সে জানতে পারবে।

কিন্তু...রয়টার্স যদি ষোল তারিখের অন্য কোনো ঘটনা বাদ দিয়ে থাকে? তাহলে সম্ভাবনাটা দাঁড়াবে এক-চতুর্থাংশ অথবা পঞ্চমাংশে। *এসব বাজে চিন্তা করো না, ভাল দিকটাই ভাবো।*

"সে একটু হাওয়া খাওয়ার জন্য ঐ প্যাসেজওয়েতে গিয়েছিল," নর্থ জার্মান উচ্চারণে চিফ ইন্সপেক্টর হাস জানালো, "কপাল খারাপ, ভুল সময়ে ভুল জায়গায় ছিল।" দেখতে বেশ শক্তপোক্ত এবং পুলিশ অফিসারের বয়সও প্রায় চল্লিশের কোঠায়। চোখ দুটো নীল। জামাকাপড় বেশ পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি, ডেস্ক এবং তার অফিসও তেমনি পরিপাটি। সে লিবারম্যানের সাথে বেশ ভদ্র ভাষায়ই কথা বলছে। "তিনতলার পুরো দেয়ালটাই তার উপর ধসে পড়েছিল। আমাদের কাছে এটাকে নিছক দুর্ঘটনাই মনে হয়েছে, বিল্ডিং মালিকের সাথে বিধবার কথা হয়ে গেছে এর মধ্যে। যদি এটা খুনের ঘটনা হত, তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, তারা সবকিছু দ্রুত বের করে ফেলতো।"

"তারপরও," লিবারম্যান বললো, "এটা খুনের ঘটনা হতে পারে।"

"এটা নির্ভর করে আপনি কোন ধরণের খুনের কথা বলছেন," হাস বলল, "হয়তো কিছু ছন্নছাড়া ঐ বিল্ডিঙে আড্ডা মারছিল আর রাস্তায় তাকে একা দেখে তারা হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে এমনটা করে ফেলে। হ্যা, হতে পারে, তবে সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু আরো জোরালো কারণ, মানে নির্দিষ্ট করে হের ডোরিংকেই খুন করার কথা ছিল, এটা ঠিক মেনে নেয়া যায় না। তাকে যদি অনুসরণ করে কেউ যায়ও, তবে সে কি করে এত দ্রুত তিনতলায় উঠলো, পুরো দেয়ালটি ধসিয়ে দিতে পারলো? মারা যাবার আগে সে প্রস্রাব করছিল, অথচ সে মাত্র দুটো বিয়ার খেয়েছিল, দুশো নয়।" হাস হাসলো।

লিবারম্যান বললো, "এমনটা হতে পারে, একজন আগে থেকেই সেখানে

প্রস্তুত ছিল এবং আরেকজন ডোরিঙের সাথে ছিল তাকে ভুলিয়েভালিয়ে জায়গামতো নিয়ে যাবার জন্য।"

"কিভাবে? কারো চিহ্নিত করা জায়গায় দাঁড়িয়েই সে কিভাবে প্রস্রাব করবে? তাছাড়া বার থেকে সে একাই বেরিয়ে গিয়েছিল। না, হের লিবারম্যান," হাস বললো, "আমি আগেও এরকম অনেক ঘটনা দেখেছি। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন এটা একটা দুর্ঘটনা ছিল। এত দীর্ঘ সময় নিয়ে কেউ খুন করে না। তারা সবচেয়ে সহজ পথ বেছে নেয়, গুলি করা ছুরি চালানো এসব। আপনি তো জানেনই।"

"যদি তাদের অনেকগুলো খুন করতে হয় এবং সবগুলোকে একই রকমভাবে না করতে চায়...তখন?" লিবারম্যান চিন্তিতভাবে বললো।

"অনেকগুলো খুন?" হাস চোখ সরু করে জিজ্ঞেস করলো।

"আপনি একটু আগে বলছিলেন, আপনি আগেও এরকম ঘটনা দেখেছেন?" লিবারম্যান বললো।

"পরের দিনই, ডোরিঙের বোন এসে আমার কাছে চিৎকার করছিল ডোরিঙের বউ এবং স্প্রিঙ্গার নামের এক লোককে আটক করতে। এটা হয়তো আপনাকে উৎসাহিত করতে পারে, পুরো নামটা হলো উইলহেম স্প্রিঙ্গার।"

"হতে পারে," লিবারম্যান বললো, "কে সে?"

"একজন গায়ক। ডোরিঙের বউয়ের প্রেমিক। বউটা ডোরিঙের চাইতে বেশ কম বয়সি। দেখতেও দারুণ।"

"স্প্রিঙ্গারের বয়স কত?"

"আটত্রিশ কি ঊনত্রিশ। দুর্ঘটনার রাতে সে এপেন অপেরাতে শো করছিল।"

"আপনি কি আমাকে ডোরিং সম্পর্কে কিছু জানাতে পারবেন?" লিবারম্যান জানতে চাইলো। "তার বন্ধু কারা ছিল? সে কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করতো?" হাস মাথা নাড়লো। "আমার কাছে শুধু মৃতদেহের দরকারি তথ্যগুলো আছে।" সে তার সামনের ফোল্ডার থেকে একটি কাগজ বের করলো। "আমি তাকে মাত্র কয়েকবারই দেখেছি কিন্তু তার সাথে কখনো কথা হয় নি। সে এখানে আসে এক বছর আগেই। বয়স ছিল পয়ষট্টি। একশ সত্তর সেন্টিমিটার লম্বা, ওজন পঁচাশি কেজি..." সে লিবারম্যানের দিকে তাকালো। "ওহ্, আপনাকে বলা হয় নি, তার সাথে একটি বন্দুকও ছিল।"

"তাই?"

হাস হাসছে। "জাদুঘরে রাখার মত, একটা মাউজার। ঈশ্বরই জানেন, কত বছর ওটাতে তেল দেয়া হয় নি, পরিস্কার করা হয় নি, এমনকি গুলিও করা হয় নি।"

"এটা কি লোডেড অবস্থায় ছিল?"

"হ্যা, সে যদি গুলি করতো তাহলে হয়তো তার নিজের হাতই উড়ে যেত।"

"আপনি কি আমাকে তার বউয়ের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার দিতে পারবেন?" লিবারম্যান বললো। "তার বোন আর সেইসাথে বারের ঠিকানাটাও। তাহলে আমি নিজেই খোঁজ নিতে পারবো।"

হাস টাইপ করা কাগজ থেকে লেখাগুলো একটা প্যাডে তুললো। "আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি," সে বললো, "এ ব্যাপারে আপনি উৎসাহিত হলেন কি করে? ডোরিং তো যুদ্ধাপরাধী ছিল না, তাই না?"

লিবারম্যান তার দিকে তাকিয়ে থেকে কিছুক্ষণ পর বললো, "না, আমি যতটুকু জানি সে যুদ্ধাপরাধী ছিল না। তবে তেমন কারো সাথে যোগাযোগ থাকতে পারে।"

"আমি একটা গুজবের ব্যাপারে চেক করতে এসেছি। হতে পারে এসব কিছুই না। আমি আসলে তার এক বন্ধুর হয়ে খোঁজ করছি। তার কাছে মনে হয় এটা আসলে দুর্ঘটনা ছিল না।" লরেলি বারে এসে বারটেন্ডারকে বললো।

বারটেন্ডারের চোখ বড় হয়ে গেল। "কি বললেন, মানে কেউ ইচ্ছা করে...? ওহ্ খোদা," সে লিবারম্যানকে তার নামও জিজ্ঞেস করে নি, লিবারম্যানও বলে নি।

"সে কি নিয়মিত খদ্দের ছিল?"

বারটেন্ডার বললো, "ছিল মোটামুটি। প্রতি রাতে না তবে সপ্তাহে এক কি দু'বার আসতো।"

"সেই রাতে কি সে একাই বেরিয়ে গিয়েছিল?"

"হ্যা।"

"যাওয়ার আগে কি কারো সাথে ছিল সে?"

"সে একাই ছিল, আপনি এখন যেখানে আছেন ঠিক সেখানেই তবে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যায়।"

"ওহ্?"

"তাকে পঞ্চাশ মার্ক নোটের আট মার্ক ফেরত দিচ্ছিলাম, সে তা নেয়ার জন্যও অপেক্ষা করে নি। সে ভাল বকশিস দেয় কিন্তু এতোটা নয়। আমি ভেবেছিলাম পরে আবার আসলে তাকে বাকিটুকু ফিরিয়ে দেব।"

"পান করার সময় কি সে কিছু বলছিল?"

বারটেন্ডার মাথা নাড়লো। "সে রাতে খুবই ব্যস্ত ছিলাম। রাত আটটার পর থেকে পুরো হাউজফুল ছিলাম।"

"সে কারো জন্য অপেক্ষা করছিল?"

"দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল সে, কারো আসার অপেক্ষায় ছিল," বারের ওপাশ থেকে একজন বললো। মাথায় হ্যাট এবং ওভারকোট পরা এক বুড়ো।

"আপনি হের ডোরিংকে চিনতেন?"

"খুব ভাল করে," বুড়ো লোকটি বললো, "আমি শেষকৃত্যানুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। এতো কম লোক ছিল! আমি বিস্মিত।" বারটেন্ডারকে সে বললো, "জানো কে ছিল না সেখানে? অশেনওয়াল্ডার। এটা আমাকে বিস্মিত করেছে। তার কাছে আর কি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল?" সে গ্লাসটি দুহাত দিয়ে ধরে চুমুক দিল।

"মাফ করবেন," বারটেন্ডার লিবারম্যানকে বলে বারের আরেক দিকে চলে গেল, ওদিকে কয়েকজন লোক বসে আছে।

লিবারম্যানও উঠে টমেটো সসের গ্লাস এবং ব্রিফকেস হাতে নিয়ে বুড়ো লোকটির পাশে গিয়ে বসলো।

"সাধারণত সে এখানে আমাদের সাথেই বসতো।" বুড়ো লোকটি বলেই হাতের পিছন দিয়ে মুখ মুছলো। "কিন্তু সেই রাতে সে একাই ছিল, ঐদিকে মাঝখানে এবং দরজার দিকে নজর রেখেছে। কারো জন্য অপেক্ষা করছিল, বারবার ঘড়ি দেখছিল। হয়তো আগের রাতের সেলসম্যানটির জন্য অপেক্ষা করছিল। ডোরিং খুব বাচাল ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, সে ওখানে বসায় আমরা খুশিই হয়েছিলাম। কিন্তু সে উঠে এসে অন্তত হ্যালো বলতে পারতো, তাই না? আমাকে ভুল বুঝবেন না; আমরা তাকে পছন্দ করতাম। কিন্তু সে একই গল্প বারবার করে শোনাতো। ভাল গল্প, কিন্তু আপনি কতবার শুনতে পারেন? বারবার, একই গল্প। সে কিভাবে আর সবার চেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিল এসব আরকি।"

"সে তার আগের রাতে এক সেলসম্যানকে ঐসব গল্প শোনাচ্ছিল।" লিবারম্যান জিজ্ঞেস করলে বুড়ো লোকটি সায় জানালো।

"প্রথমে আমাদের সবাইকে শোনাচ্ছিল তারপর সে শুধু তাকেই বলেছে। ডোরিং বলছিল আর সে হাসছিল। প্রথমবারে ভালোই লাগে গল্পগুলো।"

"ঠিক, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।" বারটেন্ডার আবার তাদের সাথে যোগ দিল। "ডোরিং দুর্ঘটনার আগের রাতেও এসেছিল। পরপর দু'রাতে আসা তার জন্য কিছুটা অস্বাভাবিক।"

"আপনি জানেন, তার বউয়ের বয়স কত?" বুড়ো লোকটি জিজ্ঞেস করলো। "বিধবাকে আমি প্রথমে তার মেয়ে ভেবেছিলাম, পরে শুনলাম সে তার স্ত্রী।"

লিবারম্যান বারটেন্ডারকে জিজ্ঞেস করলো, "ঐ সেলসম্যানকে কি মনে আছে, যার সাথে সে কথা বলছিল?"

"আমি জানি না, সে সেলসম্যান ছিল কিনা," বারটেন্ডার বললো, "কিন্তু আমার মনে আছে, একটা চোখ কাঁচের ছিল, তার আঙুলগুলোও ছিল কেমন যেন।"

"তার বয়স কেমন ছিল?"

"পঞ্চাশ হবে হয়তো, কিংবা পঞ্চান্ন।" সে বুড়ো লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো, "তুমি কি বল?"

"সেরকমই হবে," বুড়ো লোকটি মাথা ঝাঁকালো।

লিবারম্যান তার কোলের উপর রেখে ব্রিফকেসটি খুললো। "আমার কাছে কিছু ছবি আছে অনেক আগের তোলা। আপনারা কি দেখে বলতে পারবেন ঐ সেলসম্যানটি এর মধ্যে আছে কিনা?"

"অবশ্যই।" বারটেন্ডার কাছে আসলে বুড়ো লোকটিও এগিয়ে এল।

ছবিগুলো বের করে লিবারম্যান জিজ্ঞেস করলো, "সে কি তার নাম বলেছিল?"

"মনে হয় না। বললেও আমার মনে নেই। কিন্তু চেহারাটা মনে আছে।"

জুসের গ্লাসটি একপাশে সরিয়ে বারের উপর তিনটি ছবি আলাদা করে রেখে ছবিগুলো তাদের দিকে এগিয়ে দিল লিবারম্যান।

বুড়ো লোকটি ঝুঁকে ছবিগুলো দেখতে লাগলো।

"এর সাথে ত্রিশ বছর যোগ করুন," লিবারম্যান বললো তাদেরকে।

"আমি চিনতে পারছি না," বুড়ো লোকটি বললো।

বারটেন্ডার ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে লিবারম্যানকে বললো, "যাদেরকে প্রায় একমাস আগে দেখেছি সেইসব লোকজনের তরুণ বয়সের ছবি দেখিয়ে আপনি আমাদেরকে বলতে পারেন না তাদেরকে চিনি কিনা।"

"একমাস না, তিন সপ্তাহ আগের," লিবারম্যান বললো।

"তারপরও।"

বুড়ো লোকটি পান করছে।

লিবারম্যান তাদেরকে বললো, "এই লোকগুলো অপরাধী। আপনাদের সরকার তাদের খুঁজছে।"

"আমাদের সরকার?" বুড়ো লোকটি বললো, "আপনার সরকার নয়।"

"ঠিক বলেছেন," লিবারম্যান বললো, "আমি অস্ট্রিয়ান।"

বারটেন্ডার চলে গেলে বুড়োটা তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

লিবারম্যান ছবিগুলো তুলে নিয়ে বললো, "এই সেলসম্যানই হয়তো আপনার বন্ধু ডোরিংকে খুন করেছে।"

লিবারম্যান ছবিগুলো ব্রিফকেসে রেখে উঠে দাঁড়ালো।

বারটেন্ডারটি ফিরে এসে বললো, "দুই মার্ক।"

লিবারম্যান একটি পাঁচ মার্কের নোট রেখে বললো। "ফোন করার জন্য কিছু কয়েন দেবেন দয়া করে।"

সে বুথে গিয়ে ডোরিঙের বউয়ের নাম্বারে ডায়াল করলে লাইনটি ব্যস্ত পেল। ডোরিঙের বোনের নাম্বারেও চেষ্টা করলো। কোনো উত্তর নেই।

সে বুথে দাঁড়িয়ে ভাবছে ডোরিঙের বউয়ের সাথে কি বলবে। সে হয়তো লিবারম্যানের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করতে পারে। যদি নাও করে, তবে সে হয়তো কোনো অপরিচিতের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলবে না। কিন্তু সে কি তার সাথে দেখা করতে রাজি হবে?

ফ্রাও ডোরিঙের নাম্বারে আবার চেষ্টা করলো সে। ওপাশে রিং হবার শব্দ শোনা গেল।

"হ্যালো," মহিলা কণ্ঠ শোনা গেল।

"ফ্রাও ক্লারা ডোরিং বলছেন?"

"হ্যা, কে বলছেন?"

"আমার নাম ইয়াকভ লিবারম্যান, ভিয়েনা থেকে এসেছি আমি।"

"ইয়াকভ লিবারম্যান? আপনি কি সেই...যিনি নাৎসিদের খুঁজছেন?" বিস্মিত তবে রাগ করে নি বলেই মনে হল।

"হ্যা," লিবারম্যান বললো, "আমি এখন গ্ল্যাডবেকে আছি, ফ্রাও ডোরিং। আমি খুবই খুশি হব যদি আপনি আমাকে কিছুক্ষণ সময় দেন। আমি আপনার স্বামীর ব্যাপারে কিছু কথা বলবো। আমার মনে হয় আপনার স্বামী তার অজান্তেই কোনো কিছুর সাথে জড়িত ছিল। আমি কি আপনার সাথে কথা বলতে পারি? আপনি যখন বলেন, তখনই।"

"এমিল কিছুর সাথে...?"

"হয়তো। তবে তার নিজের অজান্তেই। আমি আপনাদের এদিকেই আছি। আমি কি আসতে পারি? নাকি আপনি অন্য কোথাও আমার সাথে দেখা করবেন?"

"না, আমি পারবো না।"

"ফ্রাও ডোরিং, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

"এখন নয়, আজকে একেবারে অসম্ভব।"

"তাহলে কাল? আমি আপনার সাথে কথা বলার জন্যই গ্ল্যাডবেকে এসেছি, ফ্রাও ডোরিং।"

"ঠিক আছে। আমি তিনটা পর্যন্ত কাজ করি। আপনি চারটার দিকে আসতে পারেন।"

"বারো, ফ্রাঙ্কেনস্ট্রাস, তাই না?"

"হ্যা, তেত্রিশ নাম্বার অ্যাপার্টমেন্ট।"

"ধন্যবাদ, কাল চারটায়। ধন্যবাদ ফ্রাও ডোরিং।"

সে ফোন রেখে বারটেন্ডারকে যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেদিকে যাবার রাস্তার হদিস জানতে চাইলো।

"রাস্তাটা কোন্‌দিকে?"

"ঐ দিকে," বারটেন্ডার লোকটি আঙুল দিয়ে একদিকে দেখিয়ে দিল।

লিবারম্যান বার থেকে বেরিয়ে একটি সরু রাস্তা পেরিয়ে জনাকীর্ণ এক বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লো।

রাস্তার দুপাশের বাড়িগুলো দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল সে। কিছুক্ষণ পর ফ্রাঙ্কেনস্ট্রাস স্ট্রিটে পৌছে বারো নম্বর বাড়িটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বড় একটি অ্যাপার্টমেন্ট হাউস, দেখতে অনেকটা আধুনিক ধাচের। সামনে ছোট একটা লন। কাঁচের দরজার ভেতর দিয়ে বাড়ির ভেতরে এক মহিলা এবং শিশুকে খেলতে দেখলো। তারপর ঘুরে তার হোটের শালটেনহফের দিকে চলে গেল সে।

হোটেলে পৌছে সে আবারো ডোরিঙের বোনের নাম্বারে চেষ্টা করলো।

"ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, যেই হও না কেন!" এক মহিলা কণ্ঠ তাকে অভিবাদন জানালো। "আমরা এইমাত্র এই বাসায় উঠলাম! তুমিই প্রথম ফোন করলে!"

ভাল। সে বুঝতে পেরেও জিজ্ঞেস করলো, "ফ্রাও টোপাট কি আছেন?"

"ওহ্, না। আমি দুঃখিত, সে ক্যালিফোর্নিয়াতে চলে গেছে কিংবা পথে আছে। আমরা গত পরশুদিন তার কাছ থেকে বাসাটি কিনে নিয়েছি। সে তার মেয়ের সাথে থাকতে চলে গেছে। তুমি কি ঠিকানা চাও? আমার কাছে আছে।"

"না, ধন্যবাদ।" লিবারম্যান জবাব দিল।

"সবই এখন আমাদের ফার্নিচার, গোল্ডফিশ, এমনকি সবজিগুলোও। তুমি কি বাড়িটি চেনো।"

"না।"

"ওহ্! এটা আমাদের জন্য একেবারে পারফেক্ট। তুমি নিশ্চিত, তুমি ঠিকানা চাও না।"

'না, ধন্যবাদ। গুড লাক।"

"তোমাকেও ধন্যবাদ।"

সে ফোন রেখে দিল।

গোসল সেরে ঔষধ খেয়ে ফ্রিদা মেলোনির বিচারের ব্যাপারে আর্টিকেলটির বাকি অংশ লিখতে বসলো।

*

দরজার পাল্লাটি একটু খুললে একটি ছেলে মাথা বের করলো। ছেলেটির বয়স তের কি চৌদ্দ হবে।

ভুল ঠিকানায় চলে আসলো কিনা ভেবে একটু বিস্মিত হল লিবারম্যান। সে জিজ্ঞেস করলো, "এটা কি ফ্রাও ডোরিঙের অ্যাপার্টমেন্ট?"

"আপনি কি হের লিবারম্যান?"

"হ্যা।"

দরজাটি লেগে গেলে ভেতরে চেইন খোলার শব্দ শোনা গেল।

ছেলেটি হয়তো তার নাতি হবে, লিবারম্যান ভাবলো, অথবা ছেলেও হতে পারে, যেহেতু ফ্রাও ডোরিং মিঃ ডোরিঙের চাইতে বয়সে ছোট ছিল। হয়তো বা প্রতিবেশী কেউও হতে পারে। যেই হোক না কেন, ছেলেটি এবার পুরো দরজাটি খুলে দিলে লিবারম্যান ভেতরে প্রবেশ করলো। ভেতরে ঢুকে সে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলো, "ফ্রাও ডোরিং কি বাসায় আছেন?"

"ফোনে কথা বলছে।"

"তুমি কি তার নাতি?" জানতে চাইলো সে।

"ছেলে।"

লিবারম্যান ব্রিফকেস নামিয়ে রেখে কোট খুলে ছেলেটির দিকে বাড়িয়ে দিল। কোটটি একটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলো ছেলেটি। যেখানে হ্যাটগুলো রাখা সেদিকে লিবারম্যান পাখির মতো কিছু একটা দেখতে পেল।

"ওটা কি পাখি?" লিবারম্যান জানতে চাইলো।

"হ্যা, ওটা আমার বাবার।" বলে ছেলেটি দরজা লাগিয়ে লিবারম্যানের পাশে দাঁড়ালো।

লিবারম্যান তার ব্রিফকেসটি উপরে ওঠালো।

"আপনি কি নাৎসিদের ধরার পর মেরে ফেলেন?" ছেলেটি জিজ্ঞেস করলো।

"না," লিবারম্যান জানালো।

"না কেন?"

"এটা আইন বহির্ভূত কাজ। তাছাড়া, তাদের বিচার করাটাই ভালো, এভাবেই বেশি মানুষ তাদের সম্পর্কে জানতে পারে।"

"কি জানতে পারে?" ছেলেটিকে বিস্মিত মনে হচ্ছে।

"তারা কে ছিল...কি করেছে?"

ছেলেটি লিভিংরুমের দিকে ঘুরলো।

সেখানে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে, খাটো এবং ব্লন্ড চুল, গায়ে একটি

জ্যাকেট আর কালো স্কার্ট, প্রায় চল্লিশে পরা এক সুন্দরী মহিলা।

" ফ্রাও ডোরিং," লিবারম্যান তার দিকে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। "আমার সাথে দেখা করার জন্য ধন্যবাদ," লিবারম্যান বললো। মহিলার চোখ দুটো হালকা নীলচে, তার গা থেকে পারফিউমের মিষ্টি ঘ্রাণ আসছে।

সে লজ্জিতভাবে বললো, "আমি কি আপনার কোনো পরিচয়পত্র দেখতে পারি।"

"অবশ্যই," বললো লিবারম্যান, "ভালো হয়েছে আপনি জিজ্ঞেস করেছেন," বলেই জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকালো সে।

"আমি নিশ্চিত...আপনি যে বলেছেন, সেই লোকই। কিন্তু আমি..."

"তার হ্যাটেই তার পরিচয় আছে," লিবারম্যানের পেছন থেকে ছেলেটি বললো, "ওয়াই.এস.এল।"

লিবারম্যান তার পাসপোর্টটি ফ্রাও ডোরিঙের হাতে দিয়ে হাসলো। "আপনার ছেলে তো দেখি গোয়েন্দা।" কথাটা বলেই ছেলেটির দিকে ঘুরে তাকালো সে।

"খুবই ভাল। আমি তোমাকে লক্ষ্য করতেও দেখি নি।"

ছেলেটিও হাসলো।

পাসপোর্টটি ফিরিয়ে দিল ফ্রাও ডোরিং। "হ্যা, সে খুবই চালাক।" ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললো, "শুধু একটু অলস। এখন তার প্র্যাকটিস করার কথা।"

"আমি একই সাথে দরজা খুলতে এবং নিজের রুমে থাকতে পারি না," ছেলেটি কিছুটা রাগের সাথেই জবাব দিল।

"আমি জানি, ডার্লিং, একটু মজা করছিলাম।"

ছেলেটি হলওয়ের দিকে চলে গেল।

"আসুন, বসুন, হের লিবারম্যান," ফ্রাও ডোরিং লিবারম্যানকে বললো। জোরে দরজা লাগানোর শব্দ শোনা গেল এ সময়। "আপনি কি কফি খাবেন?"

"না, ধন্যবাদ, আমি কিছুক্ষণ আগেই এক কাপ চা খেয়েছি।"

"বিটনারে? আমি ওখানেই কাজ করি। সেখানে আটটা থেকে তিনটা পর্যন্ত কাজ করি।"

"আপনার জন্য নিশ্চয়ই সুবিধাজনক।

"হ্যা, এরিক বাসায় ফেরার আগেই ফিরে আসি আমি। সোমবার থেকে শুরু করেছি। ভালোই লাগছে!"

"প্রথমেই" লিবারম্যান বললো, "আমি আপনার প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। সবকিছুই এখন নিশ্চয়ই আপনার জন্য কঠিন।

"ধন্যবাদ," ফ্রাও ডোরিং বললো।

ওপরে ক্ল্যারিনেট বাজানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। মহিলা তার দিকে তাকিয়ে হাসলো। "সে খুবই ভাল বাজায়।"

"তাই তো দেখছি," লিবারম্যান বললো। "গতকাল তার সাথে ফোনে কথা হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম বয়স্ক কেউ হবে। সে কি আপনার একমাত্র সন্তান?"

"হ্যা," গর্বের সাথে বললো মহিলা, "সে মিউজিকে তার ক্যারিয়ার গড়ার কথা ভাবছে।"

"তার বাবা নিশ্চয়ই তার জন্য যথেষ্ট সম্পদ রেখে গেছেন," লিবারম্যান বললো। "আপনার স্বামী কি তার সব সম্পদ এরিক এবং আপনাকে দিয়ে গেছেন?"

বিস্মিত ফ্রাও ডোরিং জানালো, "শুধু আমাদেরকে নয়, তার এক বোনকেও দিয়ে গেছে। আপনি এসব জানতে চাচ্ছেন কেন?"

লিবারম্যান জানালো, "কেন দক্ষিণ আমেরিকার নাৎসিরা তাকে খুন করতে পারে সেটা নিয়ে আমি অনুসন্ধান করছি।"

"এমিলকে খুন করতে?"

"অন্যদেরকেও।"

"আর কারা?" সে তার কাছে জানতে চাইলো।

"সে যে গ্রুপের সদস্য তাদেরকে। বিভিন্ন দেশের লোকজন।"

তাকে কিছুটা বিস্মিত মন হচ্ছে। "এমিল কোনো গ্রুপের সদস্য ছিল না। আপনি কি বলতে চান, সে একজন কমিউনিস্ট ছিল? আপনি ভুল বলছেন, হের লিবারম্যান।"

"সে জার্মানির বাইরে থেকে চিঠি বা ফোন পেত না?"

"না, এখানে কখনোই না। তার অফিসে জিজ্ঞেস করুন, হয়তো তারা কোনো গ্রুপের কথা জানতে পারে, আমি জানি না।"

"আমি সেখানে গিয়েছিলাম আজ সকালে, তারাও কিছু জানে না।"

"একবার," ফ্রাও ডোরিং বললো, "তিন কি চার বছর আগে, তার বোন ফোন করেছিল আমেরিকা থেকে, তখন সে ওখানে বেড়াতে গিয়েছিল। এটাই একমাত্র বিদেশী ফোন, আমার যতটুকু মনে পড়ে। ওহ্ , আরেকবার, তারো অনেক আগে, তার প্রথম স্ত্রীর ভাই ফোন করেছিল, ইতালির কোথাও থেকে। তাকে প্লাটিনাম বা সিলভারের ব্যবসার যোগ দিতে বলেছিল।"

"তিনি কি ব্যবসা শুরু করেছিলেন?"

"না, সে তার টাকার ব্যাপারে খুবই সাবধানী ছিল। আমি বুঝতে পারছি না," ফ্রাও ডোরিং বললো, "এমিল খুন হয় নি।"

"হতে পারে," লিবারম্যান জানালো, "খুন হবার আগের রাতে এক

সেলসম্যানের সাথে তার পরিচয় হয়েছিল। হয়তো তাদের ঐ বিল্ডিংয়ে দেখা করার কথা ছিল। ঐ সেলসম্যানকেও রাত দশটা পর্যন্ত বারে দেখা যায় নি।"

"সে কারো সাথে ঐরকম একটা বিল্ডিংয়ে দেখা করতে রাজি হবে না," মহিলা জানালো। "এমনকি ভাল করে তাকে চিনলেও। সে মানুষজনের ব্যাপারে সবসময় সন্দেহ পোষণ করতো। আচ্ছা, নাৎসিরা কেন তার ব্যাপারে উৎসাহি হবে?"

"সে ঐ রাতে পিস্তল সাথে রেখেছিল কেন?"

"সে সবসময়ই রাখতো।"

"সবসময়?"

"সবসময়, যতদিন থেকে আমি তাকে জানি। সে আমাকে প্রথমদিনই দেখিয়েছিল। আপনি কি বিশ্বাস করতে পারেন প্রথম ডেটেই সাথে করে পিস্তল নিয়ে আসা। তার চেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে, তাকে আমার ভালো লেগে যায়।"

"সে কাকে ভয় করতো?" জিজ্ঞেস করলো লিবারম্যান।

"সবাইকে, অফিসের লোকদের, যারা শুধুমাত্র তার দিকে তাকাতো, তাদেরও..." কথাগুলো ফ্রাও ডোরিং একটু ইতস্তত করে বললো, "সে আসলে পাগল না, কিন্তু স্বাভাবিকও ছিল না। আমি তাকে একবার এক ডাক্তারের সাথে দেখা করতে বলেছিলাম। টিভিতে একবার এক প্রোগ্রামে দেখিয়েছিল, তাদের মতো লোকদের নিয়ে, তারা ভাবে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পর আমি তাকে এ ব্যাপারে জানালাম–সে কি বলল জানেন, আমিও তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছি! তাকে পাগল সাব্যস্ত করার চেষ্টা করছি নাকি। সে আমাকে আরেকটু হলে গুলি করে বসেছিল সে-রাতে!" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললো, "সে কি আপনাকে জানিয়েছিল, নাৎসিরা তার পেছনে লেগে আছে?"

"না, না।"

"তাহলে আপনি এমনটা ভাবছেন কেন?"

"আমি একটা গুজব শুনেছি।"

"এটা ভুল হবে। আমাকে বিশ্বাস করুন, নাৎসিদের তো ওকে পছন্দ করার কথা। সে ইহুদি-বিদ্বেষী, ক্যাথলিক-বিদ্বেষী, স্বাধীনতা-বিদ্বেষী, সবকিছুর বিপক্ষে ...সবার বিপক্ষে, শুধু সে নিজে ছাড়া।"

"সে কি নাৎসি ছিল?"

"হতে পারে। সে বলেছিল সে নাৎসি না, কিন্তু আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না, কারণ ১৯৫২'র আগে তার সাথে আমার দেখা হয় নি। সম্ভবত সে ছিল না।"

"সে যুদ্ধের সময় কি করছিল?"

"আর্মিতে ছিল, সম্ভবত কর্পোরাল পোস্টে। সে সাপ্লাই ডিপো বা এরকম কোনো জায়গায় ডিউটি করতো।"

"সে কি কখনো সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি?"

"সে খুবই 'চালাক' ছিল। শুধুমাত্র 'বোকারাই' যেত সরাসরি যুদ্ধে।"

"তার জন্ম হয়েছিল কোথায়?"

"লপেনডাল, এজেনের উল্টোদিকে।"

"ওখানেই বাস করতো?"

"হ্যা।"

"সে কি কখনো গুন্ডবার্গে ছিলো?"

"কোথায়?"

"গুন্ডবার্গে, উলমের কাছে।"

"আমি কখনো শুনি নি।"

"সে কি কখনো 'মিঙ্গল' নামের কথা উল্লেখ করেছে?"

মহিলাকে এখন কিছুটা বিরক্ত মনে হচ্ছে।

"আর মাত্র কয়েকটা প্রশ্ন," লিবারম্যান বললো, "আমার মনে হচ্ছে আমি বুনো হাঁস শিকারে নেমেছি।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে," মহিলা হাসতে হাসতে বললো।

"সে কি গুরুত্বপূর্ণ কারো সাথে জড়িত ছিল? সরকারের কারো সাথে?"

"না," কিছুক্ষণ ভেবে জবাব দিলো।

"আপনার সাথে তার বিয়ের কতদিন হয়েছে?"

"একুশ বছর। চৌঠা আগস্ট, ১৯৫২।

"এতদিনে আপনি কখনো শোনেন নি, সে কোনো গ্রুপের সদস্য ছিলো কিনা?"

"না, কখনো না," মাথা নাড়িয়ে জানালো সে।

"কোনো ধরণের নাৎসিবিদ্বেষী কাজ?"

"কখনোই না। সে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটদের ভোট দিয়েছে কিন্তু তাদের সাথে জড়িত হয় নি।"

লিবারম্যান শক্ত সোফায় পিঠ দিয়ে বসে নাক ঘষতে লাগলো।

"আপনি কি আমাকে বলবেন, কে তাকে খুন করেছে?" ফ্রাও ডোরিং জিজ্ঞেস করলে সে তার দিকে তাকালো। মহিলা একটু এগিয়ে এসে ঝুঁকে বললো, "ঈশ্বর একুশ বছরের অসুখী জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছে আমাকে, এরিকও ভালো একজন বাবা পাবে যে ওকে সাহায্য করবে, ভালবাসবে, মিউজিশিয়ান হতে চাওয়ার জন্য তাকে মুর্খ বলে গালি দেবে না। এমিলের উপর ঐ দেয়াল ধসে পড়ার জন্য আমি প্রতি রাতে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই।

সে আরো আগেই করতে পারতো এটা, তবুও তাকে ধন্যবাদ।" পিছিয়ে গিয়ে বসে পড়লো সে। "ও কি ভাল বাজায় না? নামটি মনে রাখবেন। এরিক ডোরিং। একদিন কনসার্ট হলের বাইরে ওর পোস্টার দেখবেন।"

লিবারম্যান যখন ফ্রাঙ্কেনস্ট্রাস ১২ থেকে বেরিয়ে এল ততক্ষণে সন্ধ্যা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। রাস্তা ভর্তি গাড়ি এবং ট্রলির ভিড়। সে ধীরে ধীরে হাটছে, ব্রিফকেসটা হাতে ধরা।

ডোরিং কোনো কাজে এলো না। বৃথা, শুধু তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, আর কারো কাছে নয়। বারের ঐ সেলসম্যান শুধুই একজন সেলসম্যান। ঐ রাতে দ্রুত বেরিয়ে পড়াটা একটি দুর্ঘটনা? বার থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাবার হাজারটা কারণ থাকতে পারে।

তার মানে ষোলোই অক্টোবরের খুন হওয়া ব্যক্তিটি সম্ভবত ফ্রান্সের অথবা সুইডেনের। অথবা অন্য কোনো জায়গার, তার খবর রয়টার্স মিস করেছে। অথবা হতে পারে কেউই না।

ব্যারি ব্যারি! তুমি আমাকে কেন ফোন করেছিলে? ভাবতে ভাবতে সে ফ্রাঙ্কেনস্ট্রাসের দক্ষিণ দিকের রাস্তা দিয়ে হাটছে।

উত্তর দিকের রাস্তায় মুন্ডও হাটছে, মুখে জ্বলন্ত সিগারেট আর বগলের নিচে ভাঁজ করা পত্রিকা।

*

মিঙ্গল ফোনের ওপাশ থেকে শুনতে পেল, "আমাদের প্রথম লোক, ডোরিং যেখানে বাস করতো, লিবারম্যান সেখানে গিয়েছিল। লিবারম্যান সেখানে যোদ্ধাদের ছবি দেখাচ্ছে, ওভার।"

মিঙ্গল যা শুনলো তা কোনোরকমে হজম করে মাইক বোতামে চাপ দিয়ে বললো, "তুমি কি কথাগুলো আবার বলবে, কর্নেল? আমি পুরোপুরি শুনতে পারি নি, ওভার।" পরের বার সে ঠিকমতোই শুনতে পেল।

"আমি বলবো না, এটা ফেলে দেয়ার মতো কোনো ঘটনা," সে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললো, "কিন্তু সে যেহেতু খবর নিতে গিয়েছে, তার মানে সে এখনো অন্ধকারে আছে, ওভার।"

"সে ডোরিঙের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিল, সেখানে অন্ধকার ছিল না। সে বিকেল চারটায় গিয়েছিল, প্রায় এক ঘণ্টা সেখানে ছিল, ওভার।"

"হায় ঈশ্বর," মিঙ্গল আবারো ঐ বোতামে চাপ দিয়ে বললো, "তাহলে তো আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই একটা ব্যবস্থা নিতে হয়। তোমার কি তাই মনে হয় না? ওভার।"

"আমরা চিন্তা করে দেখছি। কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হলে সাথে সাথে জানতে পারবো। এছাড়া কিছু ভালো খবরও আছে। মুন্ড নির্দিষ্ট দিনেই কাজ সেরেছে। হেজেনও তাই। ফার্নবাখও ফোন করেছিল, সে বেশ চমকপ্রদ তথ্য জানিয়েছে। তার লোকটি নাকি তারই পুরোনো কমান্ডার ছিল, যে কিনা যুদ্ধের পর সুইডিশ পরিচয় গ্রহণ করেছিল। ফার্নবাখ নিশ্চিত ছিল না আমরা জানতাম কিনা। ওভার।"

"সে আবার বাদ দেয় নি তো? ওভার।"

"ওহ্, না, সে শিডিউলের আগেই কাজ করে ফেলেছে। তো, তুমি তোমার চার্টে আরো তিনটে দাগ কাটতে পারো। ওভার।"

"আমার মনে হয় শীঘ্রই লিবারম্যানের ব্যবস্থা করা দরকার," মিঙ্গল বললো, "যদি সে এখানেই থেমে না থাকে? মুন্ড কাজটা করতে পারবে, তাছাড়া আমরা এখন যে সমস্যাতে আছি, তাকে সরিয়ে দিলে সমস্যা বরং একটু কমবে। ওভার।"

"যদি সে জার্মানিতে থাকাকালীন এ-কাজ কর, তাহলে আমি সায় দিতে পারবো না। ওভার।"

"তাহলে সে জার্মানি ছাড়ার পরই কাজটা করে ফেলি? ওভার।"

"আমরা তোমার মতামত অবশ্যই মাথায় রাখবো, জোশেফ। তোমাকে ছাড়া একাজ কোনোভাবেই সম্ভব হতো না। আমরা জানি তুমি কতটা কষ্ট করেছ এ-কাজের জন্য। ওভার অ্যান্ড আউট।"

মিঙ্গল মাইক্রোফোনের দিকে তাকিয়ে সেটা নামিয়ে রাখলো। ইয়ারফোনগুলো কান থেকে নামিয়ে রেডিওটা বন্ধ করে দিল সে।

স্টাডি থেকে বেরিয়ে বাথরুমে গিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা বারান্দায়, চলে এসে বললো, "দুঃখিত", বলেই জেনারেল ফারিনা এবং ফ্রাঞ্জ মার্গট শিফের সাথে আবারো ব্রিজ খেলতে বসে গেল।

সবাই চলে যাবার পর ফ্লাশলাইট হাতে হাটতে হাটতে নদীর পাড়ে গেল চিন্তা করতে। সেখানে গিয়ে একটি ময়লা ড্রামের পাশে বসে সিগারেট ধরালো সে। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে লাগলো।

অধ্যায় ৪

"এগারো জনের মধ্যে মাত্র চারজন," ক্লস ভন পালমেন তার সামনে রাখা মোটা সসেজটি কাটতে কাটতে বললো, "এখুনি থেমে যাওয়াটা কি একটু জলদি হয়ে যাচ্ছে না?"

"থামার কথা কে বলেছে?" লিবারম্যান বললো, "আমি বলেছি, আমি সেই ফার্গেস্টাতে যেতে পারবো না। আমি বলি নি যে, আমি অন্য জায়গায় যাব না, এবং এটাও বলি নি, আমি অন্য কাউকে ফার্গেস্টাতে পাঠাবো না। এমন কাউকে পাঠাবো যার সেখানকার ভাষা জানা আছে।"

তারা ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টের ফাইভ কন্টিনেন্ট রেস্তোরাঁতে বসে আলাপ করছে। শনিবার রাত, নয়ই নভেম্বর। লিবারম্যান ভিয়েনাতে ফেরার পথে এখানে দুই ঘণ্টার বিরতি নিয়েছে এবং ক্লস ম্যায়হেম থেকে গাড়ি চালিয়ে এসেছে তার সাথে দেখা করতে। প্রথমে লিবারম্যান ভেবেছিল 'রেস্তোরাঁটি বেশ ব্যয়বহুল' কিন্তু ছেলেটির ভাল খাবার পাওনা আছে ভেবে সে এখানেই বসেছে। ছেলেটি শুধু ফোরজেইমের লোকটির ব্যাপারেই চেক করে নি, যে কিনা লাফিয়ে পড়েছে, কোন ধাক্কা নয়, যা অন্তত পাঁচজন লোক দেখেছে। বৃহস্পতিবার রাতে লিবারম্যানের সাথে কথা বলার পর সে ফ্রেইবার্গেও গিয়েছিলে। তাছাড়া তারা কোনো সস্তা বারে বসে এই ব্যাপারে আলোচনা করতে পারে না, তাই না?

আগাস্ট মোর, সলিংগেনে একটি কেমিকেল প্ল্যান্টের নাইট গার্ড ছিল। ফায়ার সার্ভিসের অফিসাররা তদন্ত করে দেখেছে, যে বিস্ফোরণে তার মৃত্যু হয়েছে সেটি কোনো পূর্বপরিকল্পিত বিস্ফোরণ হতে পারে না। এছাড়া এমিল ডোরিঙের মত তারও কোনো নাৎসি ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। অর্ধ-শিক্ষিত, দরিদ্র, প্রায় ছয় বছর আগে স্ত্রী মারা গেছে, সে তার মায়ের সাথে একটা বোর্ডিং হাউসে থাকতো। যুদ্ধের সময়সহ, তার জীবনের বেশিরভাগ সময়ই সে সলিংগেন স্টিল মিলে কাজ করেছে। দেশের বাইরে থেকে কোনো চিঠি বা ফোন কল? তার বাড়িওয়ালী শুনে হেসেছিল। "দেশের ভেতর থেকেই আসতো না, স্যার।"

ক্লস, ফ্রেইবার্গে গিয়ে ভেবেছিল সে এবার কিছু খুঁজে পাবে। ঐ লোকটি পানি অধিদপ্তরের একজন কেরাণি ছিল। যোশেফ রাজেনবার্গার। তাকে ছুরি মেরে তার সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, তার বাসার কাছ থেকেই এবং একজন প্রতিবেশী আগের রাতে কাউকে ঐ বাসার দিকে চোখ রাখতে তার দেখেছে।

"কাঁচের চোখওয়ালা এক লোক?"

"সে হয়তো ভালভাবে খেয়াল করে নি, সে অনেক দূর থেকে দেখেছে। ছোট একটা গাড়িতে এক বিশালদেহী লোক ধুমপান করছিল, পুলিশকে এটাই বলেছে। সলিংগেনেও কি কাঁচের চোখওয়ালা লোকই ছিল?"

"গ্ল্যাডবেকে, বলে যাও।"

"কিন্তু, রজেনবার্গার কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে জড়িত ছিল না। ছোটবেলাতেই একটা ট্রেন দুর্ঘটনায় হাটুর নিচ থেকে সে দু'পা হারায়, ফলে সে মিলিটারিতে যোগ দিতে পারে নি। সে একজন ভাল স্বামী এবং বাবা ছিল। তার সব সম্পত্তির মালিক হয়েছে তার বউ। সে নাৎসিদের পছন্দ করতো না এবং তাদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। জন্ম সোয়েননিজেনে। কখনো গুন্ডবার্গে যায় নি।"

বোরিং, মুলার, মোর, রজেনবার্গার এদের একজনও কোনোভাবেই নাৎসিদের হাতে খুন হতে পারে না। এগারো জনের মধ্যে চারজন।

"আমি স্টকহোমে এক লোককে চিনি," লিবারম্যান বললো, "খুবই চালাক। সে ফার্গেস্টাতে যেতে পারলে খুশিই হবে। সেখানে একজন লারসন এবং বোর্দোতে আরেক জন, এই দুই জনের ব্যাপারে চেক করতে হবে। ব্যারি ষোলই অক্টোবরের কথা বলেছিল। যদি এই দুইজনের মৃত্যুর সাথে নাৎসিদের কোনো হাত না থাকে, তাহলে ব্যারি হয়তো ভুল ছিল।"

"হতে পারে, আপনি সঠিক লোকের ব্যাপারে শোনেন নি কিংবা সে হয়তো অন্য কোনো দিনে খুন হতে পারে।"

"হতে পারে," লিবারম্যান বললো, "পুরো ব্যাপারটাই এটা 'হতে পারে', 'যদি', 'হয়তো' এসব। সে আমাকে ফোন না করলেই ভালো হত।"

"সে ঠিক কি বলেছিল? এসব কিভাবে ঘটবে?"

লিবারম্যান পুরো গল্পটা তাকে শোনাল।

ওয়েটার তাদের প্লেটগুলো নিয়ে গেলে ক্লস বললো, "আপনি কি ভেবেছেন, আপনার নামও লিস্টে যোগ হতে পারে? এমনকি এটা যদি মিঙ্গল নাও হয়ে থাকে- অন্য কোনো নাৎসি হলেও, সে অবশ্যই খুঁজে বের করবে, ব্যারি কার সাথে কথা বলছিল। হোটেল অপারেটর হয়তো জানাতো।"

লিবারম্যান হাসলো, "আমার বয়স মাত্র বাষট্টি, আমি কোনো সরকারি কর্মচারীও নই।"

"কৌতুক করবেন না। যদি খুনিদের পাঠানো হয় তাহলে অতিরিক্ত একটা খুনের নির্দেশ দিতে বাধা কোথায়?"

"তাহলে বলা যায়, যেহেতু আমি এখনো বেঁচে আছি তার মানে খুনিদের পাঠানো হয় নি।"

"হয়তো তারা কিছুদিন অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অথবা হয়তো পুরো ব্যাপারটাই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।"

"দেখছো, আমি যা বলছিলাম, 'যদি' এবং 'হয়তো'।"

"আপনি কি ভেবেছেন, আপনি বিপদের মধ্যে আছেন?"

ওয়েটার আবার এসে তাদের চা এবং কফি দিয়ে গেল।

"আমি অনেকদিন ধরেই বিপদের মধ্যে আছি, ক্লস। আমি এসব ব্যাপার নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাই না। কারণ তাহলে আমাকে সেন্টারটি বন্ধ করে দিয়ে অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে হত। তবে তুমি ঠিক বলেছ, 'যদি' খুনিদের পাঠানো হয়ে থাকে, তাহলে আমি 'হয়তো' তাদের লিস্টে থাকতে পারি। তাদের খুঁজে বের করতে পারলেই এর সমাধান জানা যাবে। আমি বোর্দোতে যাব পিওয়ারের ব্যাপারে চেক করতে এবং আমার স্টকহোমের বন্ধুটি যাবে ফার্গেস্টাতে। আর ঐ লোকগুলোও খুন না হয়ে থাকে তাহলে আমি আরো কয়েক জনের ব্যাপারে চেক করবো নিশ্চিত হবার জন্য।"

"সুইডিশ ভাষা বলতে পারলে আমিই ফার্গেস্টোতে যেতে পারতাম," নিজের কফিতে চুমুক দিতে দিতে ক্লস বললো।

"কিন্তু তোমার জন্য আমাকে একটি টিকিট কিনতে হত, ঠিকই? অথচ পিওয়ারের জন্য, আমার তা করতে হবে না। দুর্ভাগ্যবশত, এটা একটা চিন্তা করার বিষয়। এছাড়া, তোমার এত ঘন ঘন ক্লাস মিস করা উচিত হচ্ছে না।

"সারা মাস জুড়ে সব ক্লাস মিস করলেও আমি বেশ ভালভাবেই আমার গ্র্যাজুয়েশন শেষ করতে পারবো।"

"ওহ্! খুবই মেধাবী। আমাকে তোমার সম্পর্কে বল, তুমি এত বুদ্ধিমান হলে কি করে।"

"আমি আপনাকে আমার সম্পর্কে এমন কিছু বলতে পারি, যা আপনাকে খুবই বিস্মিত করবে, হের লিবারম্যান।"

লিবারম্যান মনোযোগ দিয়ে সহানুভূতির সাথে তার কথা শুনলো।

ক্লসের বাবা-মা প্রাক্তন নাৎসি। তার মা হিমলারে'র কাছের লোক ছিল এবং বাবা ছিল রুফটওয়াফোর একজন কর্নেল।

তাকে যেসব জার্মান ছেলেমেয়েরা সাহায্য করতে চেয়েছে তাদের একটা বড় অংশই প্রাক্তন নাৎসিদের সন্তান। এটা একটা ব্যাপার যা তাকে চিন্তা করতে বাধ্য করেছে যে, ঈশ্বর আছেন এবং কাজ করছেন, যদিও ধীরে।

*

"আমরা ভয়ানক একটা কাজ করছি।"

"না, আমরা চমৎকার একটা কাজ করছি। এমনটা শুধুমাত্র সিনেমাতেই দেখা যায়।"

"টুপেন্স বলেছিল, তুমি আমার নামই ভুলে গিয়েছ।"

"মার্গারেট, মেগ।"

"পুরো নাম।"

"রেনল্ডস"

"তুমি কি এখানে সেটেলড হবার চিন্তা করছ? আমি সোজাসাপ্টা জবাব জানতে চাইছি।"

"আমি এড়িয়ে যেতে চাইছি না, মেগ। তবে আমি সম্ভবত শুধু আজকে রাতই থাকছি, যদিও আমি এভাবে চাইছি না। কিন্তু আমার আসলে করার কিছুই নেই। আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে...একজনের সাথে ব্যবসার ব্যাপারে কথা বলার জন্য এবং সে তোমার ঐ হাসপাতালে ভর্তি, অক্সিজেন লাগানো, পরিবার ছাড়া আর কারো দেখা করার অনুমতি নেই।"

"হ্যারিংটন?"

"হ্যা, সে-ই। যখন আমি ফোন করে অফিসে জানাবো, আমি তার সাথে দেখা করতে পারি নি। আমাকে সম্ভবত লন্ডনে ডেকে নেয়া হবে।"

"সে সুস্থ হবার পর কি তুমি ফিরে আসতে পারবে?"

"সম্ভবত না, আমি তখন অন্য একটা কেসে ব্যস্ত থাকবো। অন্য কেউ হয়তো এখানকার দায়িত্ব নেবে। ধরে নিচ্ছি, সে সুস্থ হবে। যদিও সম্ভাবনা কম।"

"হ্যা, ছেষট্টি বছর বয়সে খুবই খারাপ হার্টঅ্যাটাক। যদিও সে খুবই শক্ত সমর্থ। প্রতিদিন ঠিক সকাল আটটায় ঘড়ি ধরে দৌড়ায়।"

"এটা দুঃখজনক, আমি তার সাথে দেখা করতে পারলাম না। তুমি কি ক্রিসমাসে আমার সাথে থাকতে পারো? তখন আমরা কাজ বন্ধ রাখি। তুমি কি ছুটি পাবে?"

"চমৎকার! কেনসিংটনে আমার একটা ফ্ল্যাট আছে। সেখানকার বিছানা এটার চাইতে বেশ নরম।"

"অ্যালান, তুমি কি ব্যবসায় আছো?"

"আমি তোমাকে বলেছি।"

"এটা নিশ্চিত, তুমি কোন কিছু বিক্রি করছো না। সেলসম্যানদের 'কেস' থাকে না। তারা সাথে কিছু রাখে আর আমার চোখে কিছুই পড়ছে না। কি কর তুমি? আসলে একজন সেলসম্যান না, তাই না?"

"বুদ্ধিমতি মেগ, তুমি কি একটা কথা গোপন রাখতে পারবে?"

"অবশ্যই পারবো।"

"সত্যি?"

"হ্যা, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো, অ্যালান।"

"ঠিক আছে, আমি বলছি, আমি আসলে রাজস্ব বিভাগে আছি। আমরা প্রমাণ পেয়েছি গত দশ বারো বছরে হ্যারিংটন প্রায় ত্রিশ হাজার পর্যন্ত কর ফাঁকি দিয়েছে।

"আমি এটা বিশ্বাস করি না। সে একজন ম্যাজিস্ট্রেট।"

"তাদের মত লোকেরাই এ ধরনের কাজ বেশি করে থাকে।"

"হায় ঈশ্বর!"

"আমাকে এ ব্যাপারে তদন্ত করতে পাঠানো হয়েছে। আমি তার বাসায় একটি ট্রান্সমিটার বসাবো, এখান থেকে সব কিছু শুনবো। যদি কিছু পাই।"

"তোমরা কি এভাবেই কাজ কর?"

"বিশেষ ধরনের কেসের ক্ষেত্রে, করি। আমরা ব্রিফকেসে ওয়ারেন্ট আছে। হাসপাতালের রুম বাসার চাইতে ভাল। প্রত্যেকেই সাধারণত হাসপাতালে কিছুটা নার্ভাস থাকে। হয়তো স্ত্রীকে বলবে, লুকানো সম্পত্তি কোথায় রাখা অথবা উকিলের সাথে গোপনীয় কিছু বলবে। কিন্তু আমি তা শুনতে পারবো না। আমি সেখানে তো আড়িপাততে পারছি না। আমি তোমাদের ডিরেক্টরকে ওয়ারেন্ট দেখাতে পারি। কিন্তু আমি তা জানি না, উনি হ্যারিংটনের কাছের লোক না? তিনি হয়তো হ্যারিংটনকে জানিয়ে দেবেন ব্যাপারটা।"

"তুমি?"

"মেগ! কি?"

"তুমি কি মনে কর, আমি বুঝতে পারছি না? তুমি চাও, আমি তার রুমে ট্রান্সমিটারটা বসাই। এজন্যেই 'হঠাৎ' করেই আমার সাথে তোমার দেখা হয়ে গেছে।"

"এভাবে বলো না, মেগ!"

"হাত সরাও। ধন্যবাদ। হায় ঈশ্বর! আমি কত গাধা!"

"মেগ, প্লিজ, এখানে আসো।"

"চুপ কর!"

"মেগ! হ্যা, তুমিই ঠিক, এটা সত্য। আমি তোমার সাহায্য আশা করেছিলাম, এজন্যই আমাদের দেখা হয়েছে। কিন্তু শুধু এজন্যই আমরা এখানে না। আমি সত্যিই চাই তুমি ক্রিসমাসটা আমার সাথে কাটাও।"

"আমি তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না।"

"ওহ্, মেগ, আমি...চিৎকার করে বলতে পারি। তোমার সাথে দেখা হওয়াটাই গত পনেরো বছরে আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। আমার

জন্যই সবকিছু নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি কি এখানে আসবে, প্লিজ? আমি আর একবারও হ্যারিংটনের নাম উচ্চারণ করবো না। তুমি চাইলেও আমি তোমার সাহায্য নেব না।"

"চিন্তা করো না, আমি চাইবও না।"

"এখানে আসো, জান, জানো আমি কি করবো? আগামীকালই আমি আমার বসকে ফোন করবো, বলবো, হ্যারিংটনের স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে, দু'য়েক দিনের মধ্যেই আমি কাজটি করতে পারবো। সম্ভবত, আমি বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার পর্যন্ত সময় পাব।"

"তুমি কি ক্রিসমাসের ব্যাপারে সত্য কথা বলেছো?"

"আমি কসম খেয়ে বলছি, সত্যি, জান এবং অন্য যেকোন সময়। আমরা লন্ডনেও যেতে পারি। তুমি কি কখনো ভেবেছো? তুমি সেখানেও কাজ করতে পারবে।"

"ওহ্, না! আমি চাইলেই চলে যেতে পারি না। অ্যালান, তুমি কি আসলেই কিছু দিন থাকবে?"

"আমি বেশি দিনও থাকতে পারি, যদি আমি তার ওখানে আড়িপাততে পারি। আমাকে অপেক্ষা করতে হবে...কিন্তু আমি তোমাকে এটা করতে দেব না, মেগ।"

"আমি জানি।"

"না, আমি আমাদের সম্পর্ককে হুমকির মুখে ফেলতে পারি না।"

"ওহ্, বেশ। আমি জানি, তুমি একটা বাস্টার্ড। আমি সরকারকে সাহায্য করবো, তোমাকে না।"

"ঠিক আছে...আমার মনে হয়, বাধা হয়ে দাঁড়ানো উচিত হবে না।"

"আমি কিভাবে করবো? আমি তার জোড়া দিতে পারি না।"

"তার কোনো দরকার নেই। তুমি তার রুমে একটা বক্স নিয়ে যাবে। মিষ্টির প্যাকেটের সমান। তুমি শুধু এটা খুলবে, তার বিছানার পাশেই কোথাও রাখবে–শেলফ বা টেবিলের উপর, তার মাথার কাছে হলে ভাল।"

"শুধু এটুকুই?"

"এটা নিজে থেকেই চালু হয়ে যাবে।"

"আমি ভেবেছিলাম এগুলো খুবই ছোট।"

"টেলিফোনেরগুলো ছোট, এ ধরনের নয়।"

"এ থেকে কোনো স্পার্ক হবে না তো? তুমি জানো, সেখানে অক্সিজেন থাকে।"

"ওহ্, না, এটা সম্ভব না। শুধু একটা মাইক্রোফোন এবং একটা ট্রান্সমিটার। তুমি ঠিক জায়গা রাখার পর এটা চালু হয়ে যাবে।"

"এটা কি তৈরি করাই আছে? আমি আগামীকালই করবো। মানে আজই আসলে।"

"লক্ষ্মী মেয়ে।"

*

লিবারম্যান গিয়েছিল বোর্দো এবং অরলিন্সে। তার বন্ধু গ্যাব্রিয়েল পিওয়ার ফার্গ্রেস্টা এবং গোটেবর্গ গিয়েছিল। সেখানে মারা যাওয়া চারজনের কাউকেই এখন পর্যন্ত যে চারজনকে চেক করা হয়েছে তাদের চাইতে বেশি সন্দেহ করা যায় না।

আবারো খবরের কাটিং এল একতাড়া। এবারে ছাব্বিশজন, তাদের মধ্যে ছয়জনকে সন্দেহ করা যায়। মোট দাঁড়ালো সতের জন, তাদের মধ্যে আটজনকে ইতিমধ্যে চেক করা হয়েছে। লিবারম্যান বুঝতে পারছে ব্যারির খবর ভুল ছিল। কিন্তু ব্যাপারটির গভীরতা চিন্তা করে সে আরো পাঁচজনের ব্যাপাকে চেক করবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাদেরকে চেক করা সহজ হবে। ডেনমার্কের দুজনের ব্যাপারে সে সেখানকার এক বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করলো এবং ব্রিট্টোতে একজনের ব্যাপারে ক্লসকে বললো। ইংল্যান্ডের দু'জনকে সে নিজেই চেক করার সিদ্ধান নিয়েছে। সেই সাথে তার মেয়ে ডোনা এবং তার পরিবারের সাথেও দেখা করা হবে।

এই পাঁচজনও বাকি আটজনের মতোই। ভিন্ন, কিন্তু একই। ক্লস জানাল, শ্রেইবারের বিধবা বউ তার সাথে কথা বলতে রাজিই হয় নি।

আরো কিছু ক্লিপিংস এল, সাথে একটা নোট, বেননের। আমি লন্ডনকে আর বেশিদিন অপেক্ষা করাতে পারবো না। কোনো ফলাফল পাওয়া গেল?

লিবারম্যান তাকে ফোন করলো, সে বাইরে থাকায় কথা হল না।

কিন্তু এক ঘণ্টা পর সেই ফোন ব্যাক করলো।

"না, সিডনি," লিবারম্যান বললো, "এটা মনে হয় ভুল খবর ছিল। আমি সতেরো জনের মধ্যে তেরো জনের ব্যাপারে চেক করেছি, তাদের চেক করা যায়। তাদের কেউই নাৎসিদের হাতে খুন হয় নি। কিন্তু আমি চেক করেছি, ভালোই হয়েছে। আমি খুবই দুঃখিত, তোমাকে সমস্যায় ফেলেছিলাম।

"না, মোটেও না। ছেলেটির কোনো খবর পাওয়া গেছে?"

"না। আমি তার বাবার কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। উনি দুইবার ব্রাজিলে গেছেন এবং দুইবার ওয়াশিংটনে। উনি এখনো আশা ছাড়েন নি।"

"যদি সে কিছু জানতে পারে আমাকে জানিও।"

"হ্যা, অবশ্যই। আবারো ধন্যবাদ, সিডনি।"

শেষের কোনো ক্লিপিংসই সন্দেহ করার মতো মনে হল না। লিবারম্যান তার মনোযোগ অন্যদিকে দিয়ে দিলেন।

*

পঁচাত্তরের জানুয়ারিতে লিবারম্যান যুক্তরাষ্ট্রে গেল দুই মাসের সফরে বক্তৃতা দিতে। তাকে প্রায় সত্তরটি লেকচার দিতে হবে। কিছু কলেজে, কিছু ইউনিভার্সিটিতে, বাকিগুলো বিভিন্ন চার্চ এবং বিভিন্ন ইহুদি গ্রুপের সামনে। ট্যুর শুরুর আগে তাকে একটি টিভি প্রোগ্রামেও অংশ নিতে হল।

বৃহস্পতিবার দিন সন্ধ্যায়, জানুয়ারির ১৪ তারিখ, লিবারম্যান ম্যাসাচুসেট্‌সে লেকচার দিল। একজন মহিলা লেকচার শেষে তার একটি বই বাড়িয়ে ধরল অটোগ্রাফের জন্য এবং তাকে লিখতে বললো, সে লেনক্সের।

"লেনক্স?" সে জিজ্ঞেস করলো," কাছেই?"

"সাত মাইল," মহিলাটি হেসে জানালো।

সেও হেসে মহিলাটিকে ধন্যবাদ দিল।

ষোলোই নভেম্বর, লেনক্স, ম্যাসচুসেটস। সে সাথে লিস্ট আনে নি কিন্তু তার মনে হল কিছু একটা হতে পারে।

সেদিন রাতে সে কংগ্রেগেসন প্রেসিডেন্টের গেস্টরুমে শুয়ে চিন্তা করছে। সে চেক করেছে সতেরো জনের মধ্যে তেরোজনকেই। কিন্তু মাত্র সাত মাইল? তাকে ওরচেস্টারে পৌঁছাতে হবে কালকে ডিনারের সময় তার আগে নয়। সেখানে যেতে মাত্র দু'ঘণ্টা সময় লাগে।

পরদিন সকালে সে তার হোস্টেসের গাড়িটি কিছু সময়ের জন্য ধার করে লেনক্স রওনা হল। রাস্তার উপর হালকা বরফ পড়ে আছে। বুলডোজার সব বরফ রাস্তার পাশে সরিয়ে রাখছে, চমৎকার। কিন্তু তার দেশে হলে সবকিছু থেকে যেত।

লেনক্স গিয়ে সে জানতে পারলো কেউ জ্যাক কারিকে গুলি করার দায় স্বীকার করে নি। পুলিশ চিফও নিশ্চিত নন যে, এটা কোনো দুর্ঘটনা। আঘাতটা একেবারে পরিস্কার, দেখে মনে হয় যেন একেবারে সঠিক লক্ষ্যভেদ। কিন্তু জ্যাকের লাশ পাওয়া গেছে মারা যাওয়ার পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পর। পুলিশ এমনকি গুলির খোসাও খুঁজে পায় নি। তারা এমন কাউকেও খুঁজে পায় নি যার সাথে তার ঝামেলা ছিল। সে কি কোনো আন্তর্জাতিক গ্রুপের সদস্য ছিল? রোটারি। লিবারম্যান মিসেস কারিকে জিজ্ঞেস করার কথা ভাবছে, কিন্তু তিনি নাকি কারো সাথে বেশি একটা কথা বলছেন না।

দুপুরের আগে লিবারম্যান একটা অগোছালো কিচেনে বসে চা পান করতে

করতে মিসেস কারির জন্য কষ্ট পাচ্ছিলো। বেচারি যেকোন সময় কেঁদে উঠবে মনে হয়। এমিল ডোরিঙের বউয়ের মতো তার বয়সও প্রায় চল্লিশের কোঠায়।

"কেউ তাকে খুন করতে চায় নি," সে জোর দিয়ে বললো, "সে ছিল...পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল মানুষদের একজন, ভাল, ধৈর্য্যশীল...ওহ খোদা...আমি–" সে কেঁদে উঠে ন্যাপকিন দিয়ে চোখের পানি মুছে মাথা নিচু করে আবারো ফুপিয়ে উঠলো।

লিবারম্যান চা রেখে অসহায়ভাবে এগিয়ে গেল।

ভদ্রমহিলা ক্ষমা চাইলো কান্নার জন্য।

"ঠিক আছে," সে বললো, "ঠিক আছে।" ভাল। তুষারের মধ্য দিয়ে সাত মাইল গাড়িয়ে চালিয়ে সে এসেছে এই মহিলাকে কাঁদাতে। *সতেরজনের মধ্যে তেরজনই কি যথেষ্ট ছিল না?*

সে আবার বসে অপেক্ষা করতে লাগলো।

"আমি দুঃখিত," মিসেস কারি কান্নাভেজা চোখে লিবারম্যানের দিকে তাকিয়ে বললেন।

"আমি কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো মিসেস কারি, উনার বয়সীদের সাথে কি কোনো আন্তর্জাতিক গ্রুপের সদস্য ছিলেন?"

সে মাথা নাড়লো, "আমেরিকান গ্রুপ, দ্য লিজিয়ন, অ্যামভেটস, রোটারি, না, এটা আন্তর্জাতিক। রোটারি ক্লাব, শুধুই এই একটিই।"

"উনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন?"

"বিমানবাহিনীতে। উনি ডিএফসি ডিস্টিংগুইসড ফ্লাইংক্রস জিতেছিলেন।"

"ইউরোপে?"

"দূরপ্রাচ্যে।"

"এটা অনেকটা ব্যক্তিগত, কিন্তু আশা করি কিছু মনে করবেন না। আপনিই কি উনার সম্পত্তির মালিক?"

"হ্যা, খুব বেশি না।"

"উনার জন্ম কোথায়?"

"ওহাইও'তে," সে তার পিছন তাকিয়ে জোর করে হেসে বললো, "তুমি বিছানা ছেড়ে কি করছো?"

সেও ঘুরলো। ডোরিঙের ছেলে দরজায় দাঁড়িয়ে লিবারম্যানের দিকে তাকিয়ে আছে।

লিবারম্যান উঠে গেল, বিস্মিত সে। বললো, "গুটেন মর্গেন।" বুঝতে পারছে এমিল ডোরিং এবং জ্যাক কারি একে অপরকে চিনতো। অবশ্যই, তানাহলে ছেলেটি কি করে এখানে বেড়াতে আসে? সে উত্তেজনার সাথে ঘুরে

মিসেস কারিকে জিজ্ঞেস করলো, "এই ছেলেটি এখানে কেন?"

"তার ঠাণ্ডা লেগেছে," সে বললো, "তাছাড়া তুষারপাতের জন্য স্কুলও বন্ধ। সে হচ্ছে জ্যাক জুনিয়র। না, বেশি কাছে এসো না। ইনি হচ্ছেন মিঃ লিবারম্যান, ইউরোপ থেকে এসেছেন। উনি খুবই বিখ্যাত লোক। ওহ, তোমার জুতো কোথায়, জ্যাক? কি চাও?

"এক গ্লাস আঙুরের জ্যুস," ছেলেটি শুদ্ধ ইংরেজিতে বললো, একেবারে কেনেডির মতো উচ্চারণ।

মিসেস কারি উঠে রেফ্রিজারেটরের দিকে গেলে ছেলেটি লিবারম্যানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কিসের জন্য বিখ্যাত?"

"উনি নাৎসিদের ধরেন। গত সপ্তাহে মাইক ডগলাসের শোতে ছিলেন উনি।"

"তুমি কি জানো, তোমার একজন জমজ আছে? হুবহু তোমার মতোই দেখতে, জার্মানিতে থাকে," লিবারম্যান বললো।

"হুবহু আমার মতো দেখতে?" ছেলেটিকে বিস্মিত মনে হলো।

"হুবহু! আমি এমন মিল আগে দেখি নি। শুধু জমজ ভাই হলেই সম্ভব।"

"জ্যাক, তুমি বিছানায় যাও এখন," মিসেস কারি বললেন, "আমি নিয়ে আসছি।"

"একট্ট," ছেলেটি বললো।

"এখুনি!" সে বললো, "এভাবে খালি গায়ে জুতা ছাড়া ঘুরলে তোমার অবস্থা আরো খারাপ হবে। গুডবাই বলে চলে যাও।"

"হায় ঈশ্বর," ছেলেটি বললো, "গুডবাই," বলে সে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

"সাবধানে কথা বলবেন!" মিসেস কারি রাগত স্বরে বললেন।

"এটা অবিশ্বাস্য! আমি মনে করেছিলাম সে জার্মানির সেই ছেলে এখানে বেড়াতে এসেছে! গলার স্বর, চোখ সবই একই রকম।"

"সবার মতোই দেখতে কেউ না কেউ আছে।" মিসেস কারি বললেন।

আমি অনেক ব্যস্ত দেখতেই পাচ্ছেন। আমি নিশ্চিত জ্যাককে কেউ ইচ্ছা করে গুলি করে নি। এটা একটা দুর্ঘটনা ছিল। তার কোনো শত্রু ছিল না।"

লিবারম্যান উঠে চেয়ারের পেছন থেকে কোট নিয়ে বেরিয়ে এলো।

*

এটা শুধুই আকস্মিক হতে পারে না, এর চেয়ে বেশি কিছু। কিন্তু আর কি হতে পারে? এমনটা কি হতে পারে লেনক্সের মিসেস কারি এবং গ্ল্যাডবেকের ফ্রাউ

ডোরিঙের একই লোকের সাথে সম্পর্ক ছিল তাদের সন্তানের জন্মের নয় মাস আগে? লুফথানসার পাইলটের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু জমজ হবার তো কথা নয়। কিন্তু তারা তাই। একেবারে একইরকম।

জমজ...

মিঙ্গলের সবচেয়ে পছন্দের বিষয়। তার অসউইজের পরীক্ষার সাবজেক্ট।

তো?

কিন্তু এই ছেলে দুটো তো জমজ না। জমজের মতো দেখতে।

সে ওরচেস্টার যাওয়ার পথে বসে বসে ভাবছে।

এটা আকস্মিকই হতে পারে। সবারই হয়তো আসল নকল আছে। যদিও তার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না। সে আগে অনেককেই দেখেছে চেহারার মিল আছে কিন্তু চেহারার মিল থাকা এবং একই রকম হওয়া এক কথা নয়। সে এত সাবধানতার সাথে গ্লাসে জ্যুস ঢালছিল কেন? উনি কি কোন কিছু লুকাচ্ছিলেন এবং ভয় পাচ্ছিলেন যে, তার কাঁপতে থাকা হাত হয়তো আমি দেখে ফেলবো? তাকে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যেতে বলবে? হঠাৎ করে ব্যস্ত হয়ে পড়া? হায় ঈশ্বর! তার স্ত্রী কি জড়িত? কিন্তু কিভাবে? কেন?

তুষারপাত বন্ধ হয়ে সূর্য দেখা যাচ্ছে।

মিঙ্গল জমজদের ব্যাপারে বেশি উৎসাহী ছিল। সে তাদের নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা চালিয়েছে। মৃত জমজদের দেহে ময়নাতদন্ত চালিয়েছে, জমজদের মধ্যে একটু পার্থক্যের জেনেটিক কারণ কি হতে পারে?

এখন, লিবারম্যান, তুমি একটু বেশিই ভেবে ফেলছো। প্রায় দুই মাস আগে তুমি এমিল ডোরিংকে দেখেছ, তাও মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য। আর এখন তুমি একজনকে দেখলে। দেখতে হয়তো কিছুটা একরকম একটু হয়তো মিলে গেছে, কিন্তু জমজ, মিঙ্গল, অসউইজ! পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে, সতেরো জনের মধ্যে দু'জনের দেখতে একইরকম ছেলে থাকতেই পারে। এতে বিস্ময়ের কি আছে?

কিন্তু কি হবে যদি দুটোর বেশি হয়? যদি তিনজন হয়?

দেখছো? আবারো বেশি হয়ে যাচ্ছে।

ওরচেস্টারে সে তার হোস্টেসকে জিজ্ঞেস করলো, "আমি কি ওভারসিজ কল করতে পারি? আমি অবশ্যই টাকা দেব।"

"মি: লিবারম্যান, প্লিজ! আপনি আমাদের বাসায় অতিথি। এটা আপনার টেলিফোন!"

এখানে এখন পাঁচটা পনেরো। ইউরোপে এগারোটা পনেরো।

অপারেটর জানালো ক্লসের নাম্বারের ফোন রিসিভ করছে না। লিবারম্যান তাকে আধা ঘণ্টা পরে আবার চেষ্টা করতে বললে অ্যাড্রেসবুক থেকে সে

গ্যাব্রিয়েল পিওয়ার এবং অ্যাবি গোল্ডসমিডের নাম্বার নিল।

রাতে খেতে বসার কিছুক্ষণ পরই তার কাছে কল এলে সে খাওয়া রেখে লাইব্রেরিতে গিয়ে রিসিভ করলো ফোনটা।

গোল্ডসমিড। দুজনই কথা বলছে জার্মান ভাষায়।

"কি খবর? আরো কাউকে চেক করতে হবে?"

"না, আগের দুজনই। তাদের কি তেরো বছরের কোনো ছেলে আছে কিনা?"

"ব্র্যামিভের লোকটির আছে, কোপেনহেগেনের লোকটির দুটো মেয়ে আছে, বয়স তার ত্রিশ।"

"হার্ভের বউয়ের বয়স কত?"

"তরুণী। আমি অবাক হয়েছিলাম। মনে করতে দাও। নাটালির চাইতে বয়সে কম হবে। বিয়াল্লিশ হবে হয়তো।"

"তুমি কি ছেলেটাকে দেখেছিলে?"

"সে স্কুলে ছিল, আমি কি তার সাথে কথা বলবো?"

"না, আমি শুধু জানতে চাই সে কি রকম দেখতে?"

"শুকনো। তাদের বাসায় তার ছবি ছিল, ভায়োলিন বাজাচ্ছে। তার নয় বছর বয়সের ছবি ছিল সেটা। এখন সে প্রায় চৌদ্দ?"

"আমার কি মনে আছে? কালো চুল, হ্যা। চোখের কথা বলতে পারবো না, ছবিটা সাদা কালো ছিল। আর কিছু জানি না।"

"ঠিক আছে, ধন্যবাদ অ্যাবি। বিদায়।"

লাইন কেটে দিয়ে ফোন নামিয়ে রাখার আগেই আবার বেজে উঠলো।

এবার পিওয়ার।

"পিওয়ার, তুমি যে দু'জনকে চেক করেছিলে তাদের কি চৌদ্দ বছরের ছেলে ছিল?"

"অ্যান্ডার্স রানস্টেনের ছিল, লারসনের ছিল না।"

"তুমি কি তাকে দেখেছিলে?"

"রানস্টেনের ছেলে? হ্যা।"

"দেখতে কেমন?"

"ফর্সা, পাতলা, কালো চুল, লম্বা নাক।"

"নীল চোখ?"

"হালকা নীল।"

"তার মায়ের বয়স প্রায় চল্লিশ, তাই না?"

"আমি আগেই বলেছিলাম।"

"না।"

"তাহলে, জানলে কিভাবে?"

"এখন কথা বলতে পারবো না। লোকজন অপেক্ষা করছে। বিদায়, গ্যাব্রিয়েল, ভাল থেকো।" আবারো ফোন বেজে উঠলো। অপারেটর জানালো ক্লসের নাম্বারে এখনো কেউ রিসিভ করছে না। লিবারম্যান তাকে অনুরোধ করলো পরে চেষ্টা করতে।

সে আবার ডাইনিং রুমে ফিরে এল, মাথাটা এখন ভারমুক্ত মনে হচ্ছে। সচরাচর যেসব প্রশ্ন করে থাকেন সেগুলোই করলেন, বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিলেন। খাবার পর দুটো গাড়িতে করে মন্দিরে গেল তারা। সেখানে লেকচার দিল, প্রশ্নের উত্তর দিল, বইয়ে অটোগ্রাফও দিল।

বাসার ফেরার পর সে ক্লসের নাম্বারে আবার চেষ্টা করলে অপারেটর তাকে মনে করিয়ে দিল, "সেখানে এখন ভোর পাঁচটা"।

"আমি জানি।"

ক্লস ফোন তুললো,"আপনি কোথায়?"

"ম্যাসাচুসেটসে। টিট্টোতে যে বিধবা ছিল তার বয়স কত?"

"কি?"

"টিট্টোর বিধবাটির বয়স কত ছিল?"

"হে ঈশ্বর! আমি জানি না, সঠিকভাবে বলা মুশকিল। চেহারায় অনেক শোক-তাপ ছিল। চল্লিশ হবে প্রায়।"

"তার একটি ছেলে আছে, বয়স প্রায় চৌদ্দ?"

"সেরকমই।"

"বর্ণনা দাও।"

"পাতলা, নীল চোখ, কালচে-বাদামি চুল, লম্বা নাক, ফর্সা। কি হচ্ছে?

লিবারম্যান চুপ করে রইলো।

"হের লিবারম্যান?"

"এটা কোনো ভুয়া খবর না, আমি যোগাযোগটা ধরতে পেরেছি।"

"ওহ্ ঈশ্বর! কি সেটা?"

সে বড় করে শ্বাস নিল, "তাদের সবার ছেলে দেখতে একই রকম।"

"একই রকম কি?"

"ছেলে। একই রকম ছেলে! হুবহু একই রকম! আমি এখানে দেখেছি, গ্ল্যাডবেকেও দেখেছি। ডেনমার্ক, সুইডেনেও আছে তারা। ঠিক এই রকমই! বাদ্যযন্ত্র বাজায় অথবা ছবি আঁকে। তাদের মায়ের বয়স চল্লিশ, বিয়াল্লিশ। পাঁচজন আলাদা মা, পাঁচজন ছেলে, কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ছেলেগুলো দেখতে হুবহু একই রকম।"

"আমি...বুঝতে পারছি না।"

"আমিও না! আমি ভেবেছিলাম কারণটা খুঁজে পাবো কিন্তু আমরা কি পেলাম! পাঁচজন ছেলে দেখতে একই রকম!"

"হের লিবারম্যান, আমার মনে হয় ছয়জন। ফ্রেইবার্গের রজেনবার্গাদের বয়সও প্রায় চল্লিশ অথবা একচল্লিশ। একটি ছেলে আছে। তাকে দেখি নি, তবে সে বলেছিল তার ছেলেও হাইডেলবার্গে যাবে। আইন পড়তে না, লেখালেখির ওপর পড়তে।"

"ছয়," লিবারম্যান বললো।

"চুরানব্বই জন।"

"ছয়জনই অসম্ভব মনে হচ্ছে," লিবারম্যান বললো, "কিন্তু এমনকি এটা যদি সত্যিও হয়, আসল কথা হচ্ছে তারা বাবাদের কেন মারছে? আমি আজ রাতে আবারো প্রথম থেকে চিন্তা করবো। তুমি কি জানো, অসউইজে মিঙ্গলের প্রিয় বিষয় কি ছিল? জমজ। সে হাজার হাজার জমজদের খুন করেছে 'গবেষণা' চালাবার নামে। তুমি কি আমার একটা উপকার করবে?"

"অবশ্যই।"

"তুমি আবার ফ্রেইবার্গে যাবে এবং ছেলেটিকে দেখবে। দেখবে একই রকম কিনা। তারপর আমাকে বলবে।"

"আমি আজই যাব। তোমাকে কোন নাম্বারে পাবো?

"আমিই কল করবো। শুভরাত্রি, ক্লস।"

"শুভ সকাল।"

লিবারম্যান ফোনটি নামিয়ে রাখলো।

*

সেদিন রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলো লিবারম্যান। কিছুক্ষণ সময় লাগলো পুরোপুরি জেগে উঠতে। এরপর বাথরুমে গেল সে, সেখান থেকে ফিরে এসে আবার তার বিছানায় ঢুকে পড়লো। সেখানে শুয়ে চিন্তা করতে করছে আবার। ছয়জন একই রকম দেখতে হলে–না, দেখতে একই রকম না শুধু, হয়তো জমজ– ছয়টি আলাদা শহরে থাকে, সবাই একই বয়সের, মায়েদের বয়সও একই, এবং ছয়জন খুন হওয়া বাবা, সবাই একই বয়সের, একই পেশার। এটা অসম্ভব নয়, এটা সত্যি তাই ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে।

কিছুক্ষণ পরে বিছানা ছেড়ে উঠে শেভ করে চুল আচড়ে নিল সে। তারপর রেডি হয়ে জামা-কাপড় পরে কিচেনে গিয়ে ঢুকলো যখন তখন সাতটা বিশ বাজে। কাজের মেয়ে ফ্রান্সেস আছে সেখানে আর বার্ট লাবোয়িজ বসে খাচ্ছেন, খবরের কাগজ পড়ছেন।

লিবারম্যান বললো, "আমাকে বোস্টন যেতে হবে। আমি ভেবেছিলাম পরে গেলেও হবে। আমি কি আপনার সাথে যেতে পারি?"

"অবশ্যই," লাবোয়িজ বললো, "আমি পাঁচ মিনিট পরই বের হচ্ছি।"

"ধন্যবাদ, আমি একটা ফোন করেই আসছি।"

"ঠিক আছে।"

সে মিসেস কারিকে ফোন করলো।

"হ্যালো।"

"গুড মর্নিং, ইয়াকভ লিবারম্যন বলছি, আশা করি আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দেই নি।"

"আমি জেগেই ছিলাম।"

"আপনার ছেলে এখন কেমন আছে?"

"জানি না, সে এখনো ঘুমাচ্ছে।"

"ভালো। বেশি করে ঘুমনোই উচিত। সে জানে না, তাকে দত্তকে নেয়া হয়েছে, তাই না? এজন্যই আপনি ভয় পেয়েছিলেন যখন আমি বলেছিলাম তার একজন জমজ আছে।"

ওপাশে মিসেস কারি চুপ করে রইলেন।

"দয়া করে ভয় পাবেন না, মিসেস কারি। আমি তাকে কিছু বলবো না। যতদিন আপনি গোপন রাখতে চান, আমি এসব কিছুই বলবো না। দয়া করে আমাকে শুধু একটা কথা বলুন, এটা খুবই জরুরি। আপনি কি ওকে ফ্রিদা নামের কোনো মহিলার কাছ থেকে পেয়েছেন?"

মিসেস কারি এবারো চুপ করে রইলেন।

"আপনি ওর কাছ থেকেই পেয়েছেন, তাই না?"

"না, এক মিনিট।" ফোন নামিয়ে রেখে কোথাও গিয়ে আবার ফিরে এসে আস্তে করে বললেন, "হ্যালো?"

"হ্যা, বলুন?"

"আমরা তাকে নিউইয়র্কের একটি এজেন্সি থেকে পেয়েছি। একেবারে বৈধভাবে নেয়া হয়েছে।"

"রাশ-গাড্ডিস এজেন্সি? সে ওখানে ১৯৬০ থেকে ৬৩ পর্যন্ত কাজ করতো, ফ্রিদা মেলোনি।"

"এর আগে আমি কখনো তার নাম শুনি নি। আপনি এত খবর নিচ্ছেন কেন? তার যদি কোনো জমজ থেকেও থাকে এতে কি কোন ক্ষতি হচ্ছে?"

"আমি জানি না।"

"তাহলে আমাকে জ্বালাবেন না! আর জ্যাকের ধারেকাছেও আসবেন না।"

ফোন কেটে দিলেন মিসেস কারি।

বার্ট লাবোয়িজ তাকে লোগান এয়ারপোর্টে ছেড়ে এসে সে নিউইয়র্কের নয়টার প্লেনে উঠে পড়লো।

দশটা চল্লিশে রাশ-গাডিডস এজেন্সির অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ অফিসারের রুমে গিয়ে পৌছালো। মিসেস টিগ, হালকা-পাতলা গড়নের স্মার্ট মহিলা।

"কাউকেই না," সে জানালো।

"কাউকেই না?"

"না, সে এ ধরনের কাজ করতো না, সে আসলে যোগ্য ছিল না। সে ছিল একজন কেরাণি। অবশ্য, তার আইনজীবি তাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ করে দেখাতে চেয়েছে যে যখন তার বিচার চলছিল সে তখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতো। আসলে সে ছিল শুধুই একজন কেরাণি। আমরা সরকারি আইনজীবিকে জানিয়েছিলাম। তার বিচারের পর আমরা একটা স্টেটমেন্ট দিতে চেয়েছিলাম পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, এটাকে ভুলেই যাওয়া হোক। ওতে করে হয়তো এজেন্সির ওপর লোকজনের আস্থা কমে যেত।"

"তাহলে কি সে বাচ্চাদের জন্য ফ্যামিলি খুঁজতো না?" লিবারম্যান আবারো জানতে চাইলো।

"না, একজনের জন্যও না," মিসেস টিগ বললেন, "আপনি ভুল বিষয়ে খুঁজছেন, বাচ্চাদের জন্য সঠিক ফ্যামিলি খুঁজে পাওয়াটাই কষ্টকর। আমরা যত দত্তকের আবেদন করে তার চেয়ে বাচ্চার সংখ্যা অনেক কম। গর্ভপাত আইন হওয়ার পর থেকে এটা আরো বেড়ে গেছে। আমরা মাত্র কিছু লোককেই সাহায্য করতে পারি।"

"তখনও একই অবস্থা ছিল? ১৯৬০ থেকে ৬৩-তে?"

"সবসময়ই, কিন্তু এখন সবচেয়ে খারাপ অবস্থা।"

"প্রচুর আবেদন জমা আছে?"

"গত বছরে ত্রিশ হাজার। শহরের সব জায়গা থেকে।"

"একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি," লিবারম্যান বললো, "কোনো দম্পতি কি আপনাকে চিঠি লিখেছিল বা দেখা করেছিল ঐ সময়, ১৯৬১, ৬২-তে। ভাল লোক, ধনী। লোকটি একজন সরকারি কর্মচারি। মহিলাটি তখন...আটাশ বা উনত্রিশ এবং লোকটির বয়স ছিল বায়ান্ন। তাদের এখান থেকে বাচ্চা পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু?"

"কোনো সম্ভাবনাই নেই," মিসেস টিগ জানালেন, "হাজব্যান্ডের বয়স এত বেশি হলে আমরা দত্তক দেই না। সর্বোচ্চ পয়তাল্লিশ এবং আমরা এই পর্যন্ত যাই যদি শুধু বিশেষ কোনো কারণ থাকে। আমরা সাধারণত তাদেরই দত্তক

দেই যাদের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, যারা সন্তানকে সঠিকভাবে দেখাশোনা করতে পারবে। অন্যথায় আমরা দেই না।"

"তাহলে দম্পতিরা কোথা থেকে এমন বাচ্চা দত্তক নিতে পারে?"

"রাশ-গাড্ডিস থেকে নয়। অনেক এজেন্সি আছে যারা বেশ নমনীয়। অবশ্য সেখানে অনেক ধোয়াশাও আছে। তাদের আইনজীবি এবং ডাক্তাররা জানে। অনেক যুবতী মেয়ে গর্ভবতী হওয়ার পর আর গর্ভপাত করতে চায় না, আবার অনেককে টাকা দেয়া হয় না করার জন্য।"

"কিন্তু তারা যদি আপনাদের কাছে আসে, আপনারা কি না করে দেন?"

"হ্যা, আমরা কখনো পয়তাল্লিশের চেয়ে বেশি কাউকে দত্তক দেই নি। হাজার হাজার দম্পতি আছে যারা তাদের চেয়ে যোগ্য এবং অপেক্ষা করছে।"

"আর যেসব আবেদন নাকচ করা হয়?" লিবারম্যান বললো, "ফ্রিদা মেলোনি হয়তো সেগুলো ফাইল করতো?"

"হয়তো সে বা অন্য কেউ," মিসেস টিগ বললেন, "আমরা সব আবেদন তিন বছর পর্যন্ত রাখি। তখন পাঁচ বছর ছিল। এখন আমরা কমিয়ে এনেছি, ফাইল রাখার জায়গা কমে যাচ্ছে।"

"ধন্যবাদ," লিবারম্যান ব্রিফকেস হাতে উঠে পড়লেন, "আপনি আমাকে অনেক সাহায্য করলেন, আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।"

গাগেনহেইম জাদুঘরের পাশের একটি টেলিফোন বুথ থেকে সে লেকচার ব্যুরোর মিঃ গোল্ডিওয়াসারের কাছে ফোন করলো।

"আমার জন্য কিছু খারাপ খবর এসেছে। আমাকে জার্মানি যেতে হবে।"

"ওহ্ খোদা! কখন?"

"এখনই,"

"আপনি যেতে পারেন না! আজকে রাতে আপনি বোস্টন ইউনির্ভাসিটিতে লেকচার দেবেন। আপনি কোথায়?"

"নিউইয়র্কে এবং আমাকে আজকে রাতের প্লেনেই যেতে হবে।"

"আপনি পারেন না। আপনি বুকিং কনফার্ম করেছিলেন! তারা টিকেট বিক্রি করে ফেলেছে! আর আগামীকাল–"

"আমি জানি, আমি জানি! আপনি কি মনে করেন ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে? আমি জানি আপনার জন্য কতটা ঝামেলা হবে। আপনি আমাকে ফাসিতেও ঝোলাতে পারেন? এটা আসলে–"

"কেউ সেরকম বলছে না–"

"আমার জীবন-মরন সমস্যা, মিঃ গোল্ডিওয়াসার। জীবন-মরন, হয়তো বা তার চাইতেও বেশি।"

"শিট! আপনি ফিরবেন কবে?"

"সঠিক জানি না। আমাকে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে। বেশ কয়েক জায়গায় যেতে হবে।"

"এর মানে, আপনি পুরো ট্যুরটাই বাতিল করে দিচ্ছেন?"

"বিশ্বাস করুন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ–"

"আমার আঠারো বছরের জীবনে এরকম দ্বিতীয়বার ঘটছে। একবার একজন গায়ক এমন করেছিল, আপনার মত দায়িত্ববান লোক নয়। ইয়াকভ, আমি আপনাকে সম্মান করি, দোয়া করছি শুধু আপনার প্রতিনিধি বলেই না, একজন সাধারণ ইহুদি হিসেবে। আমি আপনাকে আবারো চিন্তা করতে বলছি। আপনি যদি এভাবে ট্যুর বাতিল করে দেন তাহলে আমরা কিভাবে পরবর্তীতে আপনার লেকচারের ব্যবস্থা করবো? কেউ আপনার প্রতিনিধি হতে চাইবে না। কোন গ্রুপ কন্ট্যাক্ট করবে না। আপনি আমেরিকাতে একজন বক্তা হিসেবে আপনার ক্যারিয়ারকে খতম করতে যাচ্ছেন। আমি হাত জোড় করছি, দয়া করে আবার ভাবুন।"

"আপনি যখন বলছিলেন, আমি চিন্তা করেছি," সে বললো, "আমাকে যেতেই হবে। থাকতে পারলে খুশি হতাম।"

সেখান থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে কেনেডি এয়ারপোর্টে পৌছে ডুসেলডর্ফ ভিয়া ফ্রাঙ্কফুর্টের টিকেটের পরিবর্তে সরাসরি ভিয়েনার টিকেট নিল। সকাল ছয়টায় ফ্লাইট।

বাকি সময়টুকু এয়ারপোর্টে বসে ম্যাগাজিন পড়ে কাটিয়ে দিল লিবারম্যান।

অধ্যায় ৫

র‍্যাভেনস্ব্রুক কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত ফ্রিদা অল্টসল মেলোনি এবং অন্য আটজনকে যে কোন সময় হস্তান্তর করা হবে। তাই যখন জানুয়ারির ১৭ তারিখ, শুক্রবার দিন ইয়াকভ লিবারম্যান ফ্রিদার আইনজীবী সংস্থা জিবেল অ্যান্ড ফ্যাসলারে গিয়ে সেখানে কোন উষ্ণ অভ্যর্থনা পেল না। কিন্তু জোয়াকিম ফ্যাসলার সহজেই বুঝতে পারলো লিবারম্যান খোশগল্প করতে আসে নি। রেকর্ডার অন করে ফ্যাসলার তার অফিসে বসলো লিবারম্যানের সাথে।

সে ঠিকই ধরতে পেরেছে। ইহুদিটা ফ্রিদা মেলোনির সাথে দেখা করে তাকে কিছু প্রশ্ন করতে চায়। যুদ্ধের সময়ের কোন বিষয় নয়, তার আমেরিকাতে থাকাকালীন সম্পর্কে। কোন আমেরিকান ব্যাপার হতে পারে?

দত্তক নেয়ার ব্যাপারে নাকি যেগুলো সে এবং অন্যরা করেছিল, সে রাশ-গাড্ডিস এজেন্সির ফাইল থেকে জানতে পেরেছে।

"আমি এমন কোন দত্তকের কথা জানি না," ফ্যাসলার বললো।

"ফ্রিদা মেলোনি করেছিল," লিবারম্যান বললো।

যদি সে দেখা করে এবং তার প্রশ্নের উত্তর দেয় তাহলে সে ফ্যাসলারকে কয়েকজন স্বাক্ষীর নাম বলবে, যারা তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিত।

"কে?"

"এখনই না।"

"আপনি জানেন, লিবারম্যান, আমি বিশ্বাস করবো না।"

"আমি তার সময়ের ভাল মূল্য দিচ্ছি। মাত্র এক কি দেড় ঘণ্টা? সে নিশ্চয়ই তার সেলের ভেতরে খুব ব্যস্ত, না?"

"সে আপনার সাথে কথা নাও বলতে চাইতে পারে।"

"তাকেই কেন জিজ্ঞেস করেন না? তিনজনের সাক্ষী আছে, আপনি চাইলে সেগুলো কোর্টে বসেও শুনতে পারেন অথবা কালকেই সেগুলো পেয়ে যেতে পারেন।"

"আমি আসলেই জানি না।"

"ঠিক আছে তাহলে, কোর্টেই সম্ভবত দেখা হবে।"

চারদিন লাগলো সবকিছু ঠিক করতে। মেলোনি লিবারম্যানের সাথে কথা বলবে আধ ঘণ্টার জন্য। তবে কিছু শর্ত আছে। এক, ফ্যাসলার উপস্থিত

থাকবে। দুই, বাইরের আর কেউ থাকবে না। তিন, কোনো কিছু লেখা যাবে না। চার, লিবারম্যান ফ্যাসলারকে তাকে সার্চ করতে দেবে কোনো রেকর্ডিং ডিভাইস আছে কিনা দেখার জন্য। এসবের বিনিময়ে লিবারম্যান ফ্যাসলারকে তিনজন স্বাক্ষীর প্রত্যেকের নাম, বয়স, পেশা এবং বর্তমান শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এবং র‍্যাভেনসব্রুকের থেকে যে ক্ষত বা বিকলঙ্গতা হয়েছে সেসব বলবে। একজনের সাক্ষী এবং বর্ণনা দেখা করার আগেই দিতে হবে। বাকি দুজনের দেখা করার পর।

বুধবার দিন সকালে, ২২ তারিখ, লিবারম্যান এবং ফ্যাসলার গাড়ি চালিয়ে ডুসেলডর্ফের সেন্ট্রাল প্রিজনে এল, যেখানে ফ্রিদাকে ১৯৭৩ সাল থেকে রাখা হয়েছে। তারা দুজনে সম্মত হওয়ার পর লিবারম্যান ফ্যাসলারকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত স্বাক্ষীর কথা বলেছে এই আশায় যে, হয়তো ভয়ে বা চিন্তায় তার সাথে ভালভাবে কথা বলবে।

একজন গার্ড তাদের এলিভেটরে করে নিয়ে এল। তাদেরকে একটি রুমের ভেতর দিয়ে নিয়ে এসে গার্ডটি 'G' মার্ক করা একটা দরজা খুলে ফ্যাসলার এবং লিবারম্যানকে বললো ঢুকতে। রুমের ভেতরে একটি টেবিল এবং কয়েকটি চেয়ার রাখা আছে। ঘরে দুটো জানালাও রয়েছে।

গার্ডটি মাথার উপরের লাইটটি জালিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। মাথার হ্যাট এবং ব্রিফকেস নামিয়ে রেখে গা থেকে কোট খুলে সেগুলো হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলো। লিবারম্যান দুই হাত তুলে দাঁড়ালে তাকে চেক করল ফ্যাসলার। সে আরো চেক করল, তার ব্রিফকেস এবং কোটটাও।

আশ্বস্ত হয়ে এবার দুজনই বসল চেয়ারে।

লিবারম্যানের মনে পড়লো, সেই ফ্রিদা মেলোনির অপরাধ এবং অবস্থান সম্পর্কে জার্মান এবং আমেরিকার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিল ১৯৬৭তে, তার সেন্টারের ফাইলে সব রেকর্ড আছে। তার অবস্থান সম্পর্কে জানিয়ে ছিল র‍্যাভেনসব্রুকের গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া দুই বোন, তারাই তাকে প্রথমে নিউইয়র্কের এক রেস ট্র্যাকে দেখে এবং পেছন থেকে ফলো করে বাসার ঠিকানা জেনে নেয়। সে নিজে কখনো এই মহিলার সাথে দেখা করে নি। সে অবশ্য তার সাথে একই টেবিলে বসতেও চায় না। তার মেজো বোন ইডাও র‍্যাভেনসব্রুকেই মারা গেছে। এটা হতেই পারে, হয়তো তার বোনের মৃত্যুতে ফ্রিদা মেলোনির সরাসরি সম্পর্ক ছিল।

সে ইডাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেললো। এখন তার মাথায় শুধু রাশ-গাড্ডিস এজেন্সি এবং ছয়জন ছেলে, যারা দেখতে একই রকম। রাশ-গাড্ডিসের একজন পুরনো কেরাণি আসছে, সে নিজেকে বললো। আমরা এই টেবিলে বসবো এবং কিছুক্ষণ কথা বলবো, হয়তোবা আমি খুঁজে পেতে পারি

আসলে কি ঘটছে।

দরজা খুলে গেলে শব্দ করে ফ্রিদা মেলোনি প্রবেশ করলো। শরীরে হালকা-নীল রংয়ের ইউনিফর্ম, হাত দুটো পকেটে ঢুকানো। একজন অফিসার তার পিছন থেকে বললো, "গুড মর্নিং, হের ফ্যাসলার।"

"গুড মর্নিং," ফ্যাসলারও জবাব দিল, "তুমি কেমন আছো?"

"ভাল, ধন্যবাদ।" অফিসারটি বলে লিবারম্যানের দিকে তাকিয়ে হাসলো। মেলোনির কাঁধে হতে রেখে তাকে এক কোণে নিয়ে গেল ফ্যাসলার। লিবারম্যান তার গলা ঠিক করে নিয়ে চেয়ারটা টেবিলের কাছে টেনে বসে পড়লো।

সে তার ছবি আগে দেখেছে। মধ্যবয়স্কা সাধারণ মহিলার মতোই দেখতে। মাথার চুলগুলো কোকড়ানো। হালকা ধূসর চামড়া, হতাশ চেহারা।

তার ইউনিফর্ম দেখে তাকে একজন কাজের মেয়ের মত লাগছে। কোন একদিন হয়তো আমি এমন কোন পশুর সাথে দেখা করবো যে দেখতেও পশুর মত।

তারা টেবিলের কাছে ফিরে এল।

সে ফ্রিদা মেলোনির দিকে তাকালে সেও তার দিকে তাকালো।

তারা দুজন বসলো।

"এখন সময়–" ফ্যাসলার বসেছে লিবারম্যানের ডান পাশে, হাতঘড়ি দেখে লিবারম্যানের দিকে তাকিয়ে বললো, "বারোটা পঁচিশ।"

লিবারম্যান দেখলো, সে কিছুই বলতে পারছে না। তার কিছুই মনে আসছে না, শুধু ইডার কথা মনে পড়ছে। তার হার্ট বিট বেড়ে গেল।

লিবারম্যানের দিকে তাকিয়ে বললো ফ্রিদা, "বাচ্চাদের ব্যাপারে কথা বলতে আমার আপত্তি নেই। আমি অনেক লোককে খুশি করেছিলাম। আমি এর জন্য লজ্জিত নই।" তার কথায় দক্ষিণ জার্মানির একটু টান আছে। "তবে কমরেড অর্গানাইজেশন সম্পর্কে কিছু বলবো না, আমাদের কোন কমরেড এখানে নেই থাকলে আমি এতদিন এখানে থাকতাম না। দক্ষিণ আমেরিকায় আরামের জীবন কাটাতাম।"

"সবচেয়ে ভাল হবে যদি তাকে সব খুলে বলেন যেমনটা আমাকে বলেছিলেন।" ফ্যাসলার লিবারম্যানকে বললো, "পরে আপনি যেকোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারবেন। যতক্ষণ সময় থাকে, ঠিক আছে?"

"হ্যা," লিবারম্যান বললো, "প্রশ্ন করার সময়ও কি আধঘণ্টার মধ্যেই?"

"তুমি নিশ্চয়ই মিনিট গুনছো না?" মেলোনি ফ্যাসলারকে বললো।

"হ্যা, অবশ্যই গুণছি," সে বললো, "চুক্তি চুক্তিই," তারপর লিবারম্যানকে বললো, "চিন্তা করবেনা না, যথেষ্ট সময় পাবেন।"

মেলোনি বলতে শুরু করলো।

"অর্গানাইজেশনের একজন আমার সাথে যোগাযোগ করে ১৯৬০-এর বসন্তে। আমার আর্জেন্টিনার এক চাচা আমাকে তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন। সে এখন মারা গেছে। তারা আমাকে কোনো দত্তক প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিতে বলে। তিন-চারটি নাম ছিল। যেকোনো একটা হলেই হবে, যেখানে ফাইল দেখা যাবে। তার নাম বলেছিল শুধু 'আলোয়িস'। বয়স হবে সত্তর, সাদা চুল, যোদ্ধাদের মত চেহারা।

"আমি সব জায়গায় গেলাম। কেউই ডাকছিল না, অবশেষে রাশ গাড্ডিস আমাকে ডাকে বেশ কিছু দিন পর। তারা আমাকে চাকরিতে নেয় কেরাণি হিসেবে। আমরা হাজব্যান্ড আমাকে পাগল ভাবছিল। আমি বাসার কাছের চাকরি রেখে ম্যানহ্যাটন যাচ্ছি চাকরি করতে।"

"আমি সেখানে চিঠিপত্রগুলো পড়তাম, সেইসব ফাইল খুঁজতাম যেগুলোতে হাজব্যান্ডের জন্ম ১৯০৮ থেকে ১৯১২ এবং ওয়াইফদের জন্ম ১৯৩১ থেকে ১৯৩৬। লোকগুলোকে সরকারি কর্মচারী হতে হবে এবং দুজনকেই খ্রিস্টান হতে হবে। 'আলোয়িস' আমাকে এগুলোই করতে বলেছিল। আমি যখনই কাউকে খুঁজে পেতাম, হয়তো মাসে একজন বা দু'জন, আমি তাদের সব বিস্তারিত চিঠিপত্র একটা বক্স নাম্বারে পাঠিয়ে দিতাম।

"কোথায়?" লিবারম্যান জানতে চাইলো।

"ম্যানহাটনেই। আমি করতেই থাকতাম, সঠিক চিঠি বা আবেদন খুঁজতাম। এক মাস পর এটা আরো কঠিন হয়ে যায়। পুরনো সব ফাইল দেখা হয়ে গিয়েছিল ততদিনে। তখন শুধু নতুন আবেদন খুঁজতাম। আমি তিন বছরে সব মিলিয়ে চল্লিশ বা পয়তাল্লিশটি আবেদন তাদের পাঠিয়েছি।"

সে একটু ঝুঁকে পড়লো। "১৯৬০-এর ক্রিসমাস থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত। যখন কাজ শেষ হয়ে গেল আমি চাকরি ছেড়েছিলাম। আলোয়িস এবং অন্য আরেকজন 'উইলি' আমাকে কল করতো, এভাবে বলতো, "দেখো...স্মিথ কি মার্চে একজন চায়?" সাধারণত দু'মাস পরপর কল করতে, বলতো 'জিজ্ঞেস করো, নিউজার্সির ক্রাউনরা কি কাউকে চায়?' এভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের কথা বলতো।"

"তাই আমি স্মিথ এবং ক্রাউনের সাথে যোগাযোগ করলাম। আমার এক প্রতিবেশী বলেছিল, তারা বাচ্চা চায়। তারা এখানে বাচ্চা খুঁজছিল।"

"তারা শুধু চাইতোই না, তারা অনেক খুশি হয়েছিল। আমি তাদের বলতাম আমি তাদেরকে একটা ছোট বাচ্চা দেব কয়েক সপ্তাহের মধ্যে। নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্টের দত্তক নেয়ার কাগজসহ। কিন্তু প্রথমে তাদেরকে

তাদের মেডিকেল রিপোর্ট পাঠাতে হবে। আমি তাদের শর্ত দিতাম যেন তারা বাচ্চাদের না জানায় যে তাদের দত্তক নেয়া হয়েছে। অবশ্যই কিছু টাকা দিত তারা। এক হাজার সাধারনত, অনেক সময় বেশি। এটা আসলে ব্ল্যাক মার্কেটের মতো ছিল। কয়েক সপ্তাহের পর আবারো কল আসতো। স্মিথ তেমন একটা ভাল না। ব্রাউন মার্চের পনেরো তারিখে পাবে।"

সে পানি খেতে চাইলো। ফ্যাসলার উঠে গেল পানি আনতে। "আমি আনছি," বললো, সে, "তুমি বলতে থাকো।"

ফ্রিদা মেলোনি লিবারম্যানের দিকে তাকিয়ে বললো, "সে আমাকে বলতো কে বাচ্চাটা পাবে কখন। দুটো দম্পতি হয়তো ভাল হত, তখন দুজনই পেত। যেদিন রাতে বাচ্চা দেয়া হত আগে থেকেই সব কিছু ঠিক করে রাখা হত। আমি এলিজাবেথ গ্রেগরি নাম দিয়ে হাওয়ার্ড জনসন মোটেলে একটি রুম নিতাম। কখনো কোনো তরুণ দম্পতি কখনো শুধু কোনো মহিলা আবার কখনো হোটেলের এক মহিলা আমার কাছে বসে বাচ্চা দিয়ে যেত। তারা কাগজপত্রসহ নিয়ে আসতো। একেবারে আসলের মত দেখতে, দম্পতির নামসহ পূরণ করা থাকতো। এক কি দুই ঘণ্টা পর সেই দম্পতি এসে বাচ্চা নিয়ে যেত। খুবই আনন্দিত হত তারা আর আমার উপর অনেক খুশি হত। তারা আমাকে টাকা দিত এবং আমি তাদের বাইবেলে হাত রেখে শপথ করাতাম যেন তারা ছেলেটিকে কখনো না জানায়। সবসময় ছেলেই ছিল। ব্যস, তারা বাচ্চাটাকে নিয়ে চলে যেত।"

"আপনি কি আসলেই জানতেন না বাচ্চাগুলো আসতো কোথা থেকে?" লিবারম্যান জিজ্ঞেস করলো।

"ছেলেগুলো? ব্রাজিল থেকে। যারা তাদের নিয়ে আসতো তারাও ব্রাজিলিয়ান হতো।"

"ব্রাজিল থেকে..." লিবারম্যান বললো।

ফ্রিদা মেলোনি ফ্যাসলারের হাত থেকে নিয়ে পানি খেয়ে আবার বলতে শুরু করলো, "সবকিছু ঘড়ির কাটা ধরে চলতো। একবার এক দম্পতি আসে নি, আমি তাদের ফোন করলাম, তারা জানালো তাদের মত পরিবর্তন করেছে। তাই আমি বাচ্চাটিকে বাসায় নিয়ে যাই এবং অন্য দম্পতির সাথে যোগাযোগ করি। আমি আমার হাজব্যান্ডকে বলি, রাশ-গাড্ডিসে জায়গা না হওয়ায় এই বাচ্চাটিকে এখানে নিয়ে এসেছি। সে কোনকিছুই জানতো না। সে এখনো জানে না। এটুকুই। সব মিলিয়ে প্রায় বিশটির মতো বাচ্চা ছিল, প্রথমদিকে ঘন ঘনই আসতো পরে দু-তিন মাসে একবার।"

"আর সতেরো মিনিট আছে," ফ্যাসলার ঘড়ি দেখে বললো।

"বাচ্চাগুলো দেখতে কেমন ছিল?" লিবারম্যান জানতে চাইলো।

"খুবই সুন্দর," সে বললো, "নীল চোখ, কালো চুল। সবাই মোটামুটি একই রকম। সাধারন বাচ্চাদের চেয়ে অনেক বেশিই এক রকম। তাদেরকে ব্রাজিলিয়ান না বরং ইউরোপিয়ান মনে হত।"

"আপনাকে কি বলা হয়েছিল, তারা ব্রাজিলিয়ান নাকি এটা আপনার ধারনা?"

"আমাকে তাদের সম্পর্কে কিছুই বলা হতো না। শুধু কবে এবং কখন মোটেলে পাঠানো হবে সেটা জানাতো।"

"তারা কাদের বাচ্চা ছিল বলে আপনি মনে করেন?"

"আমার ধারণা, তারা দক্ষিণ আমেরিকান জার্মানদের সন্তান ছিল। আমি কখনোই পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারি নি।"

"আপনি জিজ্ঞেস করেন নি?"

"একেবারে শুরুতে," সে বললো, "যখন আলোয়িস বলল কেমন করে আবেদন খুঁজতে হবে তখন আমি জানতে চেয়েছিলাম, এসব কিছু কেন? সে আমাকে প্রশ্ন করতে মানা করেছিল, যা করতে বলা হয় শুধু তা-ই করতে বলেছিল। জন্মভূমির জন্য।"

"আমি নিশ্চিত তুমি জানতে," ফ্যাসলার তাকে মনে করিয়ে দিল, "যদি তুমি সহযোগিতা না করতে, তাহলে সে তোমার পরিচয় প্রকাশ করে দিত, যেটা অনেক পরে হয়েছে।"

"হ্যা, অবশ্যই, আমি এ ব্যাপারে জানতাম," ফ্রিদা মেলোনি বললো।

"যে বিশটি পরিবারকে আপনি বাচ্চা দিয়েছিলেন তারা সবাই–" লিবারম্যান বললো।

"প্রায় বিশজন," ফ্রিদা মেলোনি বললো, "কমও হতে পারে।"

"তারা সবাই কি আমেরিকান ছিল?"

"মানে সবাই কি যুক্তরাষ্ট্রের? না, কয়েকজন ছিল কানাডিয়ান। পাঁচজন বা ছয়জন। বাকিরা সবাই সেখানকার ছিল।"

"কোনো ইউরোপিয়ান ছিল না?"

"না।"

লিবারম্যান চুপ করে বসে রইলো।

ঘড়ি দেখলো ফ্যাসলার।

লিবারম্যানই আবার শুরু করলো। "আপনার কি তাদের নাম মনে আছে?"

ফ্রিদা মেলোনি হাসলো, "প্রায় তেরো-চৌদ্দ বছর আগের ঘটনা," সে বললো, "একজনের নাম মনে আছে, হুইলফ, কারণ সে আমাকে আমার কুকুরটি দিয়েছিল আর আমি মাঝে মাঝে পরামর্শের জন্য তাকে ডাকতাম।

তারাই কুকুরটিকে বড় করেছিল। ডোবারম্যান। হেনরি হুইলফ, নিউ প্রভিডেন্স, পেনসিলভানিয়া। তারা স্যালিকে নিয়ে এসেছিল যখন তারা বাচ্চা নিতে এসেছিল। খুবই সুন্দর কুকুর। এখনো সে আমার কাছে আছে। আমার হাজব্যান্ডের কাছে।"

"গুথ্রি?" লিবারম্যান জিজ্ঞেস করলো।

ফ্রিডা মেলোনি তার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো, "হ্যা," সে বললো, "প্রথমজনের নাম ছিল গুথ্রি; ঠিক আছে।"

"টাকসানের?"

"না, ওহাইও। না, আইওডা। না আইওয়া।"

"তারা টাকাসান চলে গেছে," লিবারম্যান বললো, "সে গত অক্টোবরে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছে।"

"ওহ্?"

"তার কয়েক সপ্তাহ পরেই একজন এসেছিল।"

"কারি?"

সে লিবারম্যানের দিকে তাকালো, "হ্যা, ম্যাসাচুসেটসের। কিন্তু গুথ্রির পরই না! এক মিনিট, গুথ্রিরা ছিল ফেব্রুয়ারির শেষে, এরপরে অন্য এক দম্পতি, দক্ষিণের কোথাও থেকে মনে হয়, তারপরে কারি। তারপরে হুইলফ।"

"কারির দুই তিন সপ্তাহ পরই?"

"না, দুই বা তিন মাস হবে। প্রথম তিনজনের পর ধীরে ধীরে হচ্ছিল।"

"আমি যদি লিখে নেই এগুলো, এতে কি আপনার খুব সমস্যা হবে? এতে ওনার কোনো সমস্যা হবে না।" লিবারম্যান ফ্যাসলারকে জিজ্ঞেস করলো।

"ঠিক আছে।" ফ্যাসলার সায় দিল।

"এগুলো দরকার কেন?" ফ্রিদা মেলোনি জিজ্ঞেস করলো।

লিবারম্যান পকেট থেকে কলম এবং এক টুকরা কাগজ বের করলো। "হুইলফ কিভাবে বানান করা হয়?" সে জিজ্ঞেস করল।

মহিলাটি বললো।

"নিউ প্রভিডেন্স, পেনসিলভানিয়া?"

"হ্যা।"

"মনে করার চেষ্টা করেন, কারির ঠিক কত দিন পরে তারা বাচ্চা পেয়েছিল?"

"আমি সঠিকভাবে মনে করতে পারছি না। দুই বা তিন মাস হবে।"

"দুই মাস নাকি তিন মাসের কাছাকাছি ছিল?"

"উনি মনে করতে পারছেন না," ফ্যাসলার বললো।

"ঠিক আছে," লিবারম্যান বললো, "হুইলফের পর কে এসেছিল?"

"আমি মনে করতে পারছি না, কার পরে কে এসেছিল," সে বললো, "প্রায় বিশজন, আড়াই বছর সময় ধরে। ট্রুম্যান নামের একজন ছিল, প্রেসিডেন্ট ট্রুমানের কোনো আত্মীয় না। তারা সম্ভবত কানাডিয়ান দম্পতি ছিল। একজন ছিল....'করউইন' বা 'করবিন' এরকমই কিছু একটা, কিংবা করবেট।"

সে আরো তিন জনের নাম এবং ছয়টি শহরের নাম মনে করলো। লিবারম্যান লিখে নিল ওসব।

"সময়ে হয়েছে," ফ্যাসলার বললো, "আপনি কি বাইরে অপেক্ষা করবেন?"

লিবারম্যান কাগজটি পকেটে ঢুকিয়ে ফ্রিদা মেলোনিকে বিদায় জানালে সেও বিদায় জানালো।

লিবারম্যান উঠে কোটর‍্যাক থেকে কোট গায়ে দিয়ে ব্রিফকেস হাতে দরজার দিকে এগোল। দরজার কাছে গিয়ে হেসে ঘুরে বললো, "আমি আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো?"

তারা তার দিকে তাকালে ফ্যাসলার সম্মতি দিল।

সে ফ্রিদা মেলোনির দিকে তাকিয়ে বললো, "আপনার কুকুরের জন্মদিন কবে?"

সে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

"আপনি কি জানেন?"

"হ্যা,"সে বললো, "ছাব্বিশে এপ্রিল।"

"আর যখন আপনি তাকে পান তখন তার বয়স ছিল কত?"

"দশ সপ্তাহ।"

"ধন্যবাদ," বলে ফ্যাসলারকে বললো, "বেশি দেরি করবেন না, আমার তাড়া আছে।" বলে দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে এল।

কিছুক্ষণ পর ফ্যাসলার বেরিয়ে এসে গাড়িতে যাবার সময় জিজেস করলো সে, "আমি বুঝতে পারছি না, বাচ্চাদের সাথে অর্গানাইজেশনের কি সম্পর্ক?"

"আমি দুঃখিত," লিবারম্যান বললো, "আমাদের চুক্তিতে এটা বলার কথা ছিল না!"

*

সে ভিয়েনাতে এলো আবার। কোর্টের নির্দেশে তাদের অফিস সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। একটা ছোট দুই রুমের অফিসে ফিফটিনথ ডিসট্রিক্টে।

সে ম্যাক্স এবং এশারকে সবকিছু বললো। "গুথ্রি এবং কারি তাদের বাচ্চা পেয়েছে ১৯৬১'র ফেব্রুয়ারির শেষ এবং মার্চের শুরুতে। গুথ্রি ও কারি মারা গেছে চার সপ্তাহ সময়ের ব্যবধানে, একজনের পরে অন্যজন। হুইলফ তার বাচ্চা পেয়েছিলো জুলাইয়ে। আমি জানি কারণ তারা ফ্রিদা মেলোনিকে একটা দশ সপ্তাহ বয়সের কুকুর দিয়ে দিয়েছিল আর তার জন্মদিন হল ছাব্বিশে এপ্রিল।"

"কি?"

"মার্চের শেষ থেকে জুলাই," লিবারম্যান বললো, "মোটামুটি চৌদ্দ সপ্তাহ। আমি নিশ্চিত হুইলফ সম্ভবত ফেব্রুয়ারির বাইশ তারিখের দিকে খুন হবে। কারির মৃত্যুর চৌদ্দ সপ্তাহ পর। আমি তার তিন সপ্তাহ আগে আবার ওয়াশিংটন পৌছাতে চাই।"

"আমি এখন ধরতে পারছি," এশার বললো।

ম্যাক্স বললো, "না ধরতে পারার কি আছে? তারা একই সিরিয়ালে খুন হচ্ছে যে সিরিয়ালে তারা বাচ্চাগুলো পেয়েছিল এবং সেই সময়ের ব্যবধানে। প্রশ্ন হল–কেন?"

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে অপেক্ষা করতে হবে। খুনগুলো যে কারণেই হোক বন্ধ করার উপায় হচ্ছে একটি–আগেভাগেই তাদের সাথে যোগাযোগ করা। তারা নিশ্চিত করতে পারবে, আগের দু'জন মারা গেছে 'দুর্ঘটনায়,' তারা দুজনই অবৈধভাবে দত্তক নেয়া এবং দেখতে একই রকম ছেলের বাবা। হেনরি হুইলফ হবে তৃতীয় বা চতুর্থ।

ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখ, কয়েকদিন আগে পরেও হতে পারে। হুইলফকে যে হত্যা করতে আসবে তাকে ধরতে পারবে, তার কাছ থেকে তার পরিচয় এবং শিডিউলও জানতে পারবে, অন্য পাঁচজনেরটাও। (লিবারম্যান এখন বিশ্বাস করছে, ছয়জনই আলাদভাবে কাজ করছে শুধু প্যারিস না, কারণ খুনগুলো হচ্ছে কাছাকাছি সময়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে।)

সে বনে ফেডারেল ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টেও যেতে পারে, সে নিশ্চিত জানে, একটি জার্মান দত্তক প্রদানকারী এজেন্সিতে এবং একটি ব্রিটিশ আর তিনটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, এসব এজেন্সিতেও ফ্রিদা মেলোনির মতো ফাইল খোঁজার এবং বাচ্চা দেয়ার মত মহিলা ছিল। ক্লস ফ্রেইবার্গের সাথে ট্রিট্টোর ছেলেটির চেহারায় মিল পেয়েছে। লিবারম্যান নিজে ডুসেলডর্ফে, শ্রেইবারে, রোজেনবার্গারে এবং ফ্রাউ ডোরিংকে কল করে জিজ্ঞেস করেছে, "আপনারা কি আপনার ছেলেকে দত্তক নিয়েছিলেন?" দুজন হ্যা বলেছে, একজন না করেছে এবং অন্য তিনজন তাকে নিজের চরকায় তেল দিতে বলেছে।

কিন্তু সে বনে যেতে পারবে না কারণ সে জানে না কে কাজ করেছে সেখানে আর সে ফ্রিদা মেলোনির কথাও বলতে পারবে না যে, সে কিভাবে তার কাছ থেকে তথ্য পেয়েছে। সে জানে ওয়াশিংটনেও ভাল অভ্যর্থনা পাবে না। কিন্তু তার ইহুদি হৃদয় নাৎসিদের ব্যাপারে জার্মানদের চাইতে আমেরিকানদের উপরই একটু বেশি ভরসা করে।

তাই ওয়াশিংটন এবং এফবিআই।

সে তার নতুন অফিস থেকে পুরনো দাতাদের ফোন করলো। "আমি আপনাকে এভাবে বলতে চাই নি, কিন্তু বিশ্বাস করেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিছু একটা হচ্ছে, ছয়জন এস.এস সদস্য এবং মিঙ্গল জড়িত।"

সবাই বিভিন্ন দোহাই দিল, মূল্যস্ফীতি, ব্যবসায় মন্দা এসব। মাত্র কয়েকজনের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেল।

"কিন্তু এটা সম্ভব না," লিলি বললো, "কিভাবে এতগুলো ছেলে দেখতে একইরকম হবে?"

"ডার্লিং," ম্যাক্স টেবিলের ওপাশ থেকে বললো, "এটা অসম্ভব বোলো না। ইয়াকভ দেখেছে, তার হাইডেলবার্গের বন্ধু দেখেছে।"

"ফ্রিদা মেলোনি দেখেছে," লিবারম্যান বললো, "সবাই একই রকম দেখতে, অন্যসব বাচ্চার মতো নয়।"

লিলি পা দিয়ে ফ্লোরে লাথি মারলো, "ঐ কুত্তিটার মরা উচিত।"

"সে এলিজাবেথ গ্রেগরি নাম ব্যবহার করতো সেখানে," লিবারম্যান বললো, "আমি জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম নামটি কি সে নিয়েছিল নাকি দেয়া হয়েছিল, কিন্তু ভুলে গেছি।"

"এতে কি হয়েছে?" ম্যাক্স জিজ্ঞেস করলো।

"গ্রেগরি! মিঙ্গল এই নামটিই ব্যবহার করতো না আর্জেন্টিনাতে?" লিলি বললো।

"ওহ্, অবশ্যই।"

"এটা অবশ্যই তার দেয়া নাম," লিবারম্যান বললো, "সব কিছুই তার কাছ থেকেই এসেছে, পুরো অপারেশনটাই।"

কিছুদিন পর সুইডেন এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে কিছু টাকা আসলে সে ওয়াশিংটনের একটা টিকেট বুক করলো ভায়া ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং নিউইয়র্ক, মঙ্গলবার ফেব্রুয়ারির চার তারিখে।

*

শুক্রবার সন্ধ্যায়, জানুয়ারির ৩১ তারিখ, মিঙ্গল তার মিঙ্গল নামটিই ব্যবহার

করছে। সাও পাওলো এবং পোর্তো আলেগ্রের মাঝামাঝি অবস্থিত সান্তা ক্যাটারিনা দ্বীপে উড়ে গেল, সাথে তার বডিগার্ডরাও, সেখানকার হোটেল নোভো হামবুর্গোতে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। বুড়ো এবং নিও নাৎসিরা অনেকেই সেখানে উপস্থিত। রক্ত মাংসের হের ডক্টর মিঙ্গলকে সেখানে দেখে অনেকেই অবাক হল। সে আসায় খুবই ভাল হয়েছে। এই বয়সেও কত স্বাস্থ্যবান আর কত খুশি দেখাচ্ছে!

সে আসলেই খুশি। কেনইবা থাকবে না? আজকে ৩১ তারিখ, তাই না? কালকেই তো সে তার চার্টে আরো চারটি টিক মার্ক দেবে, এর প্রথম কলামের অর্ধেকের বেশি পূর্ণ হয়ে যাবে–আঠারোজন। সে এখন সব পার্টিতেই যোগ দিচ্ছে যদিও নভেম্বর এবং ডিসেম্বরের শুরুর দিকে মনে হচ্ছিল ঐ ইহুদি শূয়োরটা, লিবারম্যান সবকিছু শেষ করে দিতে যাচ্ছে। পুরনো ইউনিফর্ম ভর্তি বলরুমে শ্যাম্পেন খেতে খেতে মনে পড়লো, তার দুই মাস আগের অবস্থার কথা। সে এমনকি প্ল্যানও করছিল, যদি অর্গানাইজেশন তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে কি করবে যদিও তেমনটা হয় নি। লিবারম্যান ফ্রান্সে এবং ইংল্যান্ডে মুন্ড ও জিমারকে খুঁজে না পেয়ে অবশেষে ক্ষান্ত দিয়েছে, এখন নিশ্চয়ই বাসায় বসে ভাবছে, ঐ আমেরিকান কুকুরটির পাঠানো খবর ভুল ছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তারা তাকে লিবারম্যানের কাছে ঐ টেপটি চালানোর আগেই ধরতে পেরেছিল। তাহলে শ্যাম্পেন খাওয়া যায়, এখন ঐ লিবারম্যান নাকি আমেরিকাতে ঘোড়ার ডিম লেকচার দিয়ে বেড়াচ্ছে, কয়েকদিন আগেই সে নিউইয়র্ক টাইমসে দেখেছে এটা।

সে যখন গত বছরের মিস নাৎসির হাত ধরে নাচছিল, তার হাত তখন ঐ সুন্দরীর পেছনে ব্যস্ত ছিল। ফার্নবাখ তার পাশেই নাচছে, সে বললো, "শুভ সন্ধ্যা! কেমন আছেন? আমরা শুনেছি আপনি এখানে এসেছেন তাই জোর করেই চলে এসেছি। আমার বউ, ইলসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। সুইটহার্ট, ইনি হের ডক্টর মিঙ্গল।"

সে নাচতে নাচতেই তার দিকে তাকিয়ে হাসলো, ভাবছে আজকে রাতে একটু বেশিই পান করে ফেলেছে, কিন্তু এতে করে ফার্নবাখ অদৃশ্য হয়ে গেল না বা তার জায়গায় অন্য কাউকে দেখলো না। ফার্নবাখ থাকলো–এখন আরো বেশি করে ফার্নবাখ মনে হচ্ছে।

ন্যাড়া মাথা, মোটা ঠোঁট, সেই চেহারা। তাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে ছোট্ট কুৎসিত এক মহিলার সাথে। মহিলাটি বলছে, "আপনি ব্রুনোকে আমার কাছে থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন!"

সে নাচা বন্ধ করলো।

ফার্নবাখ হাসতে হাসতে ব্যাখ্যা করলো তাকে। "আমরা আমাদের দ্বিতীয়

হানিমুনে এসেছি।"

তার দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে বললো সে, "তোমার এখন ক্রিস্টিয়ানস্ট্যাড এ থাকার কথা। অসকারসনকে খুন করার জন্য প্রস্তুত হবার কথা।"

কুৎসিত মহিলাটি ঢোক গিললো। সাদা হয়ে গেল ফার্নবাখের চেহারা, সেও বিস্মিত।

"বিশ্বাসঘাতক!" মিঙ্গল চিৎকার করে উঠলো, "শূয়োরের বাচ্চা," সে ফার্নবাখের দিকে তেড়ে গিয়ে তার মোটা নাক ধরে টান দিল।

আশেপাশের লোকজন চিৎকার করে উঠলো, "ওহ্ মাই গড!"

ফার্নবাখ গিয়ে এক টেবিলের উপর পড়লো। টেবিল উল্টে গ্লাস, প্লেট, স্যুপ, ওয়াইন এসে পড়ল ন্যাড়া মাথার উপরে।

লোকজন টেনে তুললো মিঙ্গলকে, মহিলারা চিৎকার করছে। গান বন্ধ হয়ে গেছে আরো আগে।

মিঙ্গল নিজ পায়ে উঠে দাঁড়ালো। "সে একজন বিশ্বাসঘাতক!" সবার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠলো। "সে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! সে আর্য জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!"

ফার্নবাখের পাশে বসা কুৎসিত মহিলাটি বরলো, "তার মাথায় কাঁচের টুকরা লেগে আছে।" সে কেঁদে উঠলো, "হে ঈশ্বর! কেউ ডাক্তার ডাকুন! ওহ ব্রুনো, ব্রুনো!"

"একে খুন করা উচিত," মিঙ্গল তার আশেপাশের লোকদের বললো, "সে আর্য জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাকে একটি কাজ দেয়া হয়েছিল, সৈনিকের কাজ। সে তা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

সবাই কিছুটা হতভম্ব, বোঝার চেষ্টা করছে কি হচ্ছে।

ফার্নবাখ কাশলো। তার বউয়ের হাত সরিয়ে দিয়ে উঠে বসলো সে। তার বউ ভেজা কোটের কাঁধে হাত দিয়ে বললো, "নড়ো না! ওহ খোদা! ডাক্তার কোথায়?"

"তারা!" ফার্নবাখ চিৎকার করে উঠলো, "আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে!" তার ডান কান বেয়ে এক ফোঁটা রক্ত নেমে এসে কানের লতির উপর ইয়াররিং হয়ে ঝুলে আছে।

"সোমবার দিন!" ফার্নবাখ তাকে বললো, "আমি ক্রিস্টিয়ানস্টাডে ছিলাম! সব কিছুর ব্যবস্থা করছিলাম," সে অন্যদের দিকে তাকালো, তারপর মিঙ্গলের দিকে–"আমাকে যা করতে বলা হয়েছিল!" তার কানের রক্তের ফোঁটাটি পড়ে গেল। আরেক ফোঁটা এসে জমছে। "তারা আমাকে স্টকহোমে ডেকে পাঠায়

আর বলে,"–সে তার বউয়ের দিকে তাকালো–"সেখানে আমার পরিচিত কেউ আছে, আমাকে ফিরে আসতে বলা হয়।"

"তুমি মিথ্যা বলছ।" মিঙ্গল বললো।

"না!" ফার্নবাখ কেঁদে উঠলো, "সবাই ফিরে এসেছে! আমি যখন অফিসের যাই তখন একজন ছিল সেখানে। দুইজন আগেই ফিরে এসেছিল। বাকি দুজনও আসছে।"

মিঙ্গল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। "কেন?"

"আমি জানি না," ফার্নবাখ জবাব দিল। "আমি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি না। আমাকে যা বলা হয় তাই করি।"

"ডাক্তার কোথায়?" তার বউ চিৎকার করলো।

"এখুনি এসে পড়বে," দরজার ওখান থেকে কেউ জবাব দিল।

"আমি নিজেই একজন ডাক্তার," বললো মিঙ্গল।

"আপনি তার কাছেও আসবেন না।"

"চুপ কর!" মিঙ্গল ফার্নবাখের বউয়ের দিকে তাকিয়ে বললো, "কারো কাছে কি একজোড়া চিমটা আছে?" ম্যানেজারের কাছে পাওয়া গেল। মিঙ্গল তা দিয়ে ফার্নবাখের মাথা থেকে কাঁচের টুকরাগুলো তুলে ফেললো।

ফার্নবাখ বাঁকা হয়ে বসে আছে, চুপচাপ।

মিঙ্গল ডেটল দিয়ে ক্ষতগুলো ধুয়ে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দিল। "আমি খুবই দুঃখিত," বললো সে।

ফার্নবাখ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "আমরা কি জানতে পারবো কেন আমাদের পাঠানো হয়েছিল?"

মিঙ্গল তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, "আমি ভেবেছিলাম তুমি সত্যিই প্রশ্ন করা বন্ধ করে দিয়েছো।"

ফার্নবাখ বাইরে বেরিয়ে গেল।

রুডির হাতে চিমটাটা দিয়ে তাকেও বাইরে পাঠালো মিঙ্গল। "টিন-টিনকে খোঁজো," সে বললো। "আমরা এখনই চলে যাচ্ছি। তাকে পাঠাও এরিকোকে সাবধান করতে। আর দরজা বন্ধ করে যেও।"

সবকিছু ফার্স্টএইড কিটে রেখে তারপর চেয়ারে বসে চশমা খুলে কপাল মুছে সিগারেট ধরালো সে। পকেট থেকে অ্যাড্রেস বুক বের করে সে সাইবার্টের প্রাইভেট নাম্বারে ফোন করলে একজন ব্রাজিলিয়ান মেয়ে জানালো সিনর এবং সিনোরা বাইরে গেছেন, সে জানে না কোথায় গেছে। এরপর সে হেডকেয়ার্টারে চেষ্টা করলো, যদিও সে কোনো উত্তর আশা করলো না। দেখা গেলো সত্যি সত্যি সে নেই।

অস্ট্রেইচারের ছেলে সিফিড তাকে আরেকটা নাম্বার দিল, সেটাতে

অস্ট্রেইচার নিজেই ফোন ধরলো।

"মিঙ্গল বলছি, আমি ফ্লোরিয়ানোপোলিসে আছি। তাকে এইমাত্র ফার্নবাখকে দেখলাম।"

কিছুক্ষণ কোনো শব্দ হল না তারপরই, "ড্যাম ইট! কর্নেল তোমাকে সকালেই জানাতে চেয়েছিল। সে অপারেশনটা থামিয়ে দিয়েছে। সে এই ব্যাপারে খুবই অখুশি। নিজেও অনেক কষ্ট পেয়েছে।"

"আমি বুঝতে পারছি," মিঙ্গল বললো, "কিন্তু কেন? কি হয়েছে?"

"ঐ কুত্তারবাচ্চা লিবারম্যান। সে গত সপ্তাহে ফ্রিদা মেলোনির সাথে দেখা করেছে!"

"সে তো আমেরিকাতে!" মিঙ্গল চিৎকার করে উঠলো।

"গত সপ্তাহেই ফিরে এসেছে। ফ্রিদা সম্ভবত তাকে সব বলে দিয়েছে। তার আইনজীবি আমাদের কয়েকজন বন্ধুকে শিশু পাঁচারের বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিল। তারা আমাদের জানিয়েছে। রুডেল এসেছিল গত রবিবার, প্রায় তিন ঘণ্টা মিটিং করেছে–সাইবার্ট তোমাকেও রাখতে চেয়েছিল মিটিংয়ে; রুডেল এবং অন্যরা মানা করায় তুমি ছিলে না। আমাদের লোকেরা মঙ্গল আর বুধবারে ফিরে আসে।"

মিঙ্গল বললো, "তারা কেন লিবারম্যানকে খুন করলো না? তারা কি পাগল, নাকি তারাও ইহুদি?"

"তুমি কি তাদের কারনটা জানতে চাও?"

"বলো। তোমার কথার মাঝখানে যদি আমি বমি করে দেই কিছু মনে করো না।"

"এখন পর্যন্ত সতেরোজনকে খুন করা হয়েছে। তার মানে, তোমার হিসাব অনুযায়ী আমরা অন্তত এক বা দুজনের ক্ষেত্রে সাফল্য পেতে পারি। হয়তো আরো দু'একজন, কারণ সেইসব লোকদের কয়েকজন পয়ষট্টি বছর বয়সে স্বাভাবিক কারণেই মারা যেতে পারে। লিবারম্যান এখনো সবকিছু জানে না, কারণ মেলোনি নিজেও জানতো না। কিন্তু সে নাম মনে করতে পারে, যদি সে করে, তাহলে লিবারম্যান স্বাভাবিকভাবেই হেজেনকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করবে।"

"তাহলে শুধু তাকে ফিরিয়ে আনলেই তো হতো! ছয়জনকে কেন?"

"সাইবার্টও তাই বলেছিল।"

"তারপর?"

"এখুনি তুমি বমি করবে। পুরো ব্যাপারটাই নাকি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেছে। রুডেল বলছিল, লিবারম্যানকে খুন করলে বা ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে নাকি অর্গানাইজেশন লাইম লাইটে চলে আসবে। তার চেয়ে একটা বা

দুইটা সাফল্যই যথেষ্ট–তাই না? সবকিছু তাই বন্ধ করে দেয়া হোক। লিবারম্যান সারা জীবন হেজেনকে খুঁজে মরুক।"

"কিন্তু সে তা করবে না। সে সহজেই বাচ্চাগুলোর মধ্যে যোগাযোগটা খুঁজে পাবে।"

"হতেও পারে আবার নাও হতে পারে।"

"সত্য কথা হচ্ছে," মিঙ্গল বললো, "তারা সবগুলো হচ্ছে একদল বুড়ো ধামড়া। বুড়ো বয়সে সমুদ্রের পাড়ে তাদের ভিলায় শুয়ে মারা যেতে চায়। যদি তাদের নাতি-নাতনিরা আর্য জাতির শেষ বংশধর হয়, এতেও তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমি পারলে সবকটাকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করাতাম।"

"রাগ করো না, তারাই আমাদের এ পর্যন্ত আসতে সাহায্য করেছে।"

"কিন্তু যদি আমার হিসাব ভুল হয়? যদি প্রতি দশ জনে একজন না হয়ে বিশজনে একজন হয়? কিংবা ত্রিশজন? অথবা চুরানব্বই জনে একজন? তাহলে কি হবে?"

"দেখ, যদি আমার হাতে দায়িত্ব থাকতো, আমি কোন কিছু চিন্তা না করে লিবারম্যানকে সরিয়ে দিতাম, অপারেশন চালিয়ে যেতাম। আমি তোমার দলে, সাইবার্টও। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, সে কোনোভাবেই এই অপারেশন বন্ধ করতে দিতে রাজি ছিল না। সে না থাকলে পাঁচ মিনিটেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে যেত।"

"শুনে খুশি হলাম," মিঙ্গল বললো, "আমাকে যেতে হবে, গুড নাইট," বলে সে ফোন রেখে দিল। টেবিলে হাত রেখে চুপ করে বসে আছে সে। আরেকজনের উপর নির্ভর করলে আসলে এমনই হয়। তাদের মাথায় কি কিছুই নেই!

বন্ধ দরজার বাইরে রুডি অপেক্ষা করছিল, হ্যান্স ও তার লেফটেন্যান্টও এবং হোটেলের ম্যানেজারও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

মিঙ্গল বেরিয়ে এলে ট্রুপ তার দিকে এগিয়ে গেল, "আসো, মেইনফার্স তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

"অপেক্ষা করা উচিত হয় নি," বললো মিঙ্গল, "আমি এখুনি চলে যাচ্ছি। রুডির দিকে তাকিয়ে দরজার দিকে হাটা দিল সে।

*

ক্লস ফোন করে জানালো, সে সবকিছু জানতে পেরেছে কিভাবে চুরানব্বইজন ছেলেই দেখতে একই রকম হতে পারে আর মিঙ্গল কেন তাদের পালক

পিতাদের খুন করতে চাইছে একটি নির্দিষ্ট দিনে।

লিবারম্যান ডায়রিয়ার কারণে সারারাত জেগে ছিল, আজকের সরাদিন বিছানাতেই কাটাচ্ছে। পুরো ব্যাপারটার সাদৃশ্য দেখে সে বেশ মজা পেল। তাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যখন সে বিছানাতে ছিল, প্রশ্নটি করেছিল ব্যারি নামের একটি ছেলে, তার উত্তরও কি আরেকজন যুবকের কাছ থেকে পাবে এখনও সে বিছানাতেই। সে নিশ্চিত ছিল, ক্লস ভুল খবর দেবে না। "বলো," সে বললো।

"হের লিবারম্যান,"–ক্লসের কণ্ঠ অন্যরকম মনে হল–"এ ব্যাপারে ফোনে বলা সম্ভব নয়। এটা আসলেই বেশ জটিল, এবং আমি নিজেও ভাল করে বুঝতে পারিনি এখনো। আমি শুনেছি আমার বান্ধবী লিনার কাছ থেকে। এটা তারই আইডিয়া এবং সে এ ব্যাপারে তার প্রফেসরের সাথে কথা বলে। সে-ই ভালো করে ব্যাখ্যা করতে পারবে সবকিছু। আপনি যদি আসতে পারেন তবে আমি মিটিঙের ব্যবস্থা করতে পারবো। আমি কথা দিচ্ছি, আপনি সবকিছুর উত্তর পাবেন।"

"আমি মঙ্গলবার সকালে ওয়াশিংটন যাচ্ছি।"

"তাহলে কালই চলে আসুন। অথবা, আরো ভাল হয়, সোমবার আসুন, এখানে থেকে মঙ্গলবার এখান থেকেই চলে যেতে পারবেন। আপনি নিশ্চয়ই ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে যাবেন? আমি আপনাকে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে আসবো, আবার পৌছেও দেব। আমরা সোমবার রাতে প্রফেসরের সাথে দেখা করতে পারবো। আপনি লিনা এবং আমার সাথে থাকতে পারবেন। আপনি বিছানাতে এবং আমরা স্লিপিং ব্যাগে।"

"আমাকে অন্তত একটু ধারণা দাও," লিবারম্যান বললো।

"না। আসলে এটা এমন কারোরই বলা উচিত যে এব্যাপারে জানে। আপনি কি এ ব্যাপারে তদন্ত করতেই ওয়াশিংটন যাচ্ছেন?"

"হ্যা।"

"তাহলে আপনি যত বেশি সম্ভব তথ্য জানতে চান, তাই না? আমি কথা দিচ্ছি, আপনার সময়ের অপচয় হবে না।"

"ঠিক আছে, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমি কখন পৌছাব, তোমাকে আগেই জানাবো। তুমি প্রফেসরে'র সাথে কথা বল, নিশ্চিত হও সে ঐ সময় ব্যস্ত থাকবে না।"

"আমি নিশ্চিত সে ব্যস্ত থাকবে না। লিনা বলেছে, সে চিন্তিত, সেও আপনার সাথে দেখা করে সাহায্য করতে চায়।"

"সে কি পড়ায়, কিসের প্রফেসর–রাষ্ট্রবিজ্ঞান?"

"বায়োলজি।"

"বায়োলজি?"

"হুম। আমি এখন যাচ্ছি, কাল তাহলে আবার কথা হবে।"

"আমি ফোন করবো, ধন্যবাদ, ক্লস, গুড বাই।"

সে ফোন রেখে দিল।

খুবই ভাল সামঞ্জস্য। "শেষপর্যন্ত একজন বায়োলজির প্রফেসর?"

*

মিঙ্গলকে খবরটি জানাতে না পারায় সাইবার্টের নিজেকে ভারমুক্ত মনে হচ্ছে এখন। সে রোববার মিঙ্গলের সাথে রেডিওতে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও পারলো না, সোমবার দিন বিকেলে তার ছয় বছরের নাতিকে নিয়ে তার কম্পাউন্ডে উড়ে গেল।

ল্যান্ডিংস্ট্রিপ ফাঁকা ছিল। সাইবার্টের সন্দেহ হল, মিঙ্গল কি ফ্লোরিয়ানোপোলিসে রয়ে গেল কিনা, কিংবা আসুনসিওনও যেতে পারে। অথবা শুধু পাইলটকে হয়তো সাপ্লাইয়ের জন্য আসুনসিওন পাঠিয়েছে।

সে এবং তার নাতি বাড়ির দিকে হাটছে।

কাউকে দেখা যাচ্ছে না–কোন গার্ড, চাকর। ব্যারাকগুলো লাগানো, চাকরদের ঘরগুলো তালা বন্ধ। সাইবার্টের অস্বস্তি লাগছে।

প্রধান বিল্ডিংয়ের বাইরের দরজা বন্ধ, সামনেরটাও। সাইবার্ট দরজায় টোকা দিয়ে অপেক্ষা করে রইলো। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো সে। বাড়িটি পরিত্যাক্ত করা হয়েছে, কিন্তু সাবধানে হঠাৎ করে চলে যাওয়ার চিহ্ন নেই।

সে স্টাডিতে ঢুকলো। পেইন্টিংগুলো সব একসাথে করে এক কোনায় রাখা। সাইবার্ট ঘুরে চার্টের দিকে তাকালো।

এটার প্রথম সারির অর্ধেকের মতো টিক মার্ক দেয়া বাকি সারিগুলো সব কেটে দেয়া হয়েছে কলম দিয়ে। পুরো চার্টটা দেখে মনে হয় যেন এর ওপর প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে।

"এটা কি?" তার নাতি ফার্দি জিজ্ঞেস করলো।

"নামের লিস্ট।"

"হেশট! হেশট!" সাইবার্ট জোরে ডাকলো।

"স্যার?" তার কো-পাইলট এসে ঢুকলো।

"তোমার কাজ সেরে প্লেন থেকে একটা গ্যাসের ক্যান নিয়ে আসো।"

"জি, স্যার!"

"তুমি কি করবে?" ফার্দি জিজ্ঞেস করলো।

"এটাকে পোড়াবো।" সাইবার্ট চার্টটা দেখালো।

"কেন?"

"কেউ যেন এটা আর না দেখতে পায়।"

"বাড়িতেও কি আগুন লাগবে?"

"হ্যা, কিন্তু বাড়ির মালিক আর ফিরে আসবে না।"

"তুমি কি করে জানো? সে এসে দেখলে রেগে যাবে।"

"তুমি বাইরে গিয়ে খেলনাগুলো নিয়ে খেল।"

"আমি এটা ধরতে চাই।"

"যা বলছি তাই কর।!"

"জি, স্যার!" ফার্দি জলদি রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

"ব্যালকনিতেই থেকো!" সাইবার্ট বললো তাকে।

টেবিল থেকে সব ম্যাগাজিন নিয়ে একসাথে করে তারপর ফাইল ড্রয়ার খুলে যত ফাইল পেল এনে ম্যাগাজিনগুলোর সাথে রাখলো সে।

কো-পাইলট ফিরে এল, হাতে লাল রংয়ের ক্যান সাথে পাইলটও দাঁড়িয়ে আছে দরজায়।

সাইবার্ট কো-পাইলটকে বললো, "হিটলারের পোট্রেইটটা বাইরে নিয়ে যাও।"

পাইলটকে পাঠাল পুরো বাড়ি চেক করে দেখতে কেউ আছে কিনা।

"আমি কি সোফার উপর উঠবো?" কো-পাইলট জিজ্ঞেস করল।

"কেন নয়?" সাইবার্ট বললো।

ফাইল এবং ম্যাগাজিনগুলোর উপর গ্যাসোলিন ঢেলে চার্টটির উপরও ছিটিয়ে দিল সে।

কো-পাইলট পোর্ট্রেইটটা বাইরে নিয়ে গেল।

সাইবার্ট কিছু কাগজ একসাথে করে হাতে নিয়ে তাতে লাইটার থেকে আগুন ধরালো। পাইলট এসে জানাল, বাসায় কেউ নেই, সে সবগুলো জানালা খুলে দিয়ে এসেছে। "আমার নাতিকে বাইরে নিয়ে যাও। সে কি তোমার সাথে আছে?"

"জি, স্যার!"

সাইবার্ট হাতের জ্বলন্ত কাগজটি স্তুপ করা ফাইলগুলোর দিকে ছুড়ে দিতেই মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়লো।

বাইরে বেরিয়ে গেল তারা সবাই।

সাইবার্ট একপাশে সরে কিছুক্ষণ জ্বলন্ত বাড়িটির দিকে তাকালো। এখান থেকেও তারা তাপ অনুভব করতে পারছে।

*

এশার একহাতে কোট এবং অন্য হাতে টুপি নিয়ে যেই মুহূর্তে দরজার বাইরে পা বাড়িয়েছে–ঠিক সেই মুহূর্তেই ফোনটা বেজে উঠলো। আজকে কি সে বাসায় যেতে পারবে না? দরজা বন্ধ করে আবার ফিরে এসে ফোনটা রিসিভ করলো।

ইয়াকভের ফোন, সাও পাওলো থেকে, অপারেটরকে এশার বললো, লিবারম্যান শহরের বাইরে আছে। ওপাশ থেকে যিনি কল করেছেন তিনি জানালেন তার সাথেই কথা বলবেন।

"জি, বলুন?" এশার বললো।

"আমার নাম কুর্ট কোহলার। আমার ছেলে ব্যারি–"

"জি, হ্যা, আমি জানি, কোহলার সাহেব! আমি লিবারম্যানের সেক্রেটারি, এশার জিমার। কোনো খবর পেয়েছেন?"

"হ্যা, তবে খারাপ খবর। ব্যারির মৃতদেহ পাওয়া গেছে গত সপ্তাহে।"

এশার চুপ করে রইলো।

"আমি দুঃখিত, হের কোহলার!" এশার কিছুক্ষণ পর বললো।

"ধন্যবাদ। তাকে ছুরি মেরে এরপর জঙ্গলে ফেলে দেয়া হয়েছিল সম্ভবত প্লেন থেকে।"

"ওহ্ খোদা!"

"আমার মনে হল, হের লিবারম্যান হয়তো জানতে চাইবেন তাই–"

"অবশ্যই, অবশ্যই! আমি তাকে বলবো।"

"আমার কাছে কিছু তথ্য আছে তার জন্য। ঐ নাৎসি শুয়োরগুলো ব্যারির ওয়ালেট এবং পাসপোর্ট নিয়ে গেছে, কিন্তু তার জিনসের পকেটে এক টুকরো কাপড় পাওয়া গেছে। সে সম্ভবত ঐ টেপটি শোনার সময় কোন নোট নিয়েছিল। হের লিবারম্যান এগুলো কাজে লাগাতে পারবেন। আপনি কি বলতে পারবেন, আমি কিভাবে তার সাথে যোগাযোগ করবো?"

"সে এখন হাইডেলবার্গে আছে।"

"আগামীকালই কি ভিয়েনা ফিরে আসবে?"

"না, উনি সেখান থেকে ওয়াশিংটন যাবেন।"

"ওহ্? তাহলে আমি ওনাকে ওয়াশিংটনেই কল করবো। আমি এখন...একটু বিধ্বস্ত অবস্থায় আছি, বুঝতেই পারছেন। আগামীকাল আমি বাসায় ফিরছি তারপরে ফোন করতে পারবো। উনি কোথায় থাকবেন?"

"বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন হোটেলে," এশার বললো, "আমার কাছে ওখানকার নাম্বার আছে।" সে তাকে নাম্বারটি দিল।

"ধন্যবাদ, উনি কখন এসে পৌছুবেন?"

"তার প্লেন ল্যান্ড করবে ছয়টা ত্রিশে, সাতটা থেকে সাতটা ত্রিশের মধ্যেই হোটেলে চলে যাবেন।"

"উনি কি ব্যারির বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করতে যাচ্ছেন?"

"হ্যা," এশার বললো, "ব্যারির কথাই ঠিক, হের কোহলার। অনেক লোক খুন হয়েছে, কিন্তু ইয়াকভ এটা বন্ধ করবে। আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারেন, আপনার ছেলে বৃথাই জীবন দেয় নি।"

"শুনে ভাল লাগলো, ধন্যবাদ।"

"গুড-বাই।"

সে ফোন রেখে দিল।

মিঙ্গলও ফোন নামিয়ে রেখে বাদামি স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে প্যান অ্যামের টিকেট কাউন্টারে লাইনে দাঁড়ালো। বাদামি চুলগুলো একপাশে আঁচড়ানো।

তার প্যারাগুয়ান পাসপোর্টে নাম হচ্ছে র‍্যামন আশেইস ন্যাগুরিন, অ্যান্টিকস ডিলার, এজন্যই তার সুটকেসে একটি পিস্তল আছে, নাইন মিলিমিটার ব্রাউনিং, অটোমেটিক। এটা বহন করার অনুমতি তার আছে। তার ভিসা এবং পাসপোর্ট ডিসেম্বরে ইস্যু করা হয়েছে, এখনো এর মেয়াদ রয়েছে।

পরের ফ্লাইটেই নিউইয়র্কে যাবার একটি টিকেট কিনলো সে। সাতটা পয়তাল্লিশে ছাড়বে, ওয়াশিংটনে পৌছুবে দশটা পয়ত্রিশে।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনে গিয়ে সব কিছু গুছিয়ে নেবার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

অধ্যায় ৬

বায়োলজির প্রফেসর, ন্যুবার্গার, ছোট করে ছাটা বাদামি গোফ এবং সোনালি রংয়ের চশমার পেছনে বয়স ছত্রিশ কিংবা তেত্রিশের বেশি ধারণা করা যায় না।

"দেখতে একই রকম হওয়া, আচরনে মিল থাকা, সবাইকে একই রকম পরিবারে দত্তক দেয়া," বায়োলজির প্রফেসর বলতে শুরু করলেন, "এসব কিছু এক সাথে করলে একটাই মাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।" ঝুঁকে সামনের দিকে এসে লিবারম্যানকে বললেন, "মনোনিউক্লিয়ার রিপ্রডাকশন।"

"এ ফিল্ডে ডা: মিঙ্গল দশ বছর এগিয়ে ছিলেন।"

"অবাক হওয়ার কিছু নেই," লিনা বললো, "সে চল্লিশের দশকে অসউইজে প্রচুর গবেষণা চালিয়েছে।"

"হ্যা," ন্যুবার্গারও সম্মতি জানাল (লিবারম্যানের বিস্ময়ের রেশ তখনো কাটে নি, 'গবেষণা' এবং 'অসউইজ' একই বাক্যে; তাকে ক্ষমা করা যায়, সে এখনও তরুণী এবং সুইডিশ, কতটুকুই বা জানে সে?) "অন্যরা," ন্যুবার্গার আবার বললেন, "ইংরেজ আর আমেরিকানরা পঞ্চাশের দশকের আগে শুরু করে নি, তারা হিউম্যান ওভাবে ব্যবহারও করতে পারে নি। তারা যতটুকু বলে, আমি বাজি ধরতে পারি, তারা তার চাইতে বেশি করেছে। এজন্যই বলেছি, মিঙ্গল অন্যদের চাইতে দশ বছর এগিয়ে আছে, পনেরো বা বিশ নয়।"

লিবারম্যান ক্লসের দিকে তাকালো, তার বামপাশে বসা সে, দেখার জন্য যদি তার কোনো ধারণা থাকে ন্যুবার্গার কি বলছেন। তার চোখ লিবারম্যানের সাথে এক হলে লিবারম্যান মাথা ঝাঁকালো।

"রাশিয়ানরাও অবশ্যই অনেক দূর এগিয়েছে, চার্চের বা জনগণের আপত্তি ছিল না। যেহেতু তাদের একদল বাচ্চার একটা পুরো স্কুল আছে সাইবেরিয়াতে, দেখতে একই রকম; আরেকটু বড়, মিঙ্গলের ছেলেদের চাইতে।"

"মাফ করবেন," লিবারম্যান বললো, "আমি বুঝতে পারছি না আপনি কি নিয়ে কথা বলছেন।"

ন্যুবার্গারকে বিস্মিত মনে হল। ধৈর্যসহকারে বললেন, "মনোনিউক্লিয়ার রিপ্রডাকশন। একই রকম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জিনের উৎপাদন। আপনার কি

বায়োলজি সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে?"

"খুবই অল্প," লিবারম্যান বললো, "প্রায় পয়তাল্লিশ বছর আগের।"

ন্যুবার্গার মুচকি হাসলো। "তখনই এ নতুন সম্ভাবনার বিষয়ে কথাবার্তা শুরু হচ্ছিলো।" সে বললো, "হ্যাল্ডেন একজন ইংরেজ বায়োলজিস্ট, প্রথম এর নাম দেন ক্লোনিং, এটি একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ 'কেটে নেয়া,' যেমন কোন গাছ থেকে একটা অংশ কেটে নেয়া। 'মনোনিউক্লিয়ার রিপ্রডাকশন' এর চাইতে অনেক বেশি জটিল নাম। যদি আগের নামের মাধ্যমেই বেশি অর্থ বোঝা যায় তবে নতুন নামের প্রয়োজন কেন?"

"ক্লোনিং একটু ছোট," ক্লস বললো।

"হ্যা," ন্যুবার্গার বললো, "কিন্তু এর চাইতে কি কয়েকটি শব্দ বেশি ব্যবহার করতে পুরো ব্যাপারটা একবারে বোঝালেই ভালো না?"

"আমাকে 'মনোনিউক্লিয়ার রিপ্রডাকশন' সম্পর্কে বলুন। একটা কথা মাথায় রাখবেন। আমি বায়োলজি পড়েছিলাম শুধু পড়তে হয়েছিল বলে, আমি মিউজিক বেশি পছন্দ করতাম।"

"আমি গানের মতো করে তোমাকে বলতে পারবো না।" ন্যুবার্গার বললেন, "এটা সাধারণ কোনো রিপ্রডাকশনের মতো নয়। ডিম্বানু এবং শুক্রাণু, প্রত্যেকটিতে তেইশটি ক্রোমোসোমসহ একটি নিউক্লিয়াস রয়েছে আমাদের কাছে। এদের গায়ে সুতার মত অংশগুলো হচ্ছে জিন, লক্ষ লক্ষ জিন আছে। যখন দুটি নিউক্লিয়াস একসাথে মিশে যায় তখন আমরা একটি উর্বর ডিম্বানু পাই, ছেচল্লিশটি ক্রোমোসোম। আমি এখন মানুষের কথা বলছি। বিভিন্ন প্রজাতিতে সংখ্যাটি ভিন্ন। ক্রোমোসোমগুলো প্রতিনিয়ত নিজেদের প্রতিরূপ তৈরি করে, তাদের প্রত্যেকটা জিনেরও প্রতিরূপ তৈরি করে এবং কোষগুলো ভাগ হয়ে যায়। প্রতিটি কোষে একই করম ক্রোমোসোম থাকে। এই প্রতিরুপ তৈরি এবং বারবার বিভাজনকে বলা হয়-"

"মাইটোসিস," লিবারম্যান বললো।

"হ্যা, এবং নয় মাসে," ন্যুবার্গার বললো, "আমরা এরকম দলবদ্ধ কয়েক বিলিয়ন কোষ পাই। প্রত্যেকেই আলাদা কাজে জড়িত থাকে–কোনটা মাংসে, কোনটা রক্তে বা চুলে বা হাড়ে পরিণত হয় কিন্তু প্রত্যেকটি কোষই একই রকম নিউক্লিয়াস ধারণ করে এবং প্রত্যেকটিতেক ছেচল্লিশটি ক্রেমোসোম থাকে। বাবার থেকে অর্ধেক এবং মায়ের থেকে অর্ধেক। জমজ ছাড়া এটি সম্পূর্ণ আলাদা প্রত্যেক মানুষের জন্য এটিই হচ্ছে ব্লুপ্রিন্ট। ছেচল্লিশটি ক্রোমোসোমের ব্যতিক্রম হচ্ছে শুধু লিঙ্গ নির্ধারণী কোষ, এদের ক্ষেত্রে থাকে তেইশটি ক্রোমোসম, যেন তারা অন্য আরেকটির সাথে মিলে নতুন এবং আলাদা কোষ তৈরি করতে পারে।"

"এখন পর্যন্ত সবকিছু পরিস্কার," লিবারম্যান বললো।

"এটা হচ্ছে সাধারণ রিপ্রডাকশন, যা প্রাকৃতিকভাবেই ঘটে।" ন্যুবার্গার বললো, "এখন আমরা ল্যাবরেটরিতে যাব। মনোনিউক্লিয়াস রিপ্রডাকশনে একটি ডিম্বানুর কোষের দেহ রেখে নিউক্লিয়াসটি ধ্বংস করা হয়। এটা রেডিয়েশনের মাধ্যমে করা হয়। এই ডিম্বানুর কোষের ভেতরে, এরপরে যে কোষের পুণরায় উৎপাদন করতে হবে সেই শরীরের দেহকোষ পুরে দেয়া হয়–দেহকোষ, লিঙ্গ নির্ধারণী কোষ নয়। এখন আমরা আবার প্রাকৃতিক নিয়মে ফিরে এলাম। আমাদের কাছে রয়েছে ছেচল্লিশটি ক্রোমোসমসহ একটি ডিম্বানু, উর্বর, যেটি বিভাজন করতে প্রস্তুত। যখন ষোল বা বত্রিশটি কোষে পৌছায়–সাধারণ চার থেকে পাঁচ দিন লাগে–তখন এটিকে এটির 'মা'র জরায়ুতে প্রবেশ করানো হয়; বায়োলজিক্যালি বললে, সে আসলে তার মা নয়। সে একটি ডিম্বানু দিয়েছিল এবং এখন সে ভ্রূনটির বড় হবার জন্য একটি পরিবেশ প্রদান করছে কিন্তু সে নিজের জিনের কিছুই দেয় নি। বাচ্চাটি যখন বড় হবে তার কোনো বাবা-মা থাকবে না, শুধু একজন ডোনার থাকবে–যে নিউক্লিয়াসটি দিয়েছিল–যার জেনেটিক ডুপ্লিকেট হচ্ছে সে। সম্পূর্ণ নতুন এবং আলাদা একটির পরিবর্তে আমাদের এখন আছে পুরনো একটিরই ক্লোন।"

"এটা...সম্ভব হতে পারে?" লিবারম্যান বললো।

ন্যুবার্গার মাথা ঝাঁকালেন।

"এটা সম্ভব হয়ে গেছে," ক্লস জানালো।

"ব্যাঙ দিয়ে," ন্যুবার্গার জানালেন, "খুবই সহজ পদ্ধতিতে। এখন পর্যন্ত এটুকুই জানা গেছে। অক্সফোর্ডে ষাটের দশকে এটা এমন ঝড় তুলেছিল যে এরপর থেকে সব কাজ হয়েছে গোপনে। আমি কিছু রিপোর্ট সম্পর্কে শুনেছি, তবে সব বায়োলজিস্টই খরগোশ, কুকুর এবং বানর ব্যবহার করেছে, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানি সবখানেই। আগে যেমনটা বলেছিলাম, রাশিয়াতে তারা মানুষ নিয়েই গবেষণা চালিয়েছে অথবা চেষ্টা করেছে। কোন সভ্য সমাজ কিভাবে এই আইডিয়াটাকে বাধা দিতে পারে? তোমারা ভালো নাগরিকদের ছড়িয়ে দাও, আর বন্ধ করে দাও খারাপ নাগরিকদের বৃদ্ধি। চিকিৎসা এবং পড়াশোনার ব্যায় কি পরিমাণ কমে যাবে! দুই বা তিন জেনারেশন পর শুধু উন্নত জনগোষ্ঠিই থাকবে।"

"মিঙ্গল কি ষাটের দশকে মানুষ দিয়ে এমন গবেষণা চালাতে পারে?" লিবারম্যান জিজ্ঞেস করলো।

"থিওরি আগেই জানা ছিল," ন্যুবার্গার জবাব দিলেন, "তার শুধু দরকার ছিল, সঠিক যন্ত্রপাতি, কয়েকজন স্বাস্থ্যবতী এবং ইচ্ছুক তরুণী, উচ্চ পর্যায়ের দক্ষতা...এবং অবশ্যই, এমন কোন জায়গা যেখানে কোন ঝামেলা ছাড়াই নির্বিঘ্নে কাজ চালাতে পারবে।"

"সে তখন জঙ্গলেই থাকতো," লিবারম্যান বললো, "সে ঊনষাট সালে সেখানে যায়। আমি তাকে পালাতে বাধ্য করেছিলাম।"

"হয়তো সে নিজের ইচ্ছাতেই গেছে," ক্লস বললো।

লিবারম্যান তার দিকে তাকালো, তার কাছেও তাই মনে হচ্ছে।

"বাদ দাও," ন্যুবার্গার বললেন, "আসল কথা হচ্ছে, সে করতে পেরেছিল নাকি পারে নি। যদি লিনা আমাকে যা বলেছে তা সত্যি হয়, তাহলে সে অবশ্যই করতে পেরেছে। ছেলেগুলোকে একই রকম পরিবারে দত্তক দেয়া তাই প্রমাণ করে।" তিনি হাসলেন। "জানেন হয়তো, আমাদের চূড়ান্ত উন্নতির জন্য শুধু জিনই একমাত্র বিষয় নয়। মনোনিউক্লিয়ার রিপ্রডাকশনের মাধ্যমে জন্ম নেয়া ছেলেটি তার ডোনারের মত চেহারা নিয়ে বেড়ে উঠতে এবং একই রকম বৈশিষ্ট্য পাবে যখন তারা একই পরিবেশে বেড়ে উঠবে। কিন্তু যদি তারা আলাদা পরিবেশে বেড়ে উঠে, আলাদা সংস্কৃতিতে, তবে হয়তো ডোনারের সাথে জিনের মিল থাকা সত্ত্বেও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলাদা হতে পারে। মিঙ্গল শুধু বায়োলজিক্যালই ক্লোন করতে চায় নি। সে নির্দিষ্ট কাউকে বড় করে তুলতে চাইছে। একই রকম পরিবার ছেলেগুলোর বড় হবার জন্য সঠিক পরিবেশ দেবে।"

"ছেলেগুলো," লিবারম্যান বললো, "মিঙ্গলের ক্লোন?"

"পুরোপুরি ক্লোন, জেনেটিক্যালি," ন্যুবার্গার জানালেন, "এখন তারা কিভাবে বেড়ে উঠবে সেটার উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে।"

"মাফ করবেন," লিনা বললো, "আমরা এখন খেতে পারি?" সে হাসলে তাকে আরো সুন্দর দেখায়। "আসলে, এখনই খেতে হবে," বললো সে, "তা নাহলে সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে, যদি এখনও নষ্ট না হয়ে থাকে।"

তারা সবাই উঠে এসে খেতে বসলো। টেবিলে রুটি, সালাদ, লাল ওয়াইন পরিবেশন করা হয়েছে।

লিবারম্যান টেবিলের ওপাশে তাকাল, ন্যুবার্গার তখন রুটিতে মাখন লাগাচ্ছে। "আপনি তখন কি বলছিলেন," সে জিজ্ঞেস করলো, "ছেলেগুলো সম্পর্কে, তারা যদি 'সঠিক পরিবেশে' বেড়ে উঠে?"

"মানে মিঙ্গলের বেড়ে ওঠার পরিবেশের মত," ন্যুবার্গার বললো, তার দিকে তাকিয়ে। "দেখুন, আমি যদি আরেকজন এডওয়ার্ড ন্যুবার্গার বানাতে চাই তবে শুধু আমরা শরীর থেকে একটু মাংস নিয়ে তার থেকে কোষ আলাদা করে পুরো পদ্ধতিটা অনুসরণ করলেই হবে না। ধরে নিচ্ছি আমার কাছে যন্ত্রপাতি আছে।"

"আর মহিলাগুলো," ক্লস বললো।

"ধন্যবাদ," ন্যুবার্গার হাসলো, "আমি মহিলা জোগার করতে পারবো।"

"এই রকম রিপ্রডাকশনের জন্য?"

"হ্যা, ধরে নিচ্ছি। একবার তার কাছ থেকে ডিম্বানু নিতে হবে এবং আরেকবার উর্বর ডিম্বানুটিকে তার ভেতর প্রবেশ করাতে হবে।" সে লিবারম্যানের দিকে তাকিয়ে বললো। "এরপর আমাকে ছোট এডওয়ার্ডের জন্য একটি সঠিক বাসা খুঁজতে হবে। তার একজন মা দরকার হবে যিনি খুবই ধার্মিক এবং একজন বাবা যে খুব বেশি পান করে, যেন তাদের মধ্যে সবসময় ঝগড়া হয়। সেই বাসায় একজন আংকেল থাকতে হবে, যিনি একজন ম্যাথ টিচার, সে ছেলেটিকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাবে। এসব লোকগুলোকে ছেলেটিকে আপন ভাবতে হবে 'আংকেল'টিকে ছেলেটির নয় বছর বয়সে মারা যেতে হবে, তাছাড়া ছেলেটির বাবা-মাকে দুই বছর পর আলাদা হয়ে যেতে হবে। এরপরও ছেলেটি হয়তো এই এডওয়ার্ড থেকে আলাদা হতে পারে। তার বায়োলজির টিচার হয়তো তাকে খুব একটা আকৃষ্ট নাও করতে পারে, যেমনটা আমাকে করেছিল। কোন মেয়ে হয়তো আমার চাইতে দেরিতে তার সাথে বিছানায় যেতে পারে। সে আলাদা রকমের বই পড়তে পারে, টিভি দেখতে পারে যেখানে আমি রেডিও শুনতাম। এরকম হাজারটা কারণে সে আমার চাইতে আলাদা হতে পারে।"

লিনা লিবারম্যানের পাশে বসেছে, ক্লসের দিকে তাকালো সে।

ন্যুবার্গার কাটাচামচ দিয়ে মাংস তুলে বললো, "মিঙ্গল পুরো ব্যাপারটা ঘটার সম্ভাবনা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল। তাই সে এতগুলো ছেলে তৈরি করেছে।

"সে খুবই খুশি হবে যদি এদের মধ্যে একজনও তার মতো হয়।"

"এখন বুঝতে পারছেন," ক্লস লিবারম্যানকে জিজ্ঞেস করলো, "কেন লোকগুলো খুন হচ্ছে?"

লিবারম্যান মাথা ঝাঁকালো। "ছেলেগুলোকে 'পরিবেশ' তৈরি করে দেয়ার জন্য।"

"ঠিক," ন্যুবার্গার বললেন, "ছেলেগুলোকে শুধু জেনেটিক নয়, মানসিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও মিঙ্গল বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।"

"সে একটা নির্দিষ্ট বয়সে তার বাবাকে হারিয়েছে, তাই ছেলেগুলোকেও হারাতে হবে," ক্লস বললো।

"এটা যেন কোন তালার কম্বিনেশন খোলার মত," লিনা বললো, "যদি সবগুলো নাম্বার একটির পর একটি খোলা যায় তবে দরজা খুলবে।"

"ধন্যবাদ।"

"মিঙ্গলের চোখ বাদামি।"

ন্যুবার্গার লিবারম্যানের দিকে তাকালো, "আপনি নিশ্চিত?"

"আমি তার আর্জেন্টাইন আইডি কার্ড দেখেছি, চোখ বাদামি। তার বাবা ছিল ধনী ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারী নয়।"

ন্যুবার্গার প্লেটে সালাদ নিয়ে বললো, "এজন্যই সে যন্ত্রপাতিগুলোর ব্যবস্থা করতে পেরেছে। যদি চোখগুলো না মেলে তাহলে সে ডোনার নয়।"

"কমরেড অর্গানাইজেশনের প্রধান কে, আপনি জানেন?" লিনা লিবারম্যানকে জিজ্ঞেস করলো।

"একজন কর্নেল, নাম রুডেল, হ্যান্স উলরিখ রুডেল।"

"নীল চোখ?" ক্লস জানতে চাইলো।

"আমি জানি না। আমাকে চেক করতে হবে, তার পারিবারিক ইতিহাসও," লিবারম্যান বললো, "যেকোনো উপায়ে," ন্যুবার্গার বললো, "আপনি এখন জানেন, মানুষগুলো কেন খুন হচ্ছে। আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কি?"

লিবারম্যান কিছুক্ষণ চুপ করে বসে আছে। "মাফ করবেন।" বলে সে টেবিল থেকে উঠে পড়লো। তার প্লেটের দিকে তাকালো।

"এরপর কিছু না," ক্লস বললো।

"আশা করি।"

ক্লস তাকিয়ে দেখলো লিবারম্যান বুক শেলফে কিছু খুঁজছে।

"মাংসটা খুবই চমৎকার হয়েছে," ন্যুবার্গার বললো, "তবে ভবিষ্যতে আমরা আরো ভাল মাংস খেতে পাবো। মনোনিউক্লিয়ার রিপ্রডাকশনের ফলে আরো ভালো মাংসও পাওয়া যাবে।"

ক্লস লিনার পেছনে তাকিয়ে দেখল লিবারম্যান একটি খোলা বইয়ের সামনে ঝুঁকে আছে, মনে হল যেন প্রার্থনা করছে। তবে কোনো বাইবেল না, কারণ তাদের এখানে কোন বাইবেল নেই। লিবারম্যানের নিজের বই? বইটি সেখানে রাখা ছিল না? কর্নেলের চোখের ব্যাপারটি চেক করছে হয়তো বা?

"আমাকে এ ব্যাপারটি গোপন রাখতে বেশ কষ্ট করতে হবে।"

"কিন্তু আপনাকে রাখতে হবে," ক্লস বললো।

"আমি জানি, আমার ডিপার্টমেন্টের দুজন ব্যাঙের ডিম্বানু নিয়ে চেষ্টা করেছিল।" লিবারম্যান দরজার পাশে দাঁড়ানো, বিদ্ধস্ত মনে হচ্ছে।

"কি হয়েছে?" ক্লস জিজ্ঞেস করলো।

ন্যুবার্গার এবং লিনা দুজনই ঘুরে তাকালো তার দিকে।

"আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাইছি," বললো লিবারম্যান। ন্যুবার্গার সায় দিল।

"যে নিউক্লিয়াসটি দেয়, মানে ডোনার, তাকে কি জীবিত থাকতে হবে?"

"না, এটা জরুরি নয়। একটি কোষ জীবিত বা মৃত হয় না। মোজার্টের মাথার চুল থেকেও যদি কারও দক্ষতা এবং যন্ত্রপাতি থাকে তবে সে কয়েকশো শিশু মোজার্টের জন্ম দিতে পারবে। তাদের জন্য ঠিক বাড়ি খুঁজে বের করুন,

আমরা পাঁচজন অথবা দশজন মোজার্টকে পেয়ে যাব, অনেক ভাল ভাল মিউজিক পাব।"

লিবারম্যান অবিশ্বাসের সুরে বললো, "মিউজিক বা মোজার্ট নয়," সে পেছন থেকে হাত বের করলো, তার হাতে ধরা একটি বই, তাতে প্রচ্ছদে রয়েছে একজন মানুষের ছবি। গোফ, লম্বা নাক, নীল চোখ–'হিটলার।'

"তার বাবা ছিল সরকারি কর্মচারী, কাস্টমস অফিসার। তার বয়স ছিল বায়ান্ন যখন...ছেলেটি জন্ম নেয়, মায়ের বয়স ছিল ঊনত্রিশ। তার বাবা মারা যায় পয়ষট্টি বছর বয়সে, তখন ছেলেটির বয়স ছিল তের কিংবা প্রায় চৌদ্দ।"

*

তারা খাবার রুম থেকে বেরিয়ে অন্য রুমে গিয়ে বসলো।

"চুরানব্বই জন হিটলার," লিবারম্যান বলেই মাথা নাড়লো, "না, না, এটা অসম্ভব।"

"অবশ্যই না," ন্যুবার্গার বললো, "চুরানব্বইটি ছেলে রয়েছে যারা হিটলারের জিনের উত্তরসুরী। তারা অন্যরকম হতে পারে, তাই হবে।"

"বেশিরভাগই!" লিবারম্যান বললো, "তার মানে কিছু বাকি থাকছে।"

"কতজন?" ক্লস জিজ্ঞেস করলো।

"আমি জানি না।" ন্যুবার্গার বললো।

"আপনি বলছিলেন, কয়েকশোর মধ্যে পাঁচ কি দশজন মোজার্ট। তাহলে চুরানব্বইজনের মধ্যে কয়জন হিটলার? এক? দুই? তিন?"

"আমি বলতে পারবো না," ন্যুবার্গার বললো, "আমি এমনিই বলছিলাম। কেউই সঠিক বলতে পারবে না। ব্যাঙেরা তো পার্সোনালিটি টেস্ট দেয় নি।"

"অনুমান করুন," লিবারম্যান বললো।

"যদি বাবা-মাগুলোকে শুধু বয়স, জাতি এবং পিতার পেশা দেখে বাছাই করা হয় তবে সম্ভাবনা খুবই কম।"

"কিন্তু যদি একজনও থাকে?" লিনা বললো।

"আপনার মনে আছে আপনি লেকচারে কি বলেছিলেন? একজন জিজ্ঞেস করেছিল নিও-নাৎসিরা কি হুমকি কিনা, আপনি বলেছিলেন যদি শুধুমাত্র সামাজিক অবস্থান খুবই খারাপ হয়–যা তারা করছে–তাহলে আরেকজন হিটলারের আবির্ভাব ঘটছে!" ক্লস বললো।

"কয়জন বাবাকে এখন পর্যন্ত খুন করা হয়েছে?" ন্যুবার্গার জানতে চাইলো।

"ঠিক!" ক্লস বললো, "মাত্র ছয়জন! ততোটা খারাপ মনে হচ্ছে না।"

"আট," লিবারম্যান বললো, "তুমি গুথ্রি এবং কারিকে ভুলে যাচ্ছ। আরো আছে, আমরা সবগুলো জানি না।"

"আমি আগামীকাল ওয়াশিংটন যাচ্ছি, এফবিআইয়ের সাথে কথা বলবো। আমি জানি এরপর কে খুন হচ্ছে, তারা খুনিকে ধরতে পারবে। আপনি কি আমার সাথে আসবেন, তাদেরকে বোঝাতে? " লিবারম্যান বললো।

"আগামীকাল?" ন্যুবার্গার বললো, "মনে হয় না।"

"নতুন হিটলারকে থামাতে?"

"ঈশ্বর! হ্যা, অবশ্যই। কিন্তু যদি আমাকে একান্তই দরকার হয়। দেখুন, ওখানেও অনেকে আছেন, হার্ভাডে, কর্নেলে, ক্যালটেকে, যাদের নাম এবং আমেরিকান পরিচয় আমেরিকান কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক বেশি ভারি মনে হবে। আপনি চাইলে আমি তাদের নাম এবং স্কুলের নাম লিখে দিতে পারি।"

"অবশ্যই।"

"যদি কোনো কারণে আমাকে দরকার হয় আমি অবশ্যই আসবো।"

"ঠিক আছে," লিবারম্যান বললো, "ধন্যবাদ।"

ন্যুবার্গার জ্যাকেট থেকে কলম এবং প্যাড বের করলো।

"প্রত্যেকের নাম এবং কোথায় পাবো লিখে দিন," বললো লিবারম্যান, এরপর ক্লসের দিকে তাকিয়ে বললো, "সে ঠিকই বলেছে। একজন আমেরিকান হলে ভাল হবে। দুজন বিদেশী হলে তারা আমাদের লাথি মেরে বের করে দেবে।"

"আপনার পরিচিত কেউ নেই?" ক্লস জিজ্ঞেস করলো।

"মারা গেছে। সমস্যা নেই, আমি ম্যানেজ করে নেব। চিন্তা কর! চুরানব্বইজন হিটলার!"

*

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যদিও চার-তারকা হোটেল, কিন্তু এর সার্ভিস দেখে বোঝার উপায় নেই। রুমের ভেতরে দরজায় স্টিকার লাগানো আপনার নিজের নিরাপত্তার জন্য সবসময় দরজা বন্ধ রাখুন।

মিঙ্গল উঠেছে ৪০৪ নাম্বার রুমে। দুপুরবেলা লাঞ্চ আসার আগেই সে বাথরুমে গিয়ে পেটের ভেতর থেকে ডায়মন্ডের টিউবটি বের করে টিভি দেখতে বসেছে আর কি কি জিনিস কিনতে হবে তার একটি লিস্ট করেছে। খাবার নিয়ে এল যে ওয়েটারটি তার গায়ে সাদা রংয়ের জ্যাকেট, যা যেকোনো কাপড়ের দোকানে পাওয়া যাবে। এটাও সে লিস্টে যোগ করল।

কিছুক্ষণ পর সে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল সাইড ডোর দিয়ে। চোখে

কালো চশমা, গোফ নেই, মাথায় পরচুলা, ওভারকোট গায়ে এবং শোল্ডার হোলস্টারে পিস্তল। সে ঐ রুমে দামি কিছু রেখে আসার ভরসা পায় নি। তাছাড়া শুধু তার জন্য না, যে কারোরই স্টেটসে এসে আর্মড থাকা উচিত।

ওয়াশিংটন, সে যতটা আশা করেছিল তার চাইতে বেশিই পরিস্কার এবং আকর্ষণীয়। প্রথমেই সে একটি জুতার দোকানে থেমে একজোড়া রাবার সু কিনলো। গরমের দেশ থেকে ঠাণ্ডার দেশে এসে পড়েছে সে।

এরপর বইয়ের দোকানে গিয়ে ঢুকলো। সেখানে ঢুকে কালো চশমা পাল্টে তার নিয়মিত চশমা পরে নিল। লিবারম্যানের বইয়ের পেপারব্যাক কপি খুঁজে পেয়েছে, পেছনে একটি স্ট্যাম্প সাইজ ছবি দেয়া। সে এরপর ছবির সেকশনে গিয়ে তার নিজের ও লিবারম্যানের ছবি খুঁজে পেল। তার এখনকার এই ছদ্মবেশের সাথে ছবির সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাছাড়া লিবারম্যান তাকে খুঁজবেও না।

বইটি র‍্যাকে রেখে দিয়ে ট্রাভেল সেকশন থেকে একটি বই নিয়ে আমেরিকা ও কানাডার রোডম্যাপ কিনল সে। বিশ ডলারের বিল দিয়ে টাকা পরিশোধ করে বেরিয়ে এল ওখান থেকে।

আবার কালো চশমা চোখে। সে যেটা খুঁজছে এখনো পায় নি, শেষমেষ এক কালো ছেলেকে জিজ্ঞেস করলো, যার ভাল জানার কথা। সে তাকে দেখিয়ে দিল।

"কোন ধরনের ছুরি?" কাউন্টারের পেছন থেকে একজন কালো লোক বললো।

"শিকারের জন্য," জানালো সে।

সবচেয়ে ভালোটি পছন্দ করলো। জার্মানিতে তৈরি, হাতে নিলে বেশ সুন্দর লাগে। খুবই ধারালো। আরো পঞ্চাশ ডলার ব্যয় হলো এর জন্য।

এরপর ঔষধের দোকান গেল সে। নিজের জন্য ভাইটামিন কিনলো। তারপরের গেল ব্লকে, 'ইউনিফর্ম অ্যান্ড ওয়ার্ক ক্লোথস'-এ।

"আপনার সাইজ মনে হয় ছত্রিশ।"

"হ্যা।"

"আপনি কি পরে দেখবেন?"

"না।" পিস্তলের জন্য মানা করে একজোড়া সাদা দস্তানাও কিনলো।

সে কোনো খাবারের দোকান খুঁজে পেল না, এরা কি কিছু খায় না!

অবশেষে খুঁজে পেল একটা। তিনটি আপেল, দুইটি কমলা, দুটি কলা এবং কিছু আঙুর কিনলো তার নিজের জন্য।

এরপর ট্যাক্সি নিয়ে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনে ফিরে গিয়ে আবার সাইড ডোর দিয়ে প্রবেশ করলো। তিনটা বাইশ মিনিটে আবার তার রুমে ঢুকলো সে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আঙুর খেতে খেতে ইজি চেয়ারে বসে ম্যাপ দেখলো। সে হুইলককে শেষ করতে পারবে যদি সে এখনো পেনসিলভ্যানিয়াতেই থাকে? কিন্তু এরপর থেকে তাকে দ্রুতই এগোতে হবে। নির্দিষ্ট তারিখের ছয় মাসের মধ্যে খুন করতে পারলেই হবে। এরপর যেতে হবে কানাডা, সেখানে স্টোরহেস এবং মরগান। তারপর সুইডেন। তাকে কি ভিসার মেয়াদ আবার বাড়াতে হবে?

বিশ্রাম নেয়া শেষ হলে ফলের ঝুড়ি নিয়ে বারবার প্র্যাকটিস করলো সে। সাদা জ্যাকেট এবং দস্তানা গায়ে। বললো, "ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে আপনার জন্য স্যার।" বারবার বললো যতক্ষণ না সন্তুষ্ট হল।

*

১৮৭২-এ হুভারের মৃত্যুর পর এফবিআই সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। সে ভাবলো, তারা হয়তো তাকে চিনতেই পারবে না। ক্লসকে বলেছে, সে কাউকে খুঁজে নেবে। সে আসলে মিথ্যা বলেছে, তার পরিচিত কয়েকজন এখনো আছে। কয়েকজন সিনেটর আছেন, তাদের মধ্যে একজন তাকে অবশ্যই সাহায্য করবে। কিন্তু সে কি এত সময় পাবে?

ব্যাপারটা আরো ঘুলিয়ে যাচ্ছে, বাইশ তারিখেই সম্ভবত হুইলক খুন হবে। কিন্তু যদি আসল তারিখ আরো আগেই হয়? যদি হাস্যকর, ভবিষ্যতের ইতিহাস নির্ভর করছে কিসের উপর ফিদা মেলোনির কুকুরের বয়সের উপর। তখন যদি ঐ কুকুরটির বয়স দশ না হয়ে নয় বা আট সপ্তাহ হয়? তাহলে খুনি এতোদিনে খুন করে চলে গেছে।

সে ঘড়ির দিকে তাকালো ১০টা ২৮ বাজে। এটা ঠিক সময় না; সে এখানে এসে এখনো সময় ঠিক করে নি। আরো ছয় ঘণ্টা যোগ করল সে ৪:২৮। আজ রাতে একটু ঘুমাতে পারবে। সকালে সিনেটর আর ন্যুবার্গারের লিস্টের কয়েকজনকে ফোন দেবে সে।

তার এখন দরকার একজন ইহুদি এফবিআই অথবা ইসরায়েলি মোসাদে'র আমেরিকান ব্রাঞ্চ। এমন কোথাও যেখানে আগামীকাল গিয়েই বলতে পারবে। "একজন নাৎসি পেনসিলভ্যানিয়ার নিউ প্রভিডেন্সের হুইলক নামের এক লোককে খুন করতে যাচ্ছে। তাকে রক্ষা করুন, নাৎসিটিকে ধরুন। আমাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন না। আমি পরে সবই ব্যাখ্যা করবো। আমি ইয়াকভ লিবারম্যান আমি কি আপনাদের ভুল পথ দেখাতে পারি?" তারা সাথে সাথে এগিয়ে আসবে কাজটা করতে।

আহা! যদি এরকম কোনো অর্গানাইজেশন থাকতো!

*

প্রায় এক ঘণ্টা ঘুমানোর পর মিঙ্গল উঠে শেভ করে পরচুলা আর গোফ পরে কালো স্যুটটা গায়ে চাপালো। সবকিছু বিছানার উপর রেখে দিয়েছে সাদা জ্যাকেট, দস্তানা, ছুরি, ফলের ঝুড়ি এবং 'ডুন নট ডিস্টার্ব' সাইন, যাতে করে লিবারম্যান যখন চেকইন করবে তখন সে তার রুম নাম্বার জানতে পেরে সাথে সাথেই যেন সেগুলো পরে ওয়েটারের রোল নিতে দেরি না হয়।

বেরিয়ে যাবার সময় দরজায় 'ডু নট ডিস্টার্ব' ঝুলিয়ে দিয়ে গেল।

ছয়টা পয়তাল্লিশে সে লবিতে বসে অপেক্ষা করছে, হাতে টাইমসের একটা কপি, সামনের দরজার দিকে নজর রাখছে সে।

সাতটা বাজার বিশ মিনিট পর লিবারম্যান আসলো–লম্বা, চওড়া কাঁধ। কালো গোফ, মাথায় ক্যাপ এবং গায়ে ওভারকোট। আসলেই কি এটা লিবারম্যান? ইহুদি, হ্যা, কিন্তু দেখে খুবই কমবয়স্ক লাগছে।

উঠে রেজিস্ট্রেশন ডেস্কের কাছেই নিউজ পেপার ডেস্কে গিয়ে 'দিস উইক ইন ওয়াশিংটন' ম্যাগানিজনটা হাতে নিল সে।

"আপনি কি শুক্রবার রাতে থাকছেন?" ক্লার্কটি সম্ভাব্য লিবারম্যানকে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা।"

একটা বেল বাজলো, "তুমি কি মিঃ মরিসকে সাতশ সাতাত্তরে নিয়ে যাবে?"

"জি, স্যার।"

সে আবার লবিতে ফিরে গেল। একটা লেবানিজ তার সিটটা দখল করে নিয়েছে, মোটা এবং প্রত্যেক আঙুলেই আংটি।

অন্য একটি সিটে বসলো সে।

অনেকেই আসলো কিন্তু লিবারম্যানের কোন খবর নেই।

আটটার দিকে বেরিয়ে ফোনবুথের দিকে গিয়ে হোটেলের নাম্বারে ফোন করলো। জিজ্ঞেস করলো–"মিঃ লিবারম্যানের জন্য কি কোন রুম রিজার্ভ করা হয়েছে?"

"আজকের জন্য?"

"হ্যা।"

ক্লার্কটি কিছু দেখে জানালো, "হ্যা, আপনি কি মিঃ লিবারম্যান বলছেন?"

"না।"

"আপনি কি কোনো মেসেজ রাখতে চাচ্ছেন?"

"না, ধন্যবাদ, আমি পরে ফোন করবো।"

সে ফোনবুথের ভেতর থেকেও বেশ পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে, তাই সে আরেকটা দশ সেন্টের কয়েন বের করে ফোনের ভেতর ফেলে অপারেটরকে জিজ্ঞেস করলো, কিভাবে পেনসিলভ্যানিয়ার নিউ প্রভিডেন্সের কারো নাম্বার খুঁজে পাবে। সে তাকে একটা বড় নাম্বার দিল কল করার জন্য, নম্বরটা 'টাইমে'র লাল বর্ডারের উপর লিখে নিল। তারপর ফোনের নিচ থেকে কয়েনটা নিয়ে আবার ভেতরে ফেললো সে।

নিউ প্রভিডেন্সে একজন হেনরি হুইলক আছে। সে আগের নাম্বারটার নিচে তার নাম্বার লিখলো। মহিলাটি তাকে ঠিকানাও দিল, ওল্ড বাক রোড, বাড়ি নাম্বার নেই।

তারপর সেই নাম্বারে কল করলো সে। ভাবলো, যদি এইটিই ঠিক হুইলক হয়ে থাকে তবে ছেলেটি হয়তো ফোন ওঠাবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নতুন ফুয়েরারে'র সাথে কথা বলতে পারবে। তার মধ্য দিয়ে একটা আনন্দের ধারা বয়ে গেল।

ওহ্! দয়া করে, তুমি এসে ফোনটা ধরো!

"হ্যালো," একজন মহিলা বললো।

সে হতাশ।

"হ্যালো?"

"হ্যালো।" সে বলছে, "মিঃ হেনরি হুইলক কি বাসায় আছেন?"

"না, উনি বাইরে গেছেন।"

"আপনি কি মিসেস হুইলক বলছেন?"

"জি, হ্যা।"

"আমার নাম ফ্রাঙ্কলিন, ম্যাডাম। আপনাদের প্রায় চৌদ্দ বছর বয়সের একটি ছেলে আছে?"

"হ্যা...."

ধন্যবাদ ঈশ্বর। "আমি এই বয়সের ছেলেদের নিয়ে এই বছর ট্যুরের ব্যবস্থা করছি। আপনি কি তাকে এবার গ্রীষ্মে ইউরোপে পাঠাতে চান?"

"না, আমার মনে হয় না," মহিলাটি হেসে উঠেছে।

"আমি কি আপনাকে ব্রোশিউর পাঠাবো?"

"পাঠাতে পারেন, কিন্তু খুব একটা লাভ হবে না।"

"আপনাদের ঠিকানা কি ওল্ড বাক রোড?"

"হ্যা, সে এখানেই থাকে।"

"গুড নাইট, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।"

এরপর সে উল্টো দিকের কার-রেন্টাল বুথে গিয়ে বসে দরজার দিকে নজর রাখতে লাগলো। আগামীকাল তাকে একটা গাড়ি ভাড়া করে নিউ

প্রভিডেন্স যেতে হবে। হুইলকের ব্যবস্থা হয়ে গেলে সে নিউইয়র্ক যাবে, সেখানে একটা হিরের টুকরা বিক্রি করে শিকাগোতে উড়াল দেবে। এর পরের জন সেখানে।

কিন্তু শালার লিবারম্যান কোথায়?

নয়টার দিকে সে কফি শপে গিয়ে এমন একটা সিটে বসলো যেখান থেকে দরজাটা দেখা যাবে। ডিম এবং টোস্ট খেল; আর কফিটা পৃথিবীর সবচেয়ে বাজে কফি। আবার ফোন বুথে গিয়ে হোটেলে ফোন করলো সে।

সে এখনো আসে নি, তারা এখনো তার আশায় আছে।

দুই এয়ারপোর্টেই ফোন করলো সে, আশা করছে হয়তো ঐ প্লেনটি ক্র্যাশ করেছে। এমন কোন খবর পেল না। সব ফ্লাইটই শিডিউল অনুযায়ী পৌঁছেছে।

ঐ কুত্তার বাচ্চা নিশ্চয়ই ম্যায়হেমে রয়ে গেছে। কিন্তু কতদিনের জন্য? এখন ভিয়েনাতেও কল করা যাবে না, সেখানেও রাত।

সে চিন্তা করলো, কেউ যদি তাকে খেয়াল করে থাকে সে সারারাত লবিতে বসে আছে?

কোথায় তুই ইহুদি শয়তান? এখানে এসে আমাকে খুন করতে দে!

*

বুধবার বিকেলবেলা দুইটা বাজার কয়েক মিনিট পর ট্রাফিকে আটকে থাকা ট্যাক্সি থেকে ম্যানহাটনের রাস্তায় বেরিয়ে এল লিবারম্যান। বৃষ্টির মধ্য দিয়েই ছাতা হাতে ফুটপাত দিয়ে হাটছে।

সে সাত কি আট ব্লক হেটে তারপর রাস্তা পার হয়ে একটি বিল্ডিংয়ের সামনে এসে দাঁড়ালো, একটু পর ঢুকে পড়লো এর ভেতরে।

কালো কার্পেট বিছানা লবি পেরিয়ে এলিভেটরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো আরো কয়েকজন অপেক্ষা করছে সেখানে।

বারো তলায় এলিভেটর থেকে নেমে সেখানে দরজায় লাগানো নামগুলো দেখে এগোচ্ছে সে ১২০২, অ্যারন গোল্ডম্যান, আর্টিফিশিয়াল ফ্লাওয়ার ১২০৩, মিঃ এন্ড এম. রথ ১২০৪, ইয়ুথক্রাফট ডলস। ১২০৫ নাম্বার রুমে লেখা ওয়াইজেডি; ডি'টা ওয়াই এবং জে-এর চাইতে একটু বড় করে লেখা। দরজায় নক করলো সে।

"জি?" এক তরুণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল ভেতর থেকে।

"আমি ইয়াকভ লিবারম্যান।"

দরজার চিঠি ঢোকানোর জায়গাটা খুলে গেল, "আপনি কি আইডিটা

দেবেন দয়া করে?"

সে পাসপোর্ট বের করে বাড়িয়ে দিলে কেউ সেটি নিয়ে নিল। অপেক্ষা করলো এবার। কিছুক্ষণ পর ক্লিক করে শব্দ করে দরজা খুলে গেল।

ভেতরে ঢুকলো। মোটা একটি মেয়ে, ষোলো বছর বা এরকম হবে, তাকে স্বাগত জানালো, "সালোম।" তার পাসপোর্টটা বাড়িয়ে দিল।

পাসপোর্টটা নিয়ে সেও বললো, "সালোম।"

"আমাদেরকে সাবধানী হতে হয়।" মেয়েটি ক্ষমা চেয়ে দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল।

তারা একটা রুমের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে, রুমের ভেতর একটি ডেস্ক, একটি টাইপরাইটারও দেখা যাচ্ছে। আরেকদিকের একটা দরজাতে একটা পোস্টার লাগানো : 'ইয়ং জুইশ ডিফেন্ডারস।'

মেয়েটি ছাতার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে লিবারম্যান ছাতাটি তাকে দিল। একটা মেটালস্ট্যান্ডে অন্য দুইটি ছাতার পাশে রাখলো সে।

"তুমি কি সেই, যে ফোনে কথা বলেছিলে?" বললো লিবারম্যান।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো সে।

"তুমি খুব দক্ষতার সাথে কাজ কর। রাবাই কি আছেন?"

"সে একটু আগেই এসেছে।"

"ধন্যবাদ। ওনার ছেলে কেমন আছে?"

"তারা এখনো জানে না। তবে অবস্থা এখনো স্থিতিশীল আছে।"

"হুমম।" লিবারম্যান সান্ত্বনা জানিয়ে মাথা নাড়লো।

মেয়েটি তার কোট এবং হ্যাট রেখে দিল। লিবারম্যানের চোখ পড়লো একটি লিফলেটের উপর লেখা 'নতুন ইহুদি–মৃত্যু চুম্বনকারী; কোন ছাড় দেয়া হবে না কখনই!'

মেয়েটি লিবারম্যানকে পেরিয়ে পোস্টার লাগানো দরজাটিতে টোকা দিল; একটু খুলে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে বললো, "মিঃ লিবারম্যান এসেছেন।"

এরপর দরজাটা পুরো মেলে ধরলে লিবারম্যানের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠতেই ও এক পাশে সরে দাঁড়ালো।

লিবারম্যান রুমের ভেতর ঢুকলো, রুমের ভেতরে বেশ কয়েকজন মানুষ দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকেই যার যার টেবিলে। একেবারে কোণার ডেস্ক থেকে বেরিয়ে এল, রাবাই মোশে গোরিন, সুদর্শন, কালো চুল, হাস্যোজ্জ্বল গায়ে টুইড জ্যাকেট এবং হলুদ শার্ট। সে লিবারম্যানের হাত নিয়ে তার হাতে ধরে বললো, "আমি সেই ছোটবেলা থেকে আপনার সাথে দেখা করতে চেয়েছি। আপনি সেই কিছু মানুষদের একজন, যাকে আমি সম্মান করি, আপনি যা করেছেন শুধু এজন্যই না, কারণ, আপনি যা করেছেন কারো সাহায্য ছাড়াই

করেছেন। আমি ইহুদি সাহায্যের কথা বলতে চাইছি।"

লিবারম্যান কিছুটা বিব্রত, খুশিও হল। "ধন্যবাদ, আমিও তোমার সাথে দেখা করতে চেয়েছি, রাবাই। আমি তোমার কাজকে স্বাগত জানাই।"

গোরিন অন্যদের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিল। ব্লন্ড, গোফওলা লোকটি, তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড, ফিল গ্রিনস্প্যান। লম্বা টেকো লোকটি এলিয়ট বারাখ। আরেক জন বিশালদেহী, পল স্টার্ন। সবচেয়ে কম বয়সী জন, বয়স হয়তো পঁচিশ হবে, সে রাবিনোভিচ। প্রত্যেকের গায়েই শার্ট।

অন্যদের ডেস্ক থেকে চেয়ার এনে গোরিনের ডেস্কের পাশে বসলো তারা। লিবারম্যান বসে চারপাশে তাকালো।

"এসব দেখবেন না দয়া করে," গোরিন বললো।

"আমার অফিসের চাইতে খুব একটা আলাদা না," লিবারম্যান বললো, "এটা আরেকটু বড়।"

"আমি আপনার জন্য দুঃখিত।"

"তোমার ছেলে কেমন আছে?"

"সে সম্ভবত ঠিক হয়ে যাবে," গোরিন জানালো, "এখন অবস্থা স্থিতিশীল।"

হাতলবিহীন চেয়ারে লিবারম্যান নিজেকে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। "যখন আমি লেকচার দেই লোকজন জানতে চায় তোমার সম্পর্কে আমার কি মত। আমি সবসময়ই বলি, তার সাথে আমার কখনো দেখা হয় নি, তাই আমার কোনো মতামত নেই।" সে গোরিনের দিকে তাকিয়ে হাসলো। "এখন আমাকে নতুন একটা উত্তর খুঁজতে হবে।"

"আশা করি, ভালো কিছু একটা।" ডেস্কে ফোন বেজে উঠলো। "কেউই নেই স্ট্যান্ডি!" গোরিন দরজার দিকে চিৎকার করে বললো, "যদি আমার বউ না হয়!" লিবারম্যানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি কোন ফোন আশা করছেন?"

লিবারম্যান মাথা নাড়লো। "কেউ জানে না আমি এখানে। আমার ওয়াশিংটনে থাকার কথা ছিল।" সে তার গলা ঠিক করে নিল, "এফবিআইয়ে'র কাছে যাবার জন্য; কিছু খুনের ব্যাপারে কথা বলার জন্য। আমি এ ব্যাপারে তদন্ত করছি। এখানে এবং ইউরোপে। প্রাক্তন এস.এস. সদস্যরা করছে খুনগুলো।"

"সাম্প্রতিক সময়ে?" গোরিন জিজ্ঞেস করলো।

"এখনো চলছে," লিবারম্যান বললো, "ডাঃ মিঙ্গল সবকিছুর ব্যবস্থা করেছে।"

"ঐ কুকুরের বাচ্চা..." গোরিন বললো।

পাশ থেকে গ্রিনস্প্যান বললো, "আমরা রিও ডি জেনেরিও'তে কাজ শুরু করেছি। আমাদের কর্মকাণ্ড একটু বড় হলেই আমরা একটা কমান্ডো টিম পাঠিয়ে তাকে তুলে আনবো।"

"তোমাদের আশা পূর্ণ হোক," লিবারম্যান বললো, "সে এখনো বেঁচে আছে, সে-ই সবকিছু চালাচ্ছে। গত সেপ্টেম্বরে ইলিয়নয়ের এক যুবককে খুন করেছে সেখানে। ছেলেটি আমার সাথে ফোনে কথা বলছিল, আমাকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানাচ্ছিল। এখন সমস্যা হচ্ছে এফবিআই'কে বোঝাতে সময় লাগবে।"

"আপনি এতদিন অপেক্ষা করলেন কেন?" গোরিন জিজ্ঞেস করলো, "গত সেপ্টেম্বর থেকেই জানতেন আপনি..."

"আমি জানতাম না," বললো লিবারম্যান, "পুরো ব্যাপারটাই ছিল...হয়তো, হতে পারে অনিশ্চয়তা। এখন আমি পুরো ব্যাপারটা জানি। তাই প্লেনে আসার সময় আমার ওয়াই.জে.ডি'র কথা মনে পড়লো। তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারবে যখন আমি ওয়াশিংটন যাব।"

"আমরা যতটুকু পারি করবো," গোরিন বললো, "শুধু বলুন, আপনি পাবেন।" অন্যরাও সায় দিল।

"ধন্যবাদ, আমি এমনটাই আশা করছিলাম। কাজটা হচ্ছে একজন লোককে গার্ড দিয়ে রাখার, পেনসিলভ্যানিয়াতে, নিউ প্রভিডেন্সে।"

"পেনসিলভ্যানিয়া, আমি ভাল করে চিনি," একজন বললো।

"এখানে এই লোকটি খুন হবে পরবর্তীতে, এ মাসের বাইশ তারিখে বা আগে। এখন থেকে আর কয়েকদিন পরই। কিন্তু যে লোকটি তাকে খুন করতে আসবে, সে যেন ভয় না পায় বা নিজেকেই খুন না করে ফেলে। তাকে ধরতে হবে, যেন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়।" গোরিনের দিকে তাকালো সে, "তোমার কাছে কি এমন লোক আছে যারা লোকদের গার্ড দিতে পারবে বা কাউকে ধরতে পারবে?"

"আপনার পাশেই বসে আছে তারা। আমিই করতে পারবো," গ্রিনস্প্যান বললো।

গোরিন হাসছে, লিবারম্যানের দিকে তাকিয়ে বললো, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জন্ম না নেয়াতে তার ক্ষোভের শেষ নেই। সেই আমাদের কমব্যাট সেকশন চালায়।"

"আশা করি দু'য়েক সপ্তাহের মধ্যেই হয়ে যাবে," লিবারম্যান বলল, "এফবিআই না আসার আগ পর্যন্ত।"

"তাদের কি দরকার?" তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছেলেটি বললে গ্রিনস্প্যান জানালো, "আমরাই তাকে ধরে আনব আপনার জন্য, আমরা দ্রুত

তার কাছ থেকে তথ্যও বের করতে পারবো।"

অসম্মতি জানিয়ে বললো লিবারম্যান, "তাদেরকে আমার ব্যবহার করতে হবে। কারণ তাদের কাছ থেকে ইন্টারপোলের কাছে যেতে হবে। অন্যান্য দেশও জড়িত। এই লোকের পাশাপাশি আরো পাঁচজন আছে।"

"এখন পর্যন্ত কতজন খুন হয়েছে?" জানতে চাইলো গোরিন।

"আমি আটজনের কথা জানি।আসলে সাতজন, একজনের ব্যাপারে নিশ্চিত নই। আরো থাকতে পারে।"

"ইহুদি?" গোরিন জিজ্ঞেস করলো।

"মিশ্র।"

"কেন? কি কারণে করা হচ্ছে?" বারাখ জানতে চাইলো।

"হ্যা," গোরিন যোগ করলো। "তারা কারা? পেনসিলভ্যানিয়ার লোকটি কে?"

"আমি যদি বলি এটা খুবই, খুবই গুরুত্বপূর্ণ," লিবারম্যান জবাব দিল। "ইসরায়েলের উপর যে পরিমাণ চাপ আছে তার চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ–এটুকু কি যথেষ্ট হবে? আমি বাড়িয়ে বলছি না মোটেও।"

"না," বললো গোরিন, "আপনি মোশে গোরিনের কাছে তিন-চারজন লোক ধার চাইছেন। ইয়াকভ, আমি আপনাকে সব রকমের সাহায্য করবো, কিন্তু কোন নেতা কি করে তার লোকদের অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়, এমনকি ইয়াকভ লিবারম্যানের ক্ষেত্রেও?"

"আমি জানতাম, তোমরা অন্তত জানতে চাইবে," লিবারম্যান বললো, "কিন্তু আমার কাছে প্রমাণ চেয়ো না। শুধু শোন আর আমাকে বিশ্বাস কর। তা নাহলে আমি আমার সময় নষ্ট করলাম।" সে সবার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলো আবার। "তোমরা কি কেউ স্কুলে বায়োলজি পড়েছ?"

*

"ঈশ্বর!" তাদের একজন বলে উঠলো।

"এটাকে ইংরেজিতে বলে, 'ক্লোনিং'। কয়েক বছর আগে টাইম ম্যাগাজিনে এটা নিয়ে একটা আর্টিকেল ছিল," বাখার বললো।

"চুরানব্বই জন ছেলে, হিটলারের জিন নিয়ে জন্ম নেয়," লিবারম্যান বললো।

"আমার কাছে," গোরিন বললো, "তারা চুরানব্বজনই হিটলার।"

"আপনি নিশ্চিত, হুইলক এখনো বেঁচে আছে?" গ্রিনস্ক্যান প্রশ্ন করলো।

"হ্যা।"

"সে কি এখনো আগের জায়গাতেই আছে?"

"আমার কাছে তার নাম্বার আছে। আমি তোমাদের কাছ থেকে নিশ্চিত না হয়ে তার সাথে কথা বলতে চাই নি। কিন্তু আমি যাদের সাথে ছিলাম, সেখানকার এক মহিলাকে দিয়ে ফোন করিয়েছিলাম। সে বলেছিল, সে একটি কুকুর কিনতে চায় তাদের কাছ থেকে। সে তাদের বাসায় যাবার পথ জেনে নিয়েছে।"

"আমরা পিস্তল ব্যবহার করবো না। এফ.বি.আই কোনো ছুতো পেলেই আমাদের ধরবে,"গোরিন বললো।

"আমি কি এখন হুইলককে ফোন করবো?" জিজ্ঞেস করলো লিবারম্যান।

"আমি কাউকে তার সাথে তার বাড়িতে থাকতে দেব," গ্রিনস্প্যান বললো।

একজন ফোনটা বাড়িয়ে দিল লিবারম্যানের দিকে।

বারাখ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বললো, "হাই, মিঃ হুইলক, আপনার ছেলে হিটলার।"

"আমি ছেলেটির কথা কিছুই বলবো না," লিবারম্যান বললো, "তাহলে সে হয়তো ফোনই রেখে দেবে। আমি আগে কল করি।"

লিবারম্যান ফোন করলো তার নাম্বারে।

"এখন মনে হয় স্কুল ছুটি হয়ে গেছে," বললো গোরিন, "ছেলেটিও ফোন ধরতে পারে।"

"আমরা পরিচিত," লিবারম্যান বললো, "আমার সাথে তার এর মধ্যে দু'বার দেখা হয়েছে।"

ওপাশে রিং হবার শব্দ শোনা গেল।

"হ্যালো," ওপাশ থেকে মোটা গলায় বললো একজন।

"মিঃ হেনরি হুইলক?"

"বলছি।"

"মিঃ হুইলক, আমার নাম ইয়াকভ লিবারম্যান। আমি নিউইয়র্ক থেকে ফোন করছি। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন, আমি ওয়ার ক্রাইমস ইনভেস্টিগেশন সেন্টার চালাই। আমরা নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের তথ্য খুঁজে বের করি এবং তাদের বিচারের সম্মুখীন করি।"

"আমি শুনেছি, আইখম্যান সম্পর্কে।"

"জি। সেইসাথে অন্যদেরকেও। মিঃ হুইলক, আমি এখন একজনকে খুঁজছি, সে এদেশেই আছে। আমি এফবিআইয়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি এ ব্যাপারে। সে কিছুদিনের মধ্যে দুই বা তিনজন মানুষকে খুন করেছে, আরো কয়েকজনকে করবে।"

"আপনি কি কোনো গার্ড কুকুর খুঁজছেন?"

"না," লিবারম্যান বললো, "সে পরবর্তীতে যাকে খুন করতে চাচ্ছে মিঃ হুইলক তিনি আর কেউ নন, আপনি।"

"ঠিক আছে, কে সে? টেড? ফাজলামোর আর জায়গা পান না?"

"আমি মজা করছি না আপনার সাথে। জানি, যদিও নাৎসিদের আপনাকে খুন করতে চাওয়ার কোন কারণ নেই।"

"কে বলেছে? আমি তাদের অনেককে মেরেছি। অবশ্যই তারা সমান করতে চাইতে পারে। যদি এখনো কেউ থেকে থাকে।"

"একজন আছে–"

"কে বলছেন আপনি?"

"আমি ইয়াকভ লিবারম্যান বলছি, মিঃ হুইলক। আমি শপথ করে বলতে পারি একজন প্রাক্তন এস.এস সদস্য আপনাকে খুন করতে আসবে কয়েক দিনের মধ্যে।"

ওপাশে কোনো আওয়াজ নেই।

"আমি এখন ইয়ং জুইশ ডিফেন্ডারের রাবাই মোশে গোরিনের অফিস থেকে বলছি। আমি এফবিআই'কে পাবার আগ পর্যন্ত, এক কি দুই সপ্তাহ লাগতে পারে, রাবাই আপনার জন্য তার নিজের কিছু লোক পাঠাতে চান। তারা আগামীকাল সকালে এসে পৌছুবে।"

ওপাশে এখনো কোনো আওয়াজ নেই।

"মিঃ হুইলক?"

"দেখুন, মিঃ লিবারম্যান, যদি আপনি সত্যি লিবারম্যান হয়ে থাকেন, তাহলে আমি বলছি, আপনি আমেরিকার সবচেয়ে নিরাপদ লোকদের একজনের সাথে কথা বলছেন। প্রথমত, আমি স্টেট কারাগারের একজন প্রাক্তন অফিসার, তাই আমি জানি কিভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হয়। দ্বিতীয়ত, আমার বাসাভর্তি ট্রেনিংপ্রাপ্ত ডোবারম্যান কুকুর রয়েছে, আমার নির্দেশ পেলেই তারা যে কারোর গলা ছিড়ে ফেলবে, যদি কেউ আমার দিকে অন্য চোখে তাকায়।"

"আমি শুনে খুশি হলাম। কিন্তু তারা কি আপনার উপর একটি দেয়াল পড়ে যাওয়াকে থামাতে পারবে? অথবা অনেক দূর থেকে কেউ গুলি করলে? অন্য দুজনের সাথে কিন্তু এরকমই হয়েছে।"

"কি নিয়ে হচ্ছে এসব? আমার পেছনে কোনো নাৎসি লেগে নেই। আপনি ভুল হেনরি হুইলককে ফোন করেছেন।"

"নিউ প্রভিডেন্সে কি এমন আরেকজন আছে, যে ডোবারম্যান পোষে? বয়স পয়ষট্টি, বউয়ের বয়স তার চাইতে অনেক কম, ছেলের বয়স প্রায় চৌদ্দ?"

হুইলক চুপ করে রইলো।

"আপনার পাহারা দরকার। ঐ নাৎসিটিকে ধরতে হবে, সে আপনার কুকুরের হাতে মারা যাবে না।"

"আমি বিশ্বাস করবো যখন এফ.বি.আই আমাকে বলবে। আমি কোনো ইহুদি ছেলেকে বেসবল ব্যাট হাতে আমার আশেপাশে দেখতে চাই না।"

লিবারম্যান কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। "মিঃ হুইলক," সে বললো, "আমি কি ওয়াশিংটন যাবার পথে আপনার সাথে দেখা করতে পারি? আমি আরেকটু ব্যাখ্যা করবো।"

"ঠিক আছে, আমি সবসময় এখানে আছি।"

"আপনার বউ কখন বাসায় থাকে না?"

"সে বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকে, স্কুল শিক্ষক তো তাই।"

"ছেলেটিও স্কুলে?"

"যখন সে মুভি তৈরির চেষ্টা করে। তাছাড়া বেশি সময় স্কুলেই থাকে। সে পরবর্তী আলফ্রেড হিচকক হতে যাচ্ছে, এটাই তার ইচ্ছা।"

"আমি তাহলে আগামীকাল দুপুরে আসব।"

"মনে রাখবেন, শুধু আপনি। আমি কোন ইহুদিকে আপনার সাথে দেখলে কুকুর লেলিয়ে দেব। আপনার কাছে পেন্সিল আছে? আমি ডিরেকশন বলে দিচ্ছি।"

"আছে। আমি আগামীকাল আপনার সাথে দেখা করছি। আশা করি আজ রাতটা আপনি বাসায়ই থাকবেন।"

"ঠিক আছে।"

লিবারম্যান ফোন রেখে দিল। "আমাকে বলতে হবে, এটা দত্তক নেয়া সম্পর্কিত," সে গোরিনকে বললো। "আমাকে এটাও বোঝাতে হবে, ওয়াই.জে.ডি 'বেসবল ব্যাট হাতে ইহুদি ছেলে' নয়।" এবার গ্রিনস্প্যানকে বললো, "তোমাকে সেখানেই কোথাও অপেক্ষা করতে হবে আশেপাশে, আমি তোমাকে ফোন করবো।"

"আমাকে প্রথমে ফিলাডেলফিয়া যেতে হবে," গ্রিনস্প্যান জানালো, "আমার লোকজন এবং যন্ত্রপাতি আনতে।" গোরিনকে সে বলল, "আমি পলকে সাথে নিতে চাই।"

তারা সবকিছু ঠিক করে ফেললো। গ্রিনস্প্যান এবং পল আজ রাতেই পলের গাড়িতে ফিলাডেলফিয়া রওনা হয়ে যাবে আর লিবারম্যান গ্রিনস্প্যানের গাড়ি নিয়ে কাল সকালে পেনসিলভ্যানিয়া যাবে। যখন সে হুইলককে ওয়াই.জে.ডি'র পাহারা নেবার জন্য প্ররোচিত করতে পারবে, সে ফিলাডেলফিয়াতে ফোন করে জানাবে, সাথে সাথে সেখান থেকে রওনা হয়ে

যাবে, তারা হুইলকের বাড়িতে মিলিত হবে। সবকিছু ঠিক হয়ে গেলে, সে ওয়াশিংটন রওনা দেবে গ্রিনস্প্যানের গাড়ি নিয়ে।

"আমাকে অফিসে ফোন করতে হবে," লিবারম্যান বললো, "তারা জানে আমি এরই মধ্যে ওয়াশিংটন পৌছে গেছি। না, থাক, সেখানে অনেক রাত হয়ে গেছে। আমি সকালের দিকে কল করবো।"

"আমার অনেক ডোনার তোমার কাছে চলে গেছে," লিবারম্যান হেসে বললো।

"হ্যা, কিছু," গোরিন বললো, "কিন্তু এই যে, আমরা এক সাথে বসে আছি, কাজ করছি, প্রমাণ করে তারা এই একই কারণে সাহায্য করছে, তাই না?"

"হ্যা, নিশ্চয়ই।"

"হুইলকের ছেলে ছবি আঁকে না, এটা ১৯৭৫, সে মুভি বানায়।" লিবারম্যান জানালো, "কিন্তু সে ঠিক পথই বেছে নিয়েছে। সে আরেকজন আলফ্রেড হিচকক হতে চায়। তার বাবা মনে করে না এটা ঠিক হচ্ছে। হিটলার এবং তার বাবার মধ্যেও শিল্পী হওয়া নিয়ে অনেক বিবাদ হয়েছিলো।"

*

মিঙ্গল বুধবার দিন সকালে রাস্তার ওপারে দ্য কেনিলওর্থ নামে আরেকটি হোটেলে গিয়ে উঠলো, মিঃ কুর্ট কোহলার নাম দিয়ে সেখানে রেজিস্টার্ড হল সে। দ্বিতীয় রুম থেকে সে ফ্রাউলিন জিমারকে ফোন করে জানালো নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন এসেছে, ব্যারির লাশ পাঠিয়ে দিয়েছে, কারণ ওটার চাইতে তার রেখে যাওয়া নোট অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই সে দ্রুত সেটা লিবারম্যানের হাতে পৌঁছে দিতে চায়।

কিন্তু কোথায় লিবারম্যান?

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনে নেই শুনে জিমার একটু বিস্মিত হল কিন্তু চিন্তিত মনে হলো না। সে জানালো, ম্যায়হেমে ফোন করবে এবং জানবে কি হয়েছে। যে কোহলারকে অন্য হোটেলে দেখতে বললো, কিন্তু সে বুঝতে পারছে না লিবারম্যান কেন অন্য হোটেলে উঠবে। সে প্ল্যান পরিবর্তন করলে, ফোন করে জানায়। সে খবর জানতে পারলে কোহলারকে জানাবে বলে আশ্বাস দিল।

কল ব্যাক করার আগে মিঙ্গল আরো ত্রিশটি হোটেলে খবর নিয়েছে আর বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনে ছয়বার।

সে জানালো, লিবারম্যান ফ্রাঙ্কফুর্ট ছেড়ে গেছে নির্দিষ্ট ফ্লাইটে; তাহলে সে হয় ওয়াশিংটন অথবা নিউইয়র্কে থেমেছে।

"নিউইয়র্ক সে কোথায় থাকবে?"

"কখনো হোটেল এডিসনে থাকে কিন্তু সাধারণত বন্ধুদের সাথে। অনেক বন্ধু আছে তার সেখানে। ওটা একটা বড় ইহুদি শহর, আপনি জানেন।"

"হ্যা।"

"চিন্তা করবেন না, মিঃ কোহলার। আমি তার কাছ থেকে শীঘ্রই শুনতে পাব, আমি তাকে বলব আপনি অপেক্ষা করছেন।"

এরপর নিউইয়র্কের এডিসনে ফোন করলো সে, ওয়াশিংটনের আরো কিছু হোটেলে এবং বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনে প্রতি আধ ঘণ্টা পরপর।

বুধবার রাতটা কেনিলওর্থে কাটালো সে। ঘুমানোর চেষ্টা করে হতাশ হচ্ছে। সে কি লিবারম্যানকে পাবে? বিছানার পাশে পিস্তলের কথা ভাবলো...আরো সাতাত্তর জনকে খুন করতে হবে, সে নিজে খুন হবার আগে কিংবা ধরা পড়ার আগে আর স্ট্যাঙ্গল বা আইখম্যানের মত বিচারের সম্মুখে পরা যাবে না।

অবশেষে সে ঘুমাল।

সকাল আটটা বাজার কিছুক্ষণ আগে যখন সে ভিয়েনাতে কল করতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই ফোন বেজে উঠলো।

সে ফোন উঠালো, "হ্যালো?"

"মিঃ কোহলার বলছেন?" একজন আমেরিকান মহিলা।

"হ্যা..."

"হ্যালো, আমি রিটা ফার্ন। লিবারম্যানের বন্ধু। সে নিউইয়র্কে আমাদের সাথে ছিল। আপনাকে কল করতে বলেছে সে। ভিয়েনাতে ফোন করে জানতে পেরেছে আপনি অপেক্ষা করছেন। সে আজকে রাতে ওয়াশিংটন ফিরবে, ছয়টার দিকে। উনি আপনার সাথে ডিনার করবেন। উনি ওখানে পৌছালেই আপনাকে ফোন করবেন।" অবশেষে একটু নিস্তার পাওয়া গেল, "ঠিক আছে!"

"আপনি কি তার জন্য একটু উপকার করবেন, দয়া করে? আপনি হোটেল ফ্রাঙ্কলিনে ফোন করে একটু বলবেন, সে অবশ্যই আসছে।"

"হ্যা, অবশ্যই! আপনি কি জানেন সে কোন ফ্লাইটে আসছে?"

"সে গাড়িতে আসছে। একটু আগেই বের হয়েছে। এজন্যই আমি ফোন করেছি। তার একটু তাড়া আছে।"

"সে কি ছয়টার আগেই এখানে এসে পৌছাবে না?" মিঙ্গল বললো, "যদি এখনই রওনা দেয়?"

"না, সে পেনসিলভ্যানিয়া হয়ে আসবে। তার ছয়টার চেয়ে দেরি হতে পারে, কিন্তু সে অবশ্যই সেখানে পৌছাবে।"

মিঙ্গল চুপ করে আছে, তারপর বললো, "উনি কি মিঃ হেনরি হুইলকের সাথে কথা বলতে যাচ্ছেন? নিউ প্রভিডেন্সে?"

"হ্যা, আমার মনে হয় বড় কিছু একটা ঘটছে।"

"হ্যা, ধন্যবাদ, ফোন করবার জন্য। ওহ্, আপনি কি জানেন কখন তারা মিলিত হবে?"

"দুপুরে।"

"ধন্যবাদ, গুডবাই।" সে ফোনটা নামিয়ে রেখেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ক্যাশিয়ারকে ফোন করে রেডি করতে বললো তার খাবার এবং ফোন বিল।

গোফ, পরচুলা, জ্যাকেট, কোট সব পরে নিয়ে পোর্টফোলিও হাতে বেরিয়ে পড়লো।

রাস্তা পার হয়ে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনে পৌঁছে গাড়ি ভাড়া করলো সে, ষাট ডলার অ্যাডভান্স দিতে হয়। সে বিল দিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে গাড়ি রেডি করতে বলে দ্রুত এলিভেটরের দিকে এগোল।

একটি সাদা ফোর্ড পিন্টো চালিয়ে নয়টার মধ্যে সে বাল্টিমোর হাইওয়েতে চলে এল। জ্যাকেটের নিচে পিস্তল, কোটের পকেটে ছুরি, ঈশ্বর তার পাশেই আছেন।

পঞ্চান্ন মাইল ঘণ্টায় গাড়ি চালালে লিবারম্যানের এক ঘণ্টা আগে সেখান পৌছাতে পারবে সে।

অন্যান্য গাড়ি তাকে ছাড়িয়ে গেল। আমেরিকানরা! স্পিড লিমিট পঞ্চান্ন, তারা যায় ষাটে।

জোরে ছুটতে শুরু করলো সে।

*

নিউ প্রভিডেন্সে এগারোটা বাজার দশ মিনিট আগে পৌছুল সে। তাকে ওল্ড বাক রোড নিজেরই খুঁজে নিতে হবে, কাউকে জিজ্ঞেস করা যাবে না, যেন পরে পুলিশের কাছে কেউ তার বা তার গাড়ির বর্ণনা দিতে না পারে। সে ম্যারিল্যান্ড থেকে একটা রোড ম্যাপ কিনেছে। সেখানে অনেক ডিটেইলস ম্যাপ রয়েছে। ম্যাপ দেখে একটা দুই লেনের রাস্তায় ঢুকলো সে। সেই রাস্তায় এক পাশে পেল ওল্ড বাক রোড। সেই মেইলবক্সে নাম দেখছে। গ্রাবার, সি জনসন এসব নাম পেরিয়ে গেল। এই রাস্তাটি আগের চাইতে সরু। ঘোড়ায় চড়ে একজন লোকও তাকে পেরিয়ে গেল।

অবশেষে সে প্রতিক্ষিত মেইলবক্সটি দেখতে গেল, এইচ. হুইলক। বক্সের

পাশে একটি লাল পতাকা ঝুলছে তাতে বড় করে লেখা : 'পাহারাদার কুকুর।'

খুব একটা সমস্যা হবে না, সে এখন ভাল একটা কারণ দেখাতে পারবে।

সে ঘড়ির দিকে তাকালো। ১১:১৮।

হ্যা, সে মনে করতে পারছে, আমেরিকান দম্পতিগুলোর একটির কুকুর জন্ম দেয়ার কাজে আগ্রহ ছিল। তাহলে এই সেই হুইলক হবে। কারারক্ষীর চাকুরি থেকে এতোদিনে তার অবসর নেয়ার কথা।

গোফ এবং পরচুলা ঠিক করে নিয়ে পিস্তলটা জায়গামত আছে কিনা দেখে নিল সে।

ভেতরে কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। কতগুলো কুকুর দেখা যাচ্ছে, তাদের পাশে সাদা চুলো একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে চোখ।

বাড়িটির সামনে গিয়ে গাড়ি থামালে একটা কুকুর চিৎকার করে উঠলো। বাড়ির আরেক পাশে গ্যারেজে একটি লাল পিক-আপ ট্রাক দেখা যাচ্ছে।

সেদরজা খুলে বেরিয়ে এল সে, পিস্তলটা জায়গামতোই আছে। দরজায় টোকা দিল এবার। এখানেই তাদের একজন থাকে! ছেলেটির ছবি হয়তো কোথাও থাকবে। চৌদ্দ বছর বয়সের হিটলার দেখতে কেমন হবে! যদি সে আজকে স্কুলে না গিয়ে থাকে?

সাদা চুলো লোকটি এগিয়ে এল, পাশে একটি ব্লাডহাউন্ড। গায়ে বাদামি জ্যাকেট, হাতে কালো দস্তানা। সে বেশ লম্বা এবং বন্ধুসুলভ মনে হচ্ছে না দেখে।

মিঙ্গল হাসলো। "গুড মর্নিং!"

"আপনি লিবারম্যান?" ভরাট কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো লোকটি।

"হ্যা," সে বললো। "আপনি কি মিঃ হুইলক?"

লোকটি মিঙ্গলের পাশে এসে কুকুরটির দিকে মাথা ঝাঁকালো।

"দুঃখিত, একটু আগেই চলে এসেছি," মিঙ্গল ক্ষমা চাইলো।

হুইলক তার পেছনে গাড়ির দিকে তাকালো। "ভেতরে আসুন।"

"খুবই সুন্দর কুকুর। আপনার ছেলে কি বাসায় আছে?" বললো সে।

"তারা ছাড়া আর কেউই নেই," হুইলক বললো। ডোবারম্যানসহ আরো দুটি কুকুর। ওরা তার দস্তানা চাটছে, মিঙ্গলের দিকে গর্জন করছে। "ঠিক আছে, বাবারা। সে একজন বন্ধু।" এবার মিঙ্গলকে বললো, "দরজাটা বন্ধ করে দিন।"

মিঙ্গল ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

"এগুলোর নাম আছে," বললো হুইলক, "এর নাম হার্পো আর এটা থেপ্পো। আমার ছেলে এর নাম রেখেছে স্যাম, এটাই এদের নেতা। বাবারা শুনে রেখো, ইনি হচ্ছেন মিঃ লিবারম্যান, আমার বন্ধু।" মিঙ্গলের দিকে

তাকিয়ে হাসলো সে, "এখন দেখতে পাচ্ছেন, যদি কেউ আমার পেছনে লেগে থাকে তবুও কেন আমি ভয় পাবো না।"

"হ্যা," মিঙ্গল সায় দিল, "খুবই ভাল, এ রকম কুকুর থাকলে তো ভয় না পাবারই কথা।"

"আমি বললেই যে কারো গলা ছিড়ে ফেলবে।" হুইলক নিজের জ্যাকেট খুলে ফেলে বললো, "আপনার জ্যাকেটটা খুলে ওখানে রাখুন।"

মিঙ্গল জ্যাকেট খুলে কোট স্ট্যান্ডে রেখে দিল।

"আপনিই আইখম্যানকে ধরেছিলেন?" হুইলক জিজ্ঞেস করলো।

"ইসরায়েলিরা ধরেছিল। আমি শুধু তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম। অবশ্য ওকে আমিই খুঁজে বের করেছিলাম। আর্জেন্টিনাতে লুকিয়ে ছিলো সে।"

"এজন্যে কোনো পুরস্কার পেয়েছেন?"

"না," মিঙ্গল বললো," আমি নিজের তৃপ্তির জন্য কাজ করি। নাৎসিদের ঘৃণা করি। মনে করি, তাদের খুঁজে বের করে ধ্বংস করা উচিত।"

হুইলক উঠে বললো, "আসুন।"

মিঙ্গল জ্যাকেট ঠিক করে নিয়ে হুইলকের পেছনে আরেকটি রুমে ঢুকলো। দুটো ডোবারম্যান তার সাথে আসছে। অন্য দুটো হুইলকের সাথে। এটা বসার রুম, চারপাশে সাদা পর্দা, বাম দিকে দেয়ালে বাধাই করা ছবি। এগুলো পুরস্কার।

"ওহ্, খুবই চমৎকার।" মিঙ্গল ছবিগুলোর দিকে গেল, সবগুলো ডোবারম্যানের, ছেলেটির কোনো ছবি নেই।

"এখন বলুন, কেন নাৎসিরা আমার পিছু নেবে?"

মিঙ্গল ঘুরলো। হুইলক বসে আছে, একটা ডোবারম্যান টেবিলে পা তুলে বসেছে। সবচেয়ে বড়টা তাদের দুজনের মাঝখানে বসে আছে, খুবই সতর্ক। বাকি দুটো মিঙ্গলের পায়ের কাছে।

মিঙ্গল হেসে বললো, "এদের সামনে কথা বলতে আমার একটু সমস্যা হবে।" সে ডোবারম্যানগুলো দেখালো।

"চিন্তা করবেন না," হুইলফ বললো, "যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি এদের বিরক্ত করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এরাও আপনাকে বিরক্ত করবে না। ওদের নিয়ে ভাবার দরকার নেই।"

মিঙ্গল একটা লেদার সোফাতে বসলো। একটা ডোবারম্যানও তার পাশে বসলো। অন্য একটা তার তার হাঁটুর কাছে এসে প্যান্ট ধরে টানছে।

"স্যামসন," হুইলক ধমক দিল।

ডোবারম্যান মাথা নিচু করে মিঙ্গলের পাশে মেঝেতে বসে পড়লো।

গলা ঠিক করে নিল মিঙ্গল, "যে নাৎসিটি আপনাকে খুন করতে আসছে,

একটি আ[illegible]

কুকুরগুলো আপনার পাশে [illegible]

“আমার কাছে পিস্তল আছে,” হুইলক বললো, “একটি ল্যুগার, [illegible] শটগান আর একটি রাইফেল।”

“এটা একটা ব্রাউনিং,” মিঙ্গল হোলস্টার থেকে পিস্তলটি বের করল, “ল্যুগারের চাইতে এটা অনেক ভালো, এক ক্লিপে তেরোটি গুলি থাকে।” সে সেফটি ক্যাচ অফ করে পিস্তলটি ফায়ারিং পজিশনে এনে হুইলকের দিকে তাক্ করলো। “হাত তুলুন,” বললো সে, “পাইপটা নামিয়ে রাখুন, ধীরে ধীরে।”

হুইলক বিশ্বাস করতে পারছে না এসব কী হচ্ছে।

“এখুনি,” মিঙ্গল বললো, “আমি আপনাকে আহত করতে চাই না। কেন চাইবো? আমি আপনাকে চিনিই না। আমি লিবারম্যানকে চাই। আসলে তার ব্যাপারে আমি আগ্রহী।”

হুইলক পাইপ নামিয়ে রেখে দু'হাত উপরে ওঠালো।

“মাথার উপর,” মিঙ্গল বললো, “আপনার চুলগুলো খুব সুন্দর, আমার

হিংসে হচ্ছে। আমারটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে পরচুলা।" সে উঠে দাঁড়ালো, তাকেও উঠতে নির্দেশ করছে।

হুইলক উঠলো, হাত মাথার পেছনে তুললো। "আমি আপনার ইহুদি এবং নাৎসিদের গল্প বিশ্বাস করি না।"

"ভাল," মিঙ্গল বললো, পিস্তলটি হুইলকের বুকে তাক্ করা। "কিন্তু আমি আপনাকে এমন কোথাও রাখতে চাইছি যেন লিবারম্যানকে কোন সিগন্যাল দিতে না পারেন। ওটা কি সেলার?"

"হ্যা," হুইলক বললো।

"ওখানে ঢুকুন। এই চারটি ছাড়া ওখানে কি কোনো কুকুর আছে?"

"না," হুইলক বললো।

"আপনার বউ কোথায়?"

"স্কুলে।"

"আপনার ছেলের কোনো ছবি আছে?"

হুইলক এক মুহূর্তের জন্য থেমে জিজ্ঞেস করলো, "তা দিয়ে আপনি কি করবেন?"

"দেখবো," মিঙ্গল বললো, "আমি তাকে আহত করবো না। আমিই সেই ডাক্তার যে তাকে আপনাদের কাছে দিয়েছে।"

"এসব কি ঘটছে?" হুইলক সিঁড়ির কাছে এক দরজার সামনে দাঁড়ালো।

"ছবি আছে?"

"ওখানে একটি অ্যালবাম আছে। আমরা যেখানে ছিলাম। টেবিলের নিচে, ফোনের পাশে।"

"এটা কি দরজা?"

"হ্যা।"

"এক হাত নামান আর খুলুন ওটা, একটু।"

হুইলক এক হাত নামিয়ে দরজাটা একটু খুললো, তারপর হাত আবার মাথার উপর তুললো।

"বাকিটুকু পা দিয়ে।"

হুইলক পা দিয়ে পুরো দরজাটা খুললো।

মিঙ্গল এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে পিস্তলটি হুইলকের দিকে রেখেই নির্দেশ করলো, "ভেতরে ঢুকুন।"

"আমাকে বাতি জ্বালাতে হবে।"

"জ্বালান।"

হুইলক একটি দড়ি ধরে টান দিতেই রুমের ভেতরে বাতি জ্বলে উঠলো।

"যান," মিঙ্গল বললো, "ধীরে।"

হুইলক ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। দরজাটা একটু চাপিয়ে দিল মিঙ্গল। তার পিস্তল হুইলকের পেছনে তাক্ করা।

মিঙ্গল গুলি করলে বেশ জোরে শব্দ হল। বেশ কয়েকটি গুলি করল মিঙ্গল। হুইলক সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে মাথাটা মেঝেতে বাড়ি খেয়ে তার দুই পা ছড়িয়ে পড়ে রইলো।

আবার হলওয়েতে ফিরে এল মিঙ্গল।

গুলির শব্দ শুনেই কুকুরগুলো চিৎকার শুরু করে দিয়েছে।

"চুপ কর!" মিঙ্গল চিৎকার করে উঠলো, তার কান তখনো ঝিঁঝিঁ করছে। কুকুরগুলো চিৎকার করছেই।

মিঙ্গল সেফটি ক্যাচ অন করে পিস্তলটা হোলস্টারে রেখে দিল। রুমাল বের করে সেলারের লাইট নিভিয়ে দিল সে। "চুপ কর!" সে আবারো চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু কুকুরগুলোর গর্জন থামাচ্ছে না। তারা দরজায় আচড় কাটছে আর চিৎকার করছে।

মিঙ্গল তাড়াহুড়ো করে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে দৌড়ে গাড়ির সামনে চলে গেল। গাড়িটা চালিয়ে গ্যারেজে এনে রাখলো সে। তারপর আবার দৌড়ে বাড়িতে ফিরে এল। কুকুরগুলোর গর্জন, আচড় কাটা তখনো চলছে।

মিঙ্গল আয়নার দিকে তাকালো। গোফ আর পরচুলা খুলে পকেটে রেখে দিলো এবার। জ্যাকেট খুলে কোটের পাশে রেখে টাইটা খুলে শার্টের ওপরের দিকের বোতামগুলোও খুলে ফেললো।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করলো মিঙ্গল। "আপনি লিবারম্যান?" বারবার প্র্যাকটিস করলো সে যেন আমেরিকানদের মতো শোনায়, জার্মান টান বোঝা না যায়।

"আপনি লিবারম্যান?" তার গলা হুইলকের মতো করার চেষ্টা করলো। "ভেতরে আসুন, আমি অনেক উৎসুক। কুকুরগুলোকে বাদ দিন, তারা সবসময় এমন চিৎকার করে। আপনি লিবারম্যান? আসুন।"

কুকুরগুলোর গর্জন চলছেই।

"চুপ কর!" মিঙ্গল চিৎকার করে উঠলো।

অধ্যায় ৭

লিবারম্যান নিউ প্রভিডেন্সে এসে রিটার ডিরেকশন অনুযায়ী যাচ্ছে। এখন প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে হুইলকের বাসায় পৌছে যাবে।

ব্যারির মৃতদেহ পাওয়া গেছে শুনে লিবারম্যান বেশ কষ্ট পেয়েছে। তবে ভাল সময়েই পাওয়া গেছে। এখন সে ওয়াশিংটনে জোরালো কারণ দেখাতে পারবে। কুর্ট কোহলার সেখানে আছেন, তার সাথে ব্যারির নোটও রয়েছে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সে-ই এখন তার প্রমাণ।

গ্রিনস্প্যান এবং পল ফিলডেলফিয়ায় প্রস্তুত আছে। লিবারম্যান ঠিক রাস্তায় এসে পড়লো। দূর থেকেই 'পাহারাদার কুকুর' লেখা ফ্ল্যাগটি দেখা যাচ্ছে, পাশে মেইলবক্সে লেখা এইচ. হুইলক। লিবারম্যান গাড়ি স্লো করে থামালো।

আধ ঘণ্টা লাগবে, হুইলককে প্ররোচিত করতে ("সে তাকে জিন সম্পর্কে বলবে না বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে বলবে আমি জানি না কেন; শুধু ছেলেগুলোর বাবাকে খুন করা হবে, এটুকুই সে জানে।") তারপর এক ঘণ্টার মতো লাগবে ওয়াই.জে.ডি'র ছেলেদের আসতে, দুটো বাজবে। সে তিনটার মধ্যে বের হতে পারবে এবং পাঁচটা বা পাঁচটা ত্রিশের মধ্যে ওয়াশিংটনে পৌছে যাবে। সেখানে পৌছেই কোহলারকে কল করবে, তার সাথে দেখা করার জন্য উৎসুক হয়ে আছে সে।

কুকুরের গর্জন শোনা যাচ্ছে, বেশ জোরে শোরগোল হচ্ছে। দোতলা বাসা, সাদা রং করা, এই বাসার বেড়ার ওপাশ থেকে প্রায় আধ ডজন কুকুরের তুমুল গর্জন হচ্ছে।

লিবারম্যান গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির দরজা লাগালো, হাতে ব্রিফকেস। হুইলককে রক্ষা করা সহজ হবে। কুকুরগুলো এখনো চিৎকার করছে যেন অ্যালার্ম বাজছে। খুনি হয়তো তার কাজ শুরু করেছে–সে হয়তো এখন এই শহরেই এই রোডেই। হুইলককে তার স্বাভাবিক কাজ করে যেতে হবে এবং খুনিকে সামনে আসার সুযোগ দিতে হবে। সমস্যা হল, হুইলককে এমন ভয় দেখাতে হবে যেন সে ওয়াই.জে.ডি'র প্রটেকশন নিতে রাজি হয় কিন্তু এতো বেশি ভয় দেখানো যাবে না যেন সে ঘর থেকেই না বের হয়।

সে হেটে দরজার সামনে গেল, দরজায় কড়া লাগানো, লোহার তৈরি কুকুরের মাথার সদৃশ্য, পাশে বেলও আছে। লিবারম্যান দু'বার কড়া নাড়লো।

খুব একটা জোরে শব্দ হল না। সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো, কুকুরগুলো অবিরাম চিৎকার করেই যাচ্ছে। সে বেল টিপতে যাবে তখনই দরজা খুলে গেল। যেমনটা আশা করছিল তার চেয়ে খাটো ধূসর চুলের এক লোক বেরিয়ে এল, তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি লিবারম্যান?"

"হ্যা," সে বলল, "মিঃ হুইলক?"

লোকটি দরজা পুরো খুলে দিয়ে বললো, "ভেতরে আসুন।"

লিবারম্যান ভেতরে ঢুকেই কুকুরের গন্ধ পেল। পাঁচটি অথবা ছয়টি কুকুর, চিৎকার করছে, গর্জন করছে, আঁচড়াচ্ছে হলওয়ের ওপাশে। সে ঘুরে হুইলকের দিকে তাকালো।

"আপনার সাথে দেখা হওয়াতে খুব খুশি হলাম," হুইলক বললো। গায়ে নীল শার্ট, ওপরের বোতাম দুটো খোলা, কালো স্যু। "আমি ভাবছিলাম আপনি হয়তো আর আসছেন না।"

"আমি ভুল পথে চলে গিয়েছিলাম," লিবারম্যান জানালো।

"ওহ্! কোটটি খুলে রাখুন," হুইলক হেসে বললো। কোট-স্ট্যান্ডটা দেখিয়ে দিল সে।

লিবারম্যান ব্রিফকেস নামিয়ে রাখল মেঝেতে। ফোনে যতটা মনে হয়েছিল হুইলককে তার চাইতে বন্ধুসুলভ মনে হচ্ছে কিন্তু তার কথায় কোনো সমস্যা আছে বলে মনে হল। লিবারম্যান বুঝতে পারছে, কিন্তু ঠিক কি সমস্যা ধরতে পারছে না। "আপনি কি এই কুকুরগুলোর কথাই বলেছিলেন?" লিবারম্যান জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা," হুইলক বললো, "ওদের কথা বাদ দিন। ওগুলো সবসময় এমন চিৎকার করে। আমি ওগুলোকে আটকে রেখেছি যেন আপনাকে না জ্বালায়। অনেক লোক ভয় পেয়ে যায়, এদিকে আসুন।" অন্য ঘরের দিকে গেল সে।

লিবারম্যান কোটটি ঝুলিয়ে রেখে হুইলকের পেছনে এগোল, ব্রিফকেসটি তুলে নিয়েছে আসার সময়। তারা বসার ঘরে ঢুকলো। কুকুরগুলো বামদিকের একটা দরজার ভেতর থেকে ঐরকম চিৎকার করছে।

"বসুন," হুইলক বললো, "এখন বলুন, কেন একজন নাৎসি আমাকে খুন করতে চাইবে? আমি জানতে উৎসুক।"

'উৎসুক' বলার সময় সে একটু অন্যভাবে উচ্চারণ করলো। এটাই এতক্ষণ লিবারম্যানকে ভাবাচ্ছিল, হেনরি হুইলক তাকে নকল করছে, তার আমেরিকান উচ্চারণ বাদ দিয়ে তার মতো করে কথা বলছে। খুব বেশি কিছু না, আর উচ্চারণ করার সময় একটু জোর দেয়া, ভি'কে অনেকটা ডব্লিউ'র মতো উচ্চারণ। লিবারম্যান সোফায় বসলো, হুইলক আগেই বসেছে।

নকল করাটা কি অনিচ্ছাকৃত হতে পারে? সে অনেক সময় বিদেশীদের

জার্মান ভাষা শুনে তাদের মতো করে বলে ফেলে এবং বিব্রত হয়।

কিন্তু না, এটা ইচ্ছাকৃত, সে নিশ্চিত। হুইলকের হাসির চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে তার কাছ থেকে কেমন ব্যবহার পেতে যাচ্ছে। একজন প্রাক্তন কারারক্ষীর কাছ থেকে আর কেমন ব্যবহার আশা করা যায়? দয়ালু? ভাল ব্যবহার?

ঠিক আছে, সে তো এখানে কোনো বন্ধু বানাতে আসে নি।

"এটা ব্যাখ্যা করতে আমাকে কিছু ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা বলতে হবে, মিঃ হুইলক," সে বললো, "আপনার এবং আপনার পরিবারের ব্যক্তিগত বিষয়। আর আপনার ছেলের দত্তক নেয়া সম্পর্কিত।"

হুইলককে একটু বিস্মিত মনে হচ্ছে।

"আমি জানি," বললো লিবারম্যান, "আপনি এবং মিসেস হুইলক তাকে নিউইয়র্কের এলিজাবেথ গ্রেগরির কাছ থেকে পেয়েছেন। বিশ্বাস করুন"–সে একটু সামনে ঝুঁকে এল–"কেউ এসব নিয়ে সমস্যা করবে না। কেউ আপনার ছেলেকে নিতে আসবে না বা আপনার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবে না। এটা অনেক আগের, তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি।"

"আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি," হুইলক শীতল কণ্ঠে বললো।

খুবই ঠাণ্ডা লোক। আস্তে আস্তে নিচ্ছে সবকিছু। সেখানে বসে আঙুলগুলো এক করছে আর সরাচ্ছে।

"এলিজাবেথ গ্রেগরি," লিবারম্যান বললো, "তার আসল নাম ছিল না। তার আসল নাম ফ্রিদা মেলোনি। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন?"

"হ্যা, মানে ঐ নাৎসিটা, যাকে জার্মানিতে ফেরত পাঠানো হয়েছে?" হুইলক বললো।

"হ্যা," লিবারম্যান ব্রিফকেস তুললো, "আমার কাছে তার কিছু ছবি আছে। দেখবেন?"

"দরকার নেই।"

তার দিকে তাকালো লিবারম্যান।

"আমি তার ছবি পত্রিকায় দেখেছি," হুইলক ব্যাখ্যা করলো। "তাকে পরিচিত মনে হয়েছিল আমার কাছে। এখন বুঝতে পারছি কেন।" সে হাসল, সে ইংরেজি শব্দ 'হোয়াই' উচ্চারণ করতে গিয়ে 'ভাই' উচ্চারণ করে ফেলল।

এটা কি ইচ্ছাকৃত? লিবারম্যান ভাবছে। ব্রিফকেসটি আবার নামিয়ে রাখলো সে।

"আপনি এবং আপনার বউ," বললো সে, "শুধু আপনারা না, আরো অনেকে এমন বাচ্চা পেয়েছেন তার কাছ থেকে। গুথ্রি নামে এক দম্পতি

পেয়েছিল, সেই মিঃ গুথ্রি গত অক্টোবরে খুন হন। আরেক দম্পতি কারিও পেয়েছিল, মিঃ কারিও খুন হন গত নভেম্বরে।"

হুইলককে এখন চিন্তিত মনে হচ্ছে। টেবিলের ওপর রাখা ছবির অ্যালবামের কোণায় তার আঙুলগুলো এখন থেমে গেছে।

"এখানে, এদেশে নাৎসিরা তাদের কাজ করছে," লিবারম্যান বললো, "একজন প্রাক্তন এস.এস সদস্য, ঐসব দত্তক নেয়া ছেলেগুলোর বাবাদের খুন করছে। যে ক্রমানুযায়ী তাদের দত্তক দেয়া হয়েছিল, ঠিক একই ক্রমানুযায়ী তাদেরকে খুন করা হচ্ছে। এর পরের টার্গেট হলেন আপনি, মিঃ হুইলক। আর সেটা খুব শীঘ্রই হবে। এরপর আরো অনেকে। এজন্যই আমি এফবিআইয়ের কাছে যাব। আপনার প্রটেকশনের দরকার আছে। শুধু কুকুরগুলোই যথেষ্ট নয়।"

"কিন্তু এটা খুবই অদ্ভুত!" হুইলক কিছুটা বিস্ময়ের সাথে লিবারম্যানের দিকে তাকালো। "ছেলেগুলোর বাবাদের কেন খুন করা হচ্ছে?"

"হ্যা।"

"কিন্তু কেন?" এবার সে 'হোয়াই'টা সঠিকভাবে উচ্চারণ করলো।

ওহ্ ঈশ্বর! মোটেও তাকে নকল করছিল না, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যেটাই হোক সে এটা চাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। লিবারম্যান বললো, "আমি জানি না।" তাছাড়া ট্রাউজার, জুতা দেখে তাকে শহুরে লোক মনে হচ্ছে, তার বিরূপ আচরণ, কুকুরগুলো যেন 'বিরক্ত' না করে এজন্য আটকে রাখা...

"আপনি জানেন না?" হুইলক পরিচয় দেয়া নাৎসিটি জিজ্ঞেস করলো, "এতসব খুন হচ্ছে আর আপনি জানেন না?"

কিন্তু খুনি ছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স্ক, আর এই লোকের বয়স প্রায় পঞ্চান্ন বা এর চেয়ে একটু কম। *মিঙ্গল? অসম্ভব।* সে ব্রাজিল বা প্যারাগুয়েতে আর উত্তর দিকে, এদিকটাতে আসার সাহস করবে না সে।

মাথা নাড়লো তার প্রশ্নের জবাবে।

অ্যালবামের কাভারের ভেতর থেকে একটা পিস্তল বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে, তার দিকে তাক্ করল সেটা। "তাহলে সেটা আপনাকে আমারই বলা উচিত।" পিস্তল হাতে ধরা লোকটি বললো।

লিবারম্যান তাকে ভাল করে দেখলো। *হ্যা, মিঙ্গল!* ঘৃণিত, মৃত্যুরদূত, শিশু হত্যাকারী! এখানে বসে আছে! তার সামনে, হাসছে, তার দিকে পিস্তল তাক্ করে রেখেছে।

"তুমি এখানে সবার অজান্তে মারা যাবে," মিঙ্গল বললো, "তাই আমি তোমাকে বলতে চাই, আগামী বিশ বছরে বা এর পরে কি ঘটতে যাচ্ছে। তুমি কি শুধু পিস্তল দেখেই এতোটা বিস্মিত হয়েছো নাকি আমাকে চিনতে পেরেছ?"

"আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি," লিবারম্যান বললো।

"রুডেল, সাইবার্ট আর অন্যরা," মিঙ্গল হাসলো, "সবাই একদল বুড়ো গাধা। তারা লোকগুলোকে ডেকে পাঠিয়েছে কারণ ফ্রিদা মেলোনি বাচ্চাগুলো নিয়ে তোমার সাথে কথা বলেছে। তাই কাজটা আমাকেই শেষ করতে হবে। আমি কিছু মনে করছি না, কাজটা আমাকে ভাল রাখবে। শোনো, ব্রিফকেস নামিয়ে রাখো, হাত মাথায় পেছনে উঠাও। উল্টাপাল্টা কিছু করার চেষ্টা করলে তোমাকে তার আগেই গুলি করবো আমি।"

লিবারম্যান ধীরে ধীরে ব্রিফকেস নামিয়ে রাখলো তার বাম পাশে এই ভেবে যদি সে সুযোগ পায় তবে ডানদিকে দরজার দিকে দৌড় দেবে, আশা করছে দরজায় তালা লাগানো নেই–হয়তো দরজার ওপাশের কুকুরগুলো মিঙ্গলকে পিস্তল হাতে দেখে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিংবা হয়তো নাও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, কোনো নির্দেশ ছাড়া। কিন্তু সে এখন এছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না।

"সময়টা দীর্ঘ হলে ভাল হত," মিঙ্গল বললো, "আসলেই। আমার জীবনের স্মরনীয় মুহূর্তগুলোর একটি এটি। যদি পারতাম, আমি তোমার সাথে বসে দু'য়েক ঘণ্টা আলাপ করতাম। তোমার বইয়ে কিছু বিষয় বাড়িয়ে লিখেছো, সেগুলো নিয়ে কথা বলতাম। কিন্তু দুঃখজনক..." সে সান্ত্বনা সূচকভাবে মাথা নাড়লো।

লিবারম্যান তার দু'হাত মাথার পেছনে তুলে রাখলো। তার দু'পা আস্তে আস্তে আলাদা করছে। "হুইলক কি মারা গেছে?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"না," মিঙ্গল বললো, "সে কিচেনে আমাদের জন্য লাঞ্চ তৈরি করছে। এখন মনোযোগ দিয়ে শোন, মিঃ লিবারম্যান। আমি তোমাকে এমন কিছু বলতে যাচ্ছি যা তোমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু আমি তোমার মায়ের কসম খেয়ে বলছি, এটি একেবারে সত্যি। আমি কি একজন ইহুদির কাছে মিথ্যা বলবো?"

লিবারম্যান জানালার দিকে দেখে মিঙ্গলের দিকে ভাল করে তাকালো।

"আমাকে যদি জানালার দিকে তাকাতে হয়," মিঙ্গল বললো, "আমি প্রথমে তোমাকে খুন করবো, তারপরে জানালা দিয়ে তাকাবো। তুমি জানো গতরাতে আমি টিভিতে কি দেখেছি? হিটলারের মুভি। আমি একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, এটা যদি ওপরের ইশারা না হত, তাহলে আমি এখানে থাকতাম না। তাই সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমার দিকে তাকাও, মন দিয়ে শোন, সে বেঁচে আছে। এই অ্যালবাম"–খালি হাত দিয়ে অ্যালবামটি দেখালো–"ভর্তি তার ছবি। তার ছোটবেলার ছবি। সে তার একেবারের পুরোপুরি জেনেটিকাল ডুপ্লিকেট। আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করছি না কিভাবে

[illegible]

বিশ্বাস করো। [illegible]

ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা [illegible] [illegible]ার মহিলারা এগুলো গর্ভধারণ করেছে। ছেলেগুলোর মধ্যে ঐ মহিলাদের কোনো ছাপই নেই, তারা একেবারে বিশুদ্ধ হিটলার! তার কোষ থেকেই তৈরি। সে আমাকে তার আধা লিটার রক্ত এবং একটু চামড়া কেটে নিতে দিয়েছিল–ছয়ই জানুয়ারি, ১৯৪৩-এ। উনি নিজে কোন বাচ্চা নিতে চান নি।”–ফোন বেজে উঠলে মিঙ্গল লিবারম্যানের দিকে চোখ রাখলো। “–কারন সে জানতো কোন ছেলেই ঐ রকম ঈশ্বরের মতো পিতার ছায়ায় বড় হতে পারবে না”–আবারো ফোন বাজলো–“তাই উনি যখন শুনলেন বায়োলজিক্যালি এটা সম্ভব, আর আমি সেটা করতে পারবো”–ফোন বেজেই চলেছে–“আর সেটা শুধুমাত্র তার ছেলে নয়, তার নিজেকেই, কার্বন কপি না, বরং পুরো আসল। উনি এই আইডিয়া শুনে বেশ রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন। তখনই আমাকে দায়িত্ব এবং সুবিধা দেন তিনি। তুমি কি মনে কর, অসউইজে আমার কাজ শুধু খুন করাই ছিল? তোমাদের কি চিন্তা ভাবনা? উনি কাজটার শুরু করেছিলেন, আমাকে রক্ত, চামড়া এবং একটি সিগারেট কেস দিয়ে। আমার সবচেয়ে প্রিয় কাজ দেখলে? আমি তোমাকে মিনিটের বেশি সময় দিয়ে ফেলেছি”–সে ঘড়ির দিকে তাকালো–আর হঠাৎ লিবারম্যান লাফিয়ে উঠতেই সাথে সাথেই গুলির আওয়াজ হল–সে সোফা পার হল। আবারো গুলির শব্দ, সে দেয়ালে বাড়ি খেল, বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে। দেয়ারের পাশে কুকুরের চিৎকার আরো জোরে শুনতে পাচ্ছে সে। দরজার লকের দিকে হাত বাড়ালো, আবার গুলি করল মিঙ্গল, দরজার নবটা উড়ে গেল, লিবারম্যান হাত বাড়ালো, দেখল সেখানে গর্ত, তার হাত রক্তে ভরে গেছে। সে ভাঙা নব ধরে দরজা খোলার চেষ্টা করতেই দরজা খুলে গেল, পেছনে পিস্তলের ফাঁকা ক্লিক-ক্লিক আওয়াজ শুনলো সে, গুলি শেষ। সে দেয়ালের পাশে বসে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে।

কালো ডোবারম্যানগুলো ছুটে গেল মিঙ্গলের দিকে। বড় ডোবারম্যানগুলো দাঁত বের করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবার। মিঙ্গল সোফার হাতলের উপর গিয়ে পড়লো। তার চোখ ডোবারম্যানের দিকে। একটা কুকুর তার বাহুতে কামড় দিতেই তার হাত থেকে পিস্তলটা পড়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর সবগুলো কুকুর সরে এসে তার দিকে তাকিয়ে গর্জন করতে থাকলো। তাকে ভয় দেখাচ্ছে, আক্রমণ করছে না। হাতের বাহুও ছেড়ে দিয়েছে।

“আক্রমণ কারো!” লিবারম্যান নির্দেশ দিল। তার বুকের ব্যথা বাড়ছে।

“আক্রমণ করো!” ব্যথার মধ্যেই সে চিৎকার করলো–ব্যথায় তার বুক

ছিড়ে যেতে চাচ্ছে।

ডোবারম্যানগুলো ডাকছে, কিন্তু নড়ছে না।

লিবারম্যান দেয়ালের দিকে সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করলো। তার টাইয়ের বাধন ঢিল করে দিয়ে শার্টের কলার খুলে দিল সে। আরেকটি বোতাম খুলে বুকে হাত দিল। নিচের ভেজা শার্ট অনুভব করছে। হাত বের করে আনলো, চোখ খুলে দেখল আঙুলে রক্ত। গুলি তার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কোথায় আঘাত লেগেছে? বাম পাশের যকৃতে? যেখানেই লাগুক, সারা শরীর ব্যথায় জ্বলে যাচ্ছে। সে তার পকেটে হাত ঢোকাল রুমালের জন্য। বামদিকে ঘুরলে কোমরে আরো বেশি ব্যথা অনুভব করলো।

রুমাল বের করে যেখানে গুলি লেগেছে সেখানে চাপা দিয়ে রাখলো। হাত দিয়ে ধরে রাখতে চাইলো যেন রক্ত বের না হয়। কিন্তু পারলো না, হাতটা নড়ে গেল। তার মধ্যে কোনো শক্তি অবশিষ্ট নেই। শুধু ব্যথা এবং ক্লান্তি ...তার পাশের দরজা আস্তে করে লেগে গেল।

মিঙ্গলকে দেখলো সে, তার চারপাশে ডোবারম্যানগুলো ঘেরাও করে বসে আছে।

মিঙ্গলও তার দিকে তাকালো।

চোখ বন্ধ করে ফেললো লিবারম্যান। সে আর চোখ খোলা রাখতে পারলো না।

*

"সরো..."

সে আবার চোখ খুললো, ওপাশে মিঙ্গলকে দেখছে।

"সরে যাও," মিঙ্গল বললো কোমল কণ্ঠে, সে তার মুখের কাছের ডোবারম্যানটিকে বললো, "সরো, কোনো পিস্তল নেই। সরে যাও, লক্ষ্মী কুকুর।"

কুকুরগুলো গোঙাচ্ছে কিন্তু নড়ছে না।

"লক্ষ্মী কুকুর," মিঙ্গল বললো, "স্যামসন? লক্ষ্মী স্যামসন, সরে যাও।" ডোবারম্যানগুলো মাথা একটু সরালো। মিঙ্গল তাদের দিকে তাকিয়ে হাসলো। "মেজর?" সে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি মেজর? লক্ষ্মী মেজর, লক্ষ্মী স্যামসন, লক্ষ্মী কুকুর, আমি তোমাদের বন্ধু। দেখো, পিস্তল নেই।" সে তার হাত দেখাচ্ছে, হাতে রক্ত। আস্তে আস্তে উঠে বসার চেষ্টা করলো। "লক্ষ্মী কুকুর, সরে যাও," সে বললো। "আমি তোমাদের বন্ধু। আমি কি আঘাত করবো? না, না, আমি তোমাদের পছন্দ করি।"

লিবারম্যান চোখ বন্ধ করে রাখলো, সে তার নিজের শরীর থেকে বের হওয়া রক্তের উপর বসে আছে।

"লক্ষ্মী স্যামসন, লক্ষ্মী মেজর। থেপ্পো? লক্ষ্মী কুকুর, সরে যাও।"

*

"তুমি কি বেঁচে আছ? ইহুদি-শয়তান?"

সে তার চোখ খুললো।

মিঙ্গল তার দিকে তাকিয়ে আছে, সোফায় বসা, এক পা মেঝেতে, আরেক পা টেবিলের উপর। সেই এখন নিয়ন্ত্রণে আছে, শুধু তিনটি কুকুর তার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে গোঙাচ্ছে।

"খুবই খারাপ," মিঙ্গল বললো। "কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবে না। তোমার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আমি এভাবে বসে থাকলে কুকুরগুলো আমার উপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। তারা পানি খেতে যাবে,া প্রস্রাব করতে যাবে।" সে ডোবারম্যানগুলোকে বললো, "পানি খাবে? যাও। তোমরা কি পানি খাবে না? লক্ষ্মী কুকুর। যাও, পানি খাওগিয়ে।"

ডোবারম্যানগুলো নড়লো না।

'"কুত্তারবাচ্চা," মিঙ্গল জার্মান ভাষায় কুকুরগুলোকে গালি দিয়ে লিবারম্যানকে বললো, "তুমি তাহলে কিছুই করতে পারো নি, ইহুদি শয়তান, শুধু তাড়াতাড়ি মরার চেয়ে এখানে ধুকে ধুকে মরা ছাড়া। পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমি বেরিয়ে যাব এখান থেকে। লিস্টের প্রত্যেকেই খুন হবে নির্দিষ্ট সময়ে। চতুর্থ রাইখ আসছে, শুধু জার্মান রাইখ না, সারাবিশ্বের রাইখ। আমি বেঁচে থাকবো দেখার জন্য, আর ঐসব নেতাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। তুমি কি ভাবতে পারো তারা কি করবে? রাশিয়ানদের, চাইনিজদের? আর অবশ্যই ইহুদিদের।" আবার ফোন বাজলো।

লিবারম্যান দেয়ালের ওখান থেকে সরার চেষ্টা করছে কিন্তু তার ব্যথার কারণে সে নড়তে পারছে না। চোখ বন্ধ করে বড় করে শ্বাস নিচ্ছে।

"ভাল, এক মিনিটের মধ্যেই মারা যাবে। চিন্তা কর, তোমার নাতিদের যখন ওভেনে পোড়ানো হবে তখন কেমন হবে।"

ফোন বেজেই চলেছে।

মনে হয় ওদের নাম গ্রিনস্প্যান আর পল। সে এখনো কল করে নি কেন, খবর নেয়ার জন্য ফোন করছে হয়তো? কোনো উত্তর না পেয়ে কি তারা চিন্তি ত হবে না, এখানে আসবে না? শুধু যদি ডোবারম্যানগুলো মিঙ্গলকে আটকে রাখে...

সে চোখ খুললো।

মিঙ্গল ডোবারম্যানগুলোর দিকে তাকিয়ে হাসছে, বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি।

তার চোখ বন্ধ হয়ে এল আবার।

সে ওভেন, সৈন্য, যুদ্ধ এসব নিয়ে চিন্তা করছে না। ভাবছে, যদি এশার, ম্যাক্স এবং লিলি সেন্টারটি চালিয়ে নিতে পারে।

*

কুকুরের গর্জন শুনে সে আবার চোখ খুললো।

"না, না!" সোফায় ভালো কষে বসে মিঙ্গল বললো। ডোবারম্যানগুলো তাকে ঠেলছে। "না, না! লক্ষ্মী কুকুর! আমি যাচ্ছি না! না, না, দেখো আমি চুপ করে বসে আছি? লক্ষ্মী কুকুর।"

লিবারম্যান হাসতেই আবারো চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

লক্ষ্মী কুকুর।

গ্রিনস্প্যান? পল? কোথায়–

*

"ইহুদি শূয়োর?"

রুমালটা তার ক্ষতস্থানে আটকে আছে, চোখ খুলেলো সে, তারপর হাত তুলে মধ্যমা দেখালো।

*

দূরে গর্জন শুনতে পেয়ে চোখ খুললো সে।

মিঙ্গলের চোখে ঘৃণা, যা সে অনেক আগে ফোনে অনুভব করেছিল।

"যাই ঘটুক," মিঙ্গল বললো, "আমিই জয়ি। হুইলক ছিল আঠারোতম। আঠারো জন তাদের বাবাকে হারিয়েছে, এদের মধ্যে অন্তত একজন 'তার' মতো হবে বড় হয়ে, সে যা করেছিল তাই করবে। তুমি এ-ঘর থেকে জীবিত হয়ে বের হচ্ছো না তাকে আটকাতে। আমিও বের না হতে পারি।"

দরজার বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল এবার। লিবারম্যান এবং মিঙ্গল একে অপরের দিকে তাকালো।

সামনের দরজাটা খুলে গেল। তারপর বন্ধ হল।

তারা দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। হলওয়ে দিয়ে কেউ আসছে।

ঘরে ঢুকে দরজায় সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা নাক, কালো চুল, ব্যাকেট।

সে লিবারম্যানের দিকে তাকালো। তারপর মিঙ্গল আর ডাবারম্যানগুলোর দিকে। পুরো রুমটা দেখছে হালকা নীল চোখে।

"হুশশ!" সে বললো ডোবারম্যানগুলোকে।

"মাই ডিয়ার," মিঙ্গল বললো, "মাই ডিয়ার, ডিয়ার, ডিয়ার বয়, তোমাকে দেখে কতোটা খুশি হলাম, বিশ্বাসই করতে পারবে না। তুমি কি কুকুরগুলোকে সরে যেতে বলবে? বিশ্বস্ত কুকুরগুলোকে? তারা অনেকক্ষণ ধরে আমাকে এখানে আটকে রেখেছে, তারা ভুল বুঝেছে, আমি ঐ ইহুদি নই যে তোমার ক্ষতি করতে এসেছি। তুমি কি দয়া করে তাদের সরতে বলবে? আমি সবকিছু ব্যাখ্যা করছি।" ডোবারম্যানগুলোর দিকে তাকিয়ে হাসলো সে।

ছেলেটি তাকে কিছুক্ষণ দেখে এরপর লিবারম্যানের দিকে ঘুরলো। লিবারম্যান তার মাথা একটু নড়ালো কেবল।

"তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ো না," মিঙ্গল সাবধান করলো। "সে একজন সন্ত্রাসী, খুনি, মারাত্মক লোক। সে এখানে এসেছে তোমার এবং তোমার পরিবারের ক্ষতি করতে। কুকুরগুলোকে সরাও, ববি। দেখেছো, আমি তোমার নাম জানি, আমি জানি তুমি গত বছর গ্রীষ্মে কেপ কডে গিয়েছিলে, তোমার একটি মুভি ক্যামেরা আছে, তোমার দু'জন সুন্দরী কাজিনও আছে...আমি তোমার বাবার পুরোনো বন্ধু। আমিই সেই ডাক্তার যে তোমাকে ওদের কাছে দিয়েছে। বিদেশ থেকে এসেছি! ডাঃ ব্রেইটনবাখ। তারা কি কখনো আমার নাম বলেছে? আমি অনেক আগে চলে গিয়েছিলাম।"

"আমার বাবা কোথায়?" ছেলেটি জিজ্ঞেস করলো।

"আমি জানি না," মিঙ্গল বললো, "আমার মনে হয়, যেহেতু ঐ লোকের কাছে এই পিস্তলটি ছিল–যেটা আমি ছিনিয়ে নিয়েছি–তাই কুকুরগুলো আমাদের মারামারি করতে দেখে ভুল বোঝে। আমার মনে হয় সে..." মাথা নাড়লো, "...তোমার বাবাকে কিছু করেছে। আমি তার সাথে দেখা করতে এসেছিলাম। সে আমাকে ঢুকতেও দিয়েছিল। যখন পিস্তল বের করলো, তখন আমি তা জোর করে ছিনিয়ে নেই। কিন্তু তখন সে দরজা খুলে দেয়, কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেয়। তাদেরকে সরে যেতে বলো। আমরা দু'জন মিলে তোমার বাবাকে খুঁজবো। তাকে হয়তো বেধে রেখেছে। হেনরি! আশা করি কিছু হয় নি। তোমার মা নেই, ভালোই হয়েছে। সে কি এখনো ল্যাঙ্কাস্টার স্কুলে পড়ায়?"

লিবারম্যান হাত বাড়ালো, ছেলেটির মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য।

ছেলেটি মিঙ্গলের দিকে তাকালো। *"কেচাপ,"* সে বললো। কুকুরগুলো

চৎকার করলো,

তারা আপনার কথা শুনবে না," ছেলেটি বললো,

গেল, তাকে পাশ ফেরালে লিবারম্যান তাকালো তার দিকে।

"সে চালাকি করেছে, তাই না?" ছেলেটি বললো, "তার কাছে

লটি। বাড়ির ভেতরে সে-ই ছিলো, আপনাকে ঢুকতে দিয়েছিল?"

"না!" মিঙ্গল চিৎকার করে বললো।

"আপনি কি কথা বলতে পারবেন?"

লিবারম্যান মাথা ঝাঁকিয়ে ফোন দেখালে ছেলেটি উঠে গেল।

"এই লোক তোমার শত্রু!" মিঙ্গল চিৎকার করলো। "ঈশ্বরের দোহাই!"

"আপনি কি মনে করেন, আমি বোকা?" ছেলেটি টেবিল থেকে ফোনটা তুলে নিল।

"না!" মিঙ্গল তার দিকে এগোলে ডোবারম্যানগুলো তার দিকে সরে এল। "দয়া করো! আমি ভিক্ষা চাইছি! তোমার ভালর জন্য, আমার জন্য নয়! আমি তোমার বন্ধু! আমি তোমাকে সাহায্য করতেই এখানে এসেছিলাম! আমার কথা শোনো, ববি! এক মিনিটের জন্য!"

ছেলেটি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

"আমি ব্যাখ্যা করবো! সব সত্যি বলবো! আমি মিথ্যা বলেছি, হ্যা! আমার কাছেই পিস্তল ছিল। কিন্তু এসবই তোমাকে সাহায্য করার জন্য! এক মিনিটের জন্য শোন! সব শোনার পর তুমি আমাকে ধন্যবাদ দেবে! এক মিনিট!"

ছেলেটি লিবারম্যানের সামনে ফোনটি রাখলো। "কল করুন!" লিবারম্যানকে বললো সে।

"ধন্যবাদ," মিঙ্গল ছেলেটিকে বললো, "ধন্যবাদ।" সে ঠিক হয়ে বসলো, "আমার বোঝা উচিত ছিল, তোমার সাথে মিথ্যা বলে পার পাওয়া যাবে না। তাদেরকে সরে যেতে বল। আমি এখানেই থাকবো।"

"কেচাপ," ছেলেটি বলতেই কুকুরগুলো আবার তার পাশে চলে গেল।

"এটা আসলে...খুবই জটিল ব্যাপার!" মিঙ্গল ছেলেটির দিকে তাকালো।

"ঠিক আছে?" ছেলেটি বললো।

"তুমি খুবই চালাক, তাই না?" তুমি স্কুলে তেমন একটা ভাল কর না, ছোটবেলায় করতে, কিন্তু এখন কর না। কারণ তুমি খুবই চালাক, তাই। সব সময় নিজেই চিন্তা কর। কিন্তু তুমি তোমার শিক্ষকদের চাইতেও স্মার্ট, তাই না?"

লিবারম্যানের দিকে তাকাল ছেলেটি।

"আমি যদি তোমার সাথে সত্যি কথা বলি, তোমাকেও আমার সাথে সত্যি বলতে হবে। তুমি কি তোমার শিক্ষকদের চাইতে স্মার্ট নও?" মিঙ্গল জিজ্ঞেস করলো।

"একজন ছাড়া," সে বললো।

"তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে কি?"

ছেলেটি মাথা নেড়ে সায় দিল।

"বড় চিত্রশিল্পী বা আর্কিটেক্ট হবার?"

"মুভি বানানোর।"

"ওহ্, হ্যা, অবশ্যই," মিঙ্গল হাসলো, "বিখ্যাত মুভি নির্মাতা হবার। তুমি এবং তোমার বাবা এটা নিয়ে ঝগড়া করেছো। তুমি তাকে উপযুক্ত কারণ দেখিয়েছো।"

ছেলেটি তার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকালো।

"দেখছো," মিঙ্গল বললো। "আমি তোমাকে চিনি। যে কারো চাইতে বেশিই চিনি।"

ছেলেটি বিস্মিত, জিজ্ঞেস করলো, "কে আপনি?"

"যে তোমাকে দিয়েছে, সেই ডাক্তার। এটুকু সত্য। আমি তোমার বাবার বন্ধু নই। আমাদে কখনো দেখাই হয় নি। আমরা একে অপরের কাছে অপরিচিত। তার মানে কি বুঝতে পারছো?" মিঙ্গল জিজ্ঞেস করলো, "যাকে তুমি বাবা বলে জানো"–সে তার মাথা নাড়লো–"সে আসলে তোমার বাবা নয়। আর তোমার মা, যদিও তুমি তাকে ভালোবাসো, সেও তোমাকে ভালোবাসে। কিন্তু আমি নিশ্চিত সে তোমার মা নয়। তারা তোমাকে দত্তক নিয়েছে। আমিই দত্তকের ব্যবস্থা করেছিলাম আরেকজনের মাধ্যমে।"

ছেলেটি তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

লিবারম্যান ছেলেটিকে দেখছে।

"খুবই হতাশাব্যঞ্জক খবর," মিঙ্গল বললো, "কিন্তু একদম নতুন নয়। তুমি কি কখনো বুঝতে পারো নি, তুমি আশেপাশের সবার চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। সাধারণের মধ্যে যেন একজন রাজপুত্র।"

"আমি...মাঝে মাঝে আর সবার থেকে আলাদা অনুভব করি," ছেলেটি বললো।

"তুমি আসলেই আলাদা, সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ," মিঙ্গল বললো।

"আমার আসল বাবা-মা কোথায়?" ছেলেটি জিজ্ঞেস করলো এবার।

মিঙ্গল চিন্তিত, হাত দুটো নেড়ে বললো, "তোমার না জানাই ভাল হবে। এখন না জানলেই ভাল। যখন বড় হবে, আরো বয়স্ক হবে, তুমি নিজেই বের করতে পারবে। এখন আমি এটুকু বলতে পারি, ববি তোমার জন্ম হয়েছে সবচেয়ে সেরা রক্ত থেকে। তোমার বংশধররা টাকা-পয়সা নয়, কিন্তু বুদ্ধিমত্তা আর ক্ষমতার দিক দিয়ে অতুলনীয় হবে। তুমি যে স্বপ্ন দেখো তার চাইতে হাজার গুণ বড় স্বপ্ন পূরণ করার ক্ষমতা তোমার মধ্যে আছে।"

ছেলেটি তার দিকে তাকিয়েই রইলো।

"তোমার ভালর জন্য," মিঙ্গল বললো, "তোমার ভালোই আমি চাই। আমাকে তোমার বিশ্বাস করতে হবে।"

"আমার আসল বাবা-মা কে?"

মিঙ্গল মাথা নাড়লো।

"আমি জানতে চাই।"

"আমার উপর তোমার বিশ্বাস রাখতে হবে। সঠিক সময়ে তুমি এসব জানতে পারবে।"

"পিকলস!" কুকুরগুলো মিঙ্গলের পাশে গিয়ে ঘিরে ধরলো।

"আমাকে বলুন," ছেলেটি বললো, "এখুনি অথবা, আমি এদেরকে অন্য কিছু বলবো। আমি অবশ্যই বলবো। এদেরকে খুন করতেও বলতে পারি। আমার আসল বাবা-মা কে? আমি তিন পর্যন্ত গুনব। এক..."

"তোমার কোনো বাবা-মা নেই!" মিঙ্গল বললো।

"দুই–"

"এটাই সত্য! তুমি একজন সেরা মানুষের কোষ থেকে জন্ম নিয়েছো। পুণর্জন্ম! তুমি আসলে সে। আর ঐ ইহুদি তার শত্রু! মানে তোমার শত্রু!"

ছেলেটি লিবারম্যানের দিকে ঘুরলো। লিবারম্যান তার হাত তুলে বাতাসের মধ্যে বৃত্ত একে মিঙ্গলের দিকে নির্দেশ করলো।

"না!" মিঙ্গল চিৎকার করে উঠলো, "আমি পাগল নই। তুমি যদিও চালাক, কিন্তু অনেক ব্যাপার আছে তুমি জানো না, মানে বিজ্ঞান এবং অণুবিজ্ঞান সম্পর্কে। তুমি সেই ইতিহাসের সেরা মানুষের কপি। আর সে..." লিবারম্যানের দিকে তাকাল–"এখানে এসেছে তোমাকে খুন কতে! আমি এসেছি তোমাকে রক্ষা করতে!"

"কে?" ছেলেটি জানতে চাইলো, "আমি কে? কোন্ শ্রেষ্ঠ মানুষের কথা বলছেন?"

মিঙ্গল চুপ।

"এক–" ছেলেটা বললো।

"অ্যাডলফ হিটলার! তোমাকে বলা হয়েছে, সে খারাপ ছিল," মিঙ্গল বলল এবার। "কিন্তু তুমি বড় হলে বুঝতে পারবে, সারা পৃথিবী কালো, সেমিটিয়, দাস আর ল্যাটিনে ভরে গেছে। তোমার আর্যজাতি বিলুপ্তির সম্মুখীন–তুমি বুঝতে পারবে, সে-ই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল মানবজাতির মধ্যে। তুমি আমাকে ধন্যবাদ জানাবে। যেমনটা সে আমাকে জানিয়েছিল।"

"আপনি জানেন?" ছেলেটি বললো, "আমার দেখা সবচেয়ে বড় পাগল হলেন আপনি।"

"আমি তোমাকে সত্য কথা বলছি!" মিঙ্গল বললো, "তোমার ভেতরে তাকাও! সেখানে সৈন্য পরিচালনার শক্তি আছে, ববি! পুরো দেশ পরিচালনার! যারা তোমার বিপক্ষে যাবে তাদের ধ্বংস করার!"

"আপনি আসলেই পাগল।"

"তোমার ভেতরে তাকাও," মিঙ্গল বলল, "তার সব ক্ষমতা আছে তোমার ভেতরে, অথবা যখন সময় আসবে তখন টের পাবে। এখন আমি যা বলি তাই কর। তোমাকে রক্ষা করতে দাও। তোমার একটি দায়িত্ব আছে পূরণ করার।"

ছেলেটি নিচের দিকে তাকিয়ে তার কপাল ঘষলো। মিঙ্গলের দিকে তাকালো আবার। *"মাস্টার্ড,"* সে চিৎকার করে উঠলো।

কুকুরগুলো লাফ দিল তার উপর উঠে কামড়াতে শুরু করলো। মিঙ্গল পড়ে গেছে, হাত পা ছুড়ে চিৎকার করছে এখন।

লিবারম্যান তাকালো। ছেলেটি পকেটে ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

লিবারম্যান দেখল ডোবারম্যানগুলো মিঙ্গলকে মেঝের দিকে ঠেলছে। সে তার নিজের হাত দেখলো, রক্ত পড়া কমে গেছে এখন।

কিছুক্ষণ পর ছেলেটি সোফার দিকে গেল, হাত দুটো এখনো পকেটে। "থামো," সে বলতেই ডোবারম্যানগুলো সরে এল। এরপর লিবারম্যানের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকালো।

লিবারম্যান ছেলেটাকে ফোনটা দেখালো।

"যদি কেউ আপনাকে সাহায্য করতে না আসে, হাসপাতালে না নিয়ে যায়," ছেলেটি বললো। "আমার মনে হয় আপনি জলদিই মারা যাবেন।" তার কথার সাথে চুইংগামের গন্ধ আছে।

লিবারম্যান মাথা ঝাঁকালো।

"আমি আবার বাইরে যেতে পারি আমার বইপত্র নিয়ে," ছেলেটি বললো, "পরে আসবো। বলবো আমি...কোথাও হাটছিলাম। আমার মা সাড়ে চারটার আগে আসবে না। আপনি ততক্ষণে অবশ্যই মারা যাবেন।"

লিবারম্যান তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

"আমি যদি এখানে থাকি, পুলিশে ফোন করি," ছেলেটি বললো, "আপনি কি তাদের বলে দেবেন আমি কি করেছি।"

লিবারম্যান মাথা নাড়লো।

"কখনোই না?"

সে আবারো মাথা নাড়লো।

ছেলেটি পকেট থেকে হাত বের করলো।

লিবারম্যানের মনে হল, হানা, মা, বাবা, বোনেরা তার জন্য অপেক্ষা করছে। মৃত্যুর পরে নিশ্চয়ই আরেকটা জীবন আছে।

"সে আসলেই একটা পাগল ছিল," ছেলেটি বললো। *"স্ক্রাম,"* চিৎকার করলো সে। একটি ডোবারম্যান তখনও মিঙ্গলকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল, সে বাইরে বেরিয়ে গেল। ছেলেটি ফোন করলো এবার।

লিবারম্যান চোখ বন্ধ করে আছে।

ছেলেটির যখন কথা বলা শেষ হল, সে লিবারম্যানকে ডাকলো। "পানি খাবেন?" জিজ্ঞেস করলো সে।

মাথা নাড়লো লিবারম্যান।

"ওখানে একটা লিস্ট আছে।"

"কি?" ছেলেটি জিজ্ঞেস করলো।

"ওখানে একটি লিস্ট..." সে যতটা সম্ভব জোরে বলার চেষ্টা করলো।

"কিসের লিস্ট?"

"দেখ, খুঁজে পাও কিনা। তার কোটের পকেটে হয়তো। একটা নামের লিস্ট।"

ছেলেটি হলওয়েতে বেরিয়ে গেল।

আমার সাহায্যকারী হিটলার! চোখ খোলা রাখার চেষ্টা করলো সে। মিঙ্গল যেখানে ছিল সেদিকে তাকালে রক্ত আর মাংস দেখতে পেল। *ভাল।*

কিছুক্ষণ পর ছেলেটি হাতে কাগজ নিয়ে ফিরে এল। "আমার বাবার নামও আছে," বললো সে। কাগজগুলো তার হাতে দিয়ে দিল। "আমি ভুলে গেছিলাম। এখন তাকে খুঁজতে যাচ্ছি।"

পাঁচ কি ছয়টি পাতা। নাম, ঠিকানা, তারিখ লেখা রয়েছে। ডোরিং ক্রশ চিহ্ন দেয়া, হর্ভ, ক্রশ চিহ্ন দেয়া। অন্য পাতায়ও একই রকম। চোখ বন্ধ করলো লিবারম্যান। *এখনো বেঁচে আছি। এখনো শেষ হয় নি।*

"আমি তাকে খুঁজে পেয়েছি।"

*

গ্রিনস্প্যান তার কাছে এসে বললো, "সে মারা গেছে! আমরা তাকে প্রশ্ন করতে পারবো না!"

"ঠিক আছে। আমার কাছে লিস্ট আছে।"

"কি?"

সে যতটা সম্ভব জোরে বললো, "ঠিক আছে। আমার কাছে লিস্ট আছে। সব বাবাদের নামের।"

তাকে তুলে স্ট্রেচারে শোয়ানো হল। তারপর নিয়ে যাওয়া হল, সূর্যের আলো আর নীল আকাশের নিচে।

চশমা পরা একজন তার দিকে তাকিয়ে আছে। পাশে নীল চোখের একটা ছেলে, হাতে ক্যামেরা।

অধ্যায় ৮

ল্যাঙ্কাস্টার হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখা হয়েছে লিবারম্যানকে। হাতে ব্যান্ডেজ, ব্যান্ডেজের ভেতরে টিউব ভরে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও সারা শরীরের ব্যান্ডেজ–সামনে, পেছনে, উপরে, নিচে।

সে ঠিক হয়ে যাবে, একজন বেটে মোটা ইনডিয়ান ডাক্তার জানালো। ডাক্তার তার বুকে হাত দিয়ে দেখালো, লিবারম্যানের 'মেডিয়াসটিনামের' মধ্য দিয়ে গুলি ঢুকে বেরিয়ে গেছে। পাঁজরের একটি হাঁড় ভেঙে বাম যকৃত এবং 'ল্যারিনজিয়াল নার্ভ' নামে কিছু একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার হার্টটা মিস করেছে একটুর জন্য। আরেকটি বুলেট তার পেলভিক গার্ডে আঘাত করে সেখানেই রয়ে গিয়েছিল। অন্য আরেকটি বাম হাতের হাঁড় এবং পেশীতে আঘাত করেছে। আরেকটি তার ডান পাশের পাঁজরের হাঁড়ে।

আটকে থাকা বুলেটটি বের করে সব ক্ষত ঠিক করা হয়েছে। এক সপ্তাহ বা দশ দিনের মধ্যেই সে কথা বলতে পারবে, দুই সপ্তাহের মধ্যে ক্রাচ নিয়ে হাটতে পারবে। অস্ট্রিয়ান অ্যাম্বাসিকে জানানো হয়েছে। ডাক্তার হাসলো, তার আসলে কোন দরকার ছিল না, নিউজপেপার এবং টিভির কারণে এ-ঘটনা সবাই জেনে গেছে। ডিটেক্টিভরা তার সাথে কথা বলতে চেয়েছে কিন্তু তাদের অবশ্যই কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

ডেনা তার ডান হাত ধরে আছে। "আজকে কি বার? তুমি কি এটা ব্রিটেনে ব্যবস্থা করতে পারতে না?" জিজ্ঞেস করলো সে।

তাকে এখন ইন্টারমিডিয়েট কেয়ার ইউনিটে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। সে বসতে পারবে, নোটও লিখতে পারবে। "আমার জিনিসপত্র কোথায়?"

"সবকিছুই পাবেন যখন আপনার রুমে যাবেন," নার্স মেয়েটি বললো।

"কখন?"

"সম্ভবত বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার।"

ডেনা তাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনালো। মিঙ্গলকে র‍্যামন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, প্যারাগুয়ের নাগরিক। সে হুইলককে খুন করেছে, লিবারম্যানকে আহত করেছে অবশেষে হুইলকের কুকুরের হাতে মারা গেছে সে। হুইলকের ছেলে, রবার্ট, তের বছর বয়স, সে-ই স্কুল থেকে ফেরার পর পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ আসার পরপরই আরো পাঁচজন লোক উপস্থিত হয়,

তারা ইয়ং জুইশ ডিফেন্ডারের সদস্য এবং লিবারম্যানের বন্ধু, তাদের সেখানে দেখা করার কথা ছিল। তারা র‍্যামনকে নাৎসি হিসেবে চিহ্নিত করে, কিন্তু সেখানে লিবারম্যানের উপস্থিতির কোনো কারন দেখাতে পারে নি, কিংবা হুইলকের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে। পুলিশ আশা করছে, লিবারম্যান সুস্থ হলে এ-ব্যাপারে কিছু অগ্রগতি হবে।

"তাই?" ডেনা জিজ্ঞেস করলো।

"হয়তো," সে কোনো রকমে উচ্চারণ করলো।

"তুমি আবার ওয়াই.জে.ডি'র বন্ধু হলে কবে থেকে?"

গত সপ্তাহে–সে লিখলো।

একজন নার্স এসে ডেনাকে জানলো কেউ তার সাথে দেখা করতে চায়।

ডাঃ শ্যাভন এসে লিবারম্যানের চার্ট পরীক্ষা করলেন, তার জিহ্বা দেখে তাকে বললেন, তার সবচেয়ে খারাপ যেটা ঘটেছে, এখন তার শেভ করা দরকার।

ডেনা ফিরে এসে বললো, "শয়তানটা সম্পর্কে বল।" সে লিবারম্যানের বিছানার পাশে তার ব্রিফকেস নামিয়ে রাখলো। গ্রিনস্প্যান দিয়ে গেছে। সে তার গাড়ি নিতে এসেছিল। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবারের আগে পাবে না। সে ডেনার কাছে লিবারম্যানের জন্য মেসেজ রেখে গেছে। "প্রথমত, জলদি সুস্থ হোন এবং দ্বিতীয়, র‍্যাবাই গোরিন যখনই সম্ভব হবে ফোন করবেন। উনার নিজের সমস্যা হয়েছে। নিউজপেপার দেখুন।"

তার সারা শরীরে এখনো ব্যথা, প্রচুর ঘুমানো দরকার।

তাকে অন্য আরেকটি সুন্দর রুমে সরিয়ে নেয়া হল। সেখানে টিভি আছে। ব্রিফকেস চেয়ারে রাখা। সে টেবিলের ড্রয়ারটি খুললো, তার অন্যান্য জিনিসের সাথে সেই লিস্টটিও সেখানে রয়েছে। চশমা পরে টাইপ করা নামগুলো দেখলো। এক থেকে সতেরো পর্যন্ত ক্রশ দেয়া। হুইলকও ক্রশ। হুইলকের ডেট ছিল উনিশে ফেব্রুয়ারি।

একজন নাপিত এসে তাকে শেভ করিয়ে দিয়ে গেল। সে এখন কথা বলতে পারে। আস্তে, কিন্তু এখন না বলাই ভাল হবে। এতে ভালোই হয়েছে, সে চিন্তা করার সময় পাচ্ছে।

ডেনা তার হয়ে চিঠি লিখলো। নিউইয়র্ক টাইম্‌স পড়ে শোনালো, টিভিতে নিউজ দেখলো। গোরিন সম্পর্কে সেখানে কিছু নেই।

"কি হয়েছে, পা?"

"কিছু না।"

"কথা বোলো না।"

"তুমিই জিজ্ঞেস করেছিলে।"

"কথা না বলে লিখ! এজন্যই তোমাকে প্যাড দেয়া হয়েছে!"

কিছু না! সে বড় করে লিখলো।

কার্ড এবং ফুল এল তার নামে। বন্ধু, দাতা, লেকচার ব্যুরো আর বিভিন্ন টেম্পল থেকে। ক্লসের কাছ থেকে একটি চিঠি আসলো, সে ম্যাক্সের কাছ থেকে ঠিকানা পেয়েছে, 'দয়া করে যত শীঘ্রই পারেন আমাদের কাছে লিখুন। আমি, লিনা এবং প্রফেসর, আমরা অপেক্ষায় আছি, নিউজপেপারের চেয়ে বেশি জানতে'।

এরপর দিন থেকে তাকে হাটতে দেয়া হল, বার্নহার্ট নামে এক ডিটেকটিভ এল তার সাথে দেখা করার জন্য। লিবারম্যান খুব বেশি সাহায্য করতে পারলো না, তার সাথে আগে কখনো র‍্যামনের দেখা হয় নি, যেদিন ঐ লোকটি খুন হল। সে তার নামও শোনে নি। হ্যা, মিসেস হুইলক ঠিকই বলেছেন, সে হুইলককে তার আগের দিন ফোন করেছিল সাবধান করার জন্য এবং বলেছিল একজন নাৎসি তাকে খুন করতে আসতে পারে। সে এ খবর পেয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার এক সোর্সের কাছ থেকে। সে হুইলকের সাথে দেখা করতে এসেছিল, যদি আসলেই কিছু ঘটে। র‍্যামন তাকে ভেতরে ঢুকতে দেয় এবং গুলি করে। এক পর্যায়ে সে কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেয়। আর সেই কুকুরগুলোই র‍্যামনকে হত্যা করে।

"প্যারাগুয়ের সরকার জানিয়েছে তার পাসপোর্টটি জাল। তারাও জানে না কে সে।"

"তার কোনো ফিঙ্গার প্রিন্ট নেই?"

"না, নেই। কিন্তু মনে হয় সে আপনার পেছনে লেগে ছিল, হুইলকের পেছনে না। আমরা সেখানে যাওয়ার একটু আগে সে মারা গেছে। আপনি এসেছিলেন আরো অনেক আগে, ঠিক?"

"হ্যা," সে বললো।

"কিন্তু হুইলক খুন হয় এগারোটার দিকে। তাই 'র‍্যামন' আপনার জন্য দুঘণ্টা অপেক্ষা করে। আপনার সোর্সের খবরটি আসলে ফাঁদ ছিল। হুইলকের পেছনে এরকম লোকের লাগার কোনো কারণই নেই। যদি কিছু মনে না করেন, ভবিষ্যতে কোনো খবর পেলে নিশ্চিত হয়ে নেবেন।"

"অবশ্যই, ভাল উপদেশ। ধন্যবাদ আপনাকে।"

সেদিন সন্ধ্যার খবরে গোরিনকে পাওয়া গেল। সে ১৯৭৩ থেকে প্রবেশনে ছিল, তাকে বোমা-ষড়যন্ত্রের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে তিন বছরের জেল দেয়া হয়েছিলো। এখন ফেডারেল সরকার তার প্রবেশন বাতিল করেছে, সে আবারো ষড়যন্ত্র করছিল–একজন রাশিয়ান ডিপ্লোম্যাটকে কিডন্যাপ করার। এবার তাকে সারা জীবনের জন্য জেলে যেতে হবে।

লিবারম্যান ক্লস এবং ম্যাক্সের কাছে সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখলো। সে ফোন ধরতে শুরু করেছে যদিও এখনো গলা পুরোপুরি ঠিক হয় নি।

বিলের ব্যবস্থা করতে ডেনা বাসায় ফিরে গেছে। মারভিন ফার্ব এবং আরো কয়েকজন মিলে টাকা দিচ্ছে। লিবারম্যান যখন অস্ট্রিয়া ফিরবে সেখান থেকে ইনসুরেন্সের টাকা নিয়ে তাদেরকে দিয়ে দেয়া হবে।

"বিলের কপি নিতে ভুলো না," সে সাবধান করেছে যাওয়ার আগে," খুব বেশি হাটবেন না। তারা বলার আগে হাসপাতাল ছাড়বে না।"

"না, হ্যা, ঠিক আছে।"

সে ক্রাচ নিয়ে করিডরে হাটছে।

গোরিন ফোন করেছিল, "ইয়াকভ? কেমন আছেন?"

"ঠিক আছি, ধন্যবাদ। এক সপ্তাহের মধ্যেই ছাড়া পাব। তুমি কেমন আছ?"

"বেশি ভাল না। তারা কি করছে দেখছোই তো।"

"হ্যা, খুবই লজ্জার ব্যাপার।"

"আমরা পেছানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু তারা আমার পেছনে ভালো করেই লেগেছে। আমিই নাকি ষড়যন্ত্রকারী? আমি বুথ থেকে ফোন করেছি, কোনো সমস্যা নেই।"

ইদ্দিশ ভাষায় বললো, "আমরা বরং ইদ্দিশে কথা বলি। আর কেউ খুন হবে না। সবাইকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।"

"আগেই ডাকা হয়েছিল?"

"যে আমাকে গুলি করেছিলো সে আসলে মেসেঞ্জার। বুঝতে পারছো, কার কথা বলছি?"

"হ্যা, অবশ্যই।"

"ভাল, আমরা কথা বলেছি।"

"ওহ্! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! কুকুরের হাতে মরা ভালোই হয়েছে তার জন্যে! আপনি এত বড় একটা ব্যাপার নিয়ে বসে আছেন? আমি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রেস কনফারেন্সের ব্যবস্থা করছি!"

"আমি কি বলবো, যখন আমাকে জিজ্ঞেস করবে সে কি করছিল? যদি আমি ব্যাখ্যা করতে না পারি, এফবিআই খুঁজে বের করবে। এটা কি করা উচিত? আমি জানি না।"

"ঠিক আছে। আপনি কি নিউইয়র্ক আসছেন তো?"

"হ্যা।"

"কোথায় উঠবেন? আমি যোগাযোগ রাখবো।"

সে তাকে ফার্বের ফোন নাম্বার দিল।

"পল বললো, আপনার কাছে নাকি লিস্ট আছে।"

"সে জানলো কি করে?"

"আপনি বলেছিলেন।"

"আমি? কখন?"

"ঐ বাসায়।"

"হ্যা, আমি এখন এটার দিকে তাকিয়ে আছি।"

"আপনি আমাকে সব বলবেন। আমি দেখা করবো আপনার সাথে, সালোমে।"

"সালোম।"

সে কয়েকজন রিপোর্টারের সাথে কথা বললো। একদিন বিকেলবেলা কোট গায়ে এক মহিলা এসে বললো, "মিঃ লিবারম্যান?"

"হ্যা?"

"আমি কি আপনার সাথে একটু কথা বলতে পারি। আমি মিসেস হুইলক।"

"হ্যা, অবশ্যই।"

তারা করিডোর থেকে রুমে এল।

"আমি খুবই দুঃখিত," সে বললো।

"পুলিশ বলেছে আমাকে," মহিলাটি বললো, "ঐ লোক আপনাকে ফাঁদে ফেলতে এসেছিল, হ্যাংকের প্রতি তার কোনো আগ্রহ ছিল না।"

লিবারম্যান সায় দিল।

"কিন্তু যখন সে অপেক্ষা করছিল, সে আমাদের অ্যালবাম দেখছিল। এটা ছিল তখন মেঝেতে।" মহিলাটি লিবারম্যানের দিকে তাকিয়ে বললো।

"হয়তো বা আপনার স্বামী দেখছিলেন ঐ লোকটি আসার আগে।"

"সে কখনো দেখে না, আমি ঐ ছবিগুলো তুলেছি, আমিই সেগুলো অ্যালবামে রেখেছি। ঐ লোকটিই দেখছিল।"

"হয়তো সে এমনিই সময় পার করছিল।"

"আমার ছেলেকে আমরা দত্তক নিয়েছি," মহিলাটি বললো, "সে জানে না এ ব্যাপারে। গতরাতের আগে সে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল। প্রথমবার এ বিষয়ে কথা বললো।" লিবারম্যানের দিকে তাকালো সে। "আপনি কিছু বলেছেন যে তার মাথায় এমন চিন্তা আসতে পারে?"

"আমি?" লিবারম্যান মাথা নেড়ে বললো, "না, আমি কেমন করে জানবো?"

"আমার মনে হয় এখানে কোন যোগাযোগ আছে? যে মহিলাটি দত্তক দিয়েছিল সে জার্মান ছিল, র‍্যামন জার্মান নাম। জার্মান ভাষায় কথা বলে, এক

লোক ববির ব্যাপারে ফোন করেছিল। আমি জানি, আপনি জার্মানদের বিপক্ষে।"

"নাৎসিদের বিপক্ষে। না, মিসেস হুইলক, আমি জানতাম না, আপনার ছেলে দত্তকপ্রাপ্ত। তাছাড়া সে যখন এসেছিল আমি তখন কথা বলতে পারছিলাম না। এখনো ঠিকমত পারছি না, শুনতেই পারছেন। সে তার বাবাকে হারিয়েছে এজন্য হয়তো এমন চিন্তা করছে।"

"হয়তো," সে দীর্ঘশ্বাস ফেললো, "আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আমি চিন্তিত ছিলাম এর সাথে হয়তো ববি জড়িত।"

"ঠিক আছে, আপনার সাথে দেখা হওয়ায় ভালোই হল। আমি আপনাকে ফোন করতাম সুস্থ হলে।"

"আপনি কি ভিডিওটি দেখেছিলেন?" সে জিজ্ঞেস করলো, "না, মনে হয় না। মন্দ থেকে ভালো বের হয়ে আসে। হ্যাংক মৃত, আপনি আহত, ঐ লোকটিও মৃত। এখান থেকে ববি সুযোগ পেয়ে গেল।"

"সুযোগ?" লিবারম্যান বললো।

"ডব্লিউজিএএল তার ভিডিও কিনে নিয়েছে, সে ঐদিন ভিডিও করছিল–আপনাকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হচ্ছে, কুকুরগুলোর শরীরে রক্ত। ঐ লোকটি আর হ্যাংককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সিবিএস ও অন্যান্য স্টেশনেও সেটি দেখানে হয়। 'মর্নিং নিউজ উইথ হিউ রুথএও'-এ দেখানো হয়। এই বয়সে ববির জন্য বিরাট ব্যাপার। তার আত্মবিশ্বাসের জন্য। সে মুভি-নির্মাতা হতে চায়।"

"আশা করি, সে তা হতে পারবে।"

"সে খুবই ট্যালেন্টেড।"

শুক্রবার দিন ফার্ব এসে লিবারম্যারে সবকিছু প্যাক করে বিলের একটি কপি দিল তাকে।

বিল দেখে ফার্বের দিকে তাকিয়ে রইলো সে।

"এখানে অনেক সস্তায় হয়েছে," ফার্ব জানালো, "নিউইয়র্কে হলে এর দ্বিগুণ লাগতো।"

*

রবিবার দিন, ওয়াই.জে.ডি'র মেয়েটি ফোন করলো, মঙ্গলবার দিন, এগারো তারিখ লাঞ্চের দাওয়াত দেবার জন্য। "এটা বিদায় সংবর্ধনা।"

"কার?"

"রাবাই'র, আপনি শোনেন নি?"

"তার আপিল খারিজ হয়ে গেছে?"

"সে নিজে থেকে আপিল বাতিল করেছে। সে এর মোকাবেলা করতে চায়।"

"ওহ্! আমি দুঃখিত। আমি অবশ্যই থাকবো।"

সে তাকে ঠিকানা দিল, স্মিল্কস্টেইন, ক্যানাল স্ট্রিটের একটি রেস্টুরেন্ট।

লিবারম্যান টাইম-এর এক কলামের খবরটি দেখলো

গোরিন জজদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে। সে মার্চের ষোলো তারিখ থেকে পেনসিলভ্যানিয়া সংশোধন কেন্দ্রে থাকবে।

*

মঙ্গলবার, এগারো তারিখ, সে রেস্টুরেন্টের সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। সিঁড়ির মাথায় একটি বিশাল রুম। টেবিল সাজানো।

"ইয়াকভ! আপনাকে দেখে খুবই ভাল লাগছে!" লিবারম্যানকে দেখেই গোরিন এগিয়ে এল।

"দেখে সুস্থই মনে হচ্ছে! আমি সিঁড়ির কথা ভুলে গেছিলাম।"

"ঠিক আছে," লিবারম্যান বললো।

"ঠিক নেই, আমার ভুল হয়ে গেছে। অন্য কোথাও ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।"

তারা টেবিলের দিকে এগোল।

"আপনি কবে যাচ্ছেন?"

"আগামী পরশু দিন। আমি দুঃখিত–"

"বাদ দাও, বাদ দাও, আমি সেখানে ভালোই থাকবো।"

সেখানে পাঁচ-ছয়জন বসা। গ্রিনস্প্যান আর পলও আছে।

"শেষবার যেমনটা দেখেছিলাম তার চাইতে এখন আপনি শতভাগ ভাল আছেন," গ্রিনস্প্যান বললো।

"তুমি জানো, সেদিন তোমাকে দেখার কথা আমার মনে নেই।"

"আমি বিশ্বাস করি, আপনি পুরো অচেতন হয়ে গিয়েছিলেন।"

"ডাক্তাররা খুব ভাল কাজ করেছে, আমি বেশ বিস্মিত।" সে একটি চেয়ার টেনে বললো।

মেন্যু দেখে খাবার অর্ডার করলো সবাই। খাবার সময় গোরিন তার বন্ধুদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে নানা বিষয়ে কথা বললো।

খাওয়া শেষ হবার পর ওয়েটার টেবিল পরিস্কার করে চা দিয়ে গেল।

গোরিন সবার দিকে তাকালো, "চুরানব্বইজন ছেলে," সে বললো, "তেরো, চৌদ্দ বছর বয়সের, যাদেরকে খুন করতে হবে বড় হবার আগেই। না, আমি মজা করছি না। কিছু ইংল্যান্ড, স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে, কিছু কানাডা আর জার্মানিতে। তাদের কিভাবে খুঁজে বের করবো জানি না, কিন্তু করতে হবে। ইয়াকভ ব্যাখ্যা করবে কিভাবে তাদের পাওয়া যাবে। পুরো খুলে বলতে হবে না, ইয়াকভ। বলুন।"

লিবারম্যান তার চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে রইলো।

"বলুন।"

"আমি কি তোমার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি, একান্তে?" সে গোরিনকে বললো।

"অবশ্যই।"

লিবারম্যান উঠলে গোরিনও উঠে দাঁড়িলো। তারা হাটতে শুরু করলো। "আমি জানি আপনি কি বলবেন, ইয়াকভ।"

"ভাল, তুমি বুঝতে পারছো।"

"ঠিক আছে, আমিই বলছি, আমাদের এটা করা উচিত না। এমনকি যে বাবা হারিয়েছে সেও হয়তো সাধারণ মানুষ হয়ে বড় হতে পারে।"

"সাধারন মানুষ হিসেবে না। আমি তা মনেও করি না। তবে হিটলারও হবে না তারা।"

"তাই আমাদেরকে পুরোনো দিনের বুড়োদের মত হতে হবে, আইন মানতে হবে। যখন তাদের কয়েকজন হিটলার হয়ে উঠবে, তাতে আমাদের বাচ্চাদের কি? আমরা তাদের গ্যাস চেম্বারে ঠেলে দিব।"

"র‍্যাবাই," লিবারম্যান থেমে বললো, "কেউ জানে না সম্ভাবনা কতটুকু। মিঙ্গল নিজেও নিশ্চিত না। তাদের কেউই হিটলার নাও হতে পারে। এমনকি হাজার জনের মধ্যেও। ছেলেগুলো বেঁচে আছে, কার জিন থেকে তৈরি সেটা বড় কথা নয়। আমরা কিভাবে তাদের হত্যা করবো? এটা মিঙ্গলের কাজ ছিল, শিশু হত্যা। আমরাও কি তাই করবো? আমি..."

"আপনি আমাকে বিস্মিত করছেন।"

"আমাকে শেষ করতে দাও। আমি মনে করি না, ঐসব দেশের সরকারদেরও বলা উচিত। তারা নজরদারি করবে, খবর ফাঁস হয়ে যাবে। তখন লোকেরা মিঙ্গলের বাকি কাজ শেষ করার চেষ্টা করবে। এমকি সরকারের ভেতরের কেউও করতে পারে। তাই যত কম মানুষ জানে, তত ভাল।"

"ইয়াকভ, যদি একজনও হিটলার হয়–ওহ্ ঈশ্বর, আপনি জানেন কি

হবে!"

"না," লিবারম্যান বললো, "আমি সপ্তাহ ধরে এই চিন্তা করেছি। আমি নিজেই বলেছি দুটো জিনিস লাগবে এমনটা ঘটতে, নতুন হিটলার এবং ত্রিশের দশকের মতো পরিস্থিতি। কিন্তু আসলে তিনটি জিনিস প্রয়োজন; হিটলার, সামাজিক অবক্ষয়...এবং হিটলারকে মেনে নেয়ার মতো জনগন।"

"আপনার কি মনে হয় এমন মানুষ নেই?"

"না, খুব বেশি নেই। এখনকার জনগণ অনেক বেশি বুদ্ধিমান, চালাক, তারা তাদের নেতাদের ঈশ্বর মনে করে না। কিছু হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু খুব বেশি না।"

"দেখুন ইয়াকভ, আপনি আমাকে যা-ই বলুন না কেন, আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হবে না। তাদেরকে হত্যা করার অধিকার আমার আছে, এটা আমাদের কর্তব্য। ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করে নি, মিঙ্গল করেছে।"

"ঠিক আছে, আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করছি," লিবারম্যান তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"আমাদের আরো অনেক বিষয় বাকি আছে, এখন আলাপ করবো।"

"আমি আর আজকে কথা বলতে পারবো না," লিবারম্যান বললো, "তুমি জিজ্ঞেস কর।"

তারা টেবিলে ফিরে এল আবার।

"মেনজ রুমটা কোন্‌দিকে?" লিবারম্যান জিজ্ঞেস করলো।

"ঐ দিকে।" একজন দেখেয়ে তাকে।

লিবারম্যান ছোটো বুথের মত মেনজ রুমে ঢুকলো। সে দরজা লক করে পকেট থেকে পাসপোর্ট বের করে সেখান থেকে লিস্টটা নিয়ে পাসপোর্টটা আবার পকেটে রেখে দিল। প্রথমে কাগজগুলো ছিড়ে টুকরো টুকরো করে সবগুলো টুকরো ফেলে দিল টয়লেটে। এরপর ফ্লাশ টেনে দিল। কাগজগুলো পানির সাথে ঘুরতে ঘুরতে চলে গেলো নীচে।

সে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তাদের টেবিলের একজনকে ইশারা করলো গোরিনকে ডাকতে। গোরিন উঠে এল।

"এখন কি?"

"তুমি কোনো কিছু ধরে দাঁড়াও।"

"কেন?"

"আমি লিস্টটা টয়লেটে ফ্লাশ করে দিয়েছি।"

গোরিনের চেহারা সাদা হয়ে গেলো।

"এটাই সবচেয়ে ভাল কাজ হয়েছে। বিশ্বাস কর," লিবারম্যান বললো।

"এটা আপনার লিস্ট ছিল না," গোরিন বললো, তার কণ্ঠে রাগ। "এটা...সবার! ইহুদি জনগণের!"

"এ ব্যাপারে আমি ভোট নেব কি করে? সেখানে আমি একাই ছিলাম," সে বললো, "শিশু হত্যা, তা যে কোনো শিশুই হোক...জঘন্য খারাপ কাজ।"

গোরিনের চেহারা লাল হয়ে গেল। তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে। "আপনি কে আমাকে ভালো মন্দ চেনাবার। শালা, বুড়ো কোথাকার!"

লিবারম্যান অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো কেবল।

"আমি আপনাকে এই সিঁড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেব।"

"আমার গায়ে টোকা মেরে দেখো, আমি তোমার নাক ভেঙে ফেলবো," লিবারম্যানের জবাব।

"আপনার মত ইহুদিরাই এর আগে এমনটা হতে দিয়েছিল।"

"ইহুদিরা এটা ঘটতে দেয় নি," লিবারম্যান তার দিকে তাকালো, "নাৎসিরা এমনটা করিয়েছিলো।"

"এখান থেকে বেরিয়ে যান," বলেই টেবিলের দিকে চলে গেল সে।

লিবারম্যান তাকে যেতে দেখলো, তারপর ঘুরে সিঁড়ির দিকে এগোল আস্তে আস্তে।

*

কেনেডি এয়ারপোর্টে আসার পথে ক্যাবের জানালা দিয়ে হাওয়ার্ড জনসন মোটর লজ দেখতে পেল সে, এখানেই ফ্রিদা মেলোনির কাছে বাচ্চাগুলো সাপ্লাই করতো। প্যান অ্যামে চেকইন করার পর সে মিঃ গোল্ডওয়াসারকে ফোন করলো।

"হ্যালো! কেমন আছেন? আপনি কোথায়?"

"কেনেডি এয়ারপোর্টে, বাসায় ফিরছি। খুব একটা খারাপ না। কয়েক মাস সময় লাগবে পুরো সুস্থ হতে। আপনি আমার নোট পেয়েছিলেন?"

"হ্যা।"

"আবারো ধন্যবাদ। সুন্দর ফুল ছিল। হ্যা, ভালোই প্রচার হয়েছে। টাইমস, সিবিএস-এ হেডলাইন ছিলো..."

"আর কখনো এমন প্রচার পাবেন না।"

"তারপরও, এটা শুধুই প্রচার। শুনুন, এরপর আমি আর কথা দিয়ে রাখবো না এমন হবে না। আপনি কি আমাকে বসন্তে, গ্রীষ্মে বুকিং করার ব্যবস্থা করবেন। আমার গলা ততদিনে ঠিক হয়ে যাবে।"

"ঠিক আছে..."

"বলুন।"

"হ্যা, আমি কিছু গ্রুপের কাছ থেকে শুনেছি।"

"আমি আশা করি, ভালোভাবেই আসতে পারবো।"

"আমাকে জানাবেন আর ভাল থাকবেন।"

ফোন রেখে ব্রিফকেসটা তুলে নিয়ে মিঃ লিবারম্যান বোর্ডিং গেটের দিকে হাটতে শুরু করে দিলো।

উপসংহার

ডোরনব খোলার শব্দ হল, একটি আয়না দেখা যাচ্ছে, পাশে একটা স্কি পোল। অন্ধকারেও বিছানা, চেয়ারের আকৃতি বোঝা যাচ্ছে। একটা রোবটের মডেল।

ঘরের মাঝখানে কেউ বসে আছে ল্যাম্পের পাশেই, কিছু আঁকছে। বিশাল গোলাকৃতির স্টেডিয়াম। সে এই ছবিটাই আঁকছে।

ছেলেটি খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে, তার লম্বা নাক কাগজটির কাছে নিয়ে মনযোগ দিয়ে কাজ করছে। স্টেডিয়ামে মানুষের মাথা আঁকছে। রঙ তুলি দিয়ে মানুষ আঁকছে সে।

একটা পিয়ানো বাজছে। ছেলেটা শুনছে, সাথে সাথে গাইছেও।

বাবা চলে যাওয়ায় তার ভালোই হয়েছে। এখন শুধু সে আর মা। কোন ঝগড়া নেই। কেউ বলবে না, "ওটা রাখো, তোমার হোমওয়ার্ক করো–"

ঠিক আছে, আসলে ভাল না, তবে সুবিধা হয়েছে। এমনকি দাদিও বলতো, বাবা একগুয়ে ছিল। কিন্তু তার মানে এই না, সে তাকে ঘৃণা করতো, তার মৃত্যু চেয়েছে। সে তার বাবাকে অবশ্যই ভালোবাসতো। সে কি শেষকৃত্যানুষ্ঠানে কাঁদে নি?

সে আবারো ছবি আঁকায় মনোযোগ দিল, যেখানে সবকিছু সুন্দর। প্ল্যাটফর্মে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। তার হাত আঁকলো, হাত দুটো উঁচু করা।

প্ল্যাটফর্মের লোকটি কে হতে পারে? বিখ্যাত কেউ। অবশ্যই এত মানুষ দেখতে এসেছে। শুধু কোন গায়ক বা অভিনেতা না। কেউ খুবই চমৎকার, খুবই ভাল মানুষ এজন্যই সবাই তাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে।

সে স্টেডিয়ামের উপরে টেলিভিশন ক্যামেরা এঁকেছে। কিছু স্পট লাইটও দিল ঐ লোকটির দিকে।

সবাই তার দিকে তাকিয়ে আনন্দে চিৎকার করছে।

লোকগুলোর চিৎকার, উচ্ছ্বাস, আনন্দধ্বনি এখান থেকেই সে শুনতে পাচ্ছে, তার কাছে খুবই ভাল লাগছে। সে যদি এমন কেউ হতে পারতো! ঐ লোকটার মত বিখ্যাত কেউ!!